কুঠিয়াল সাহেব।

(শেষ অংশ।)

(অর্থাৎ সেকেলে নীলকর সাহেবের ভীষণ-অত্যাচার কাহিনী।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা

"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবম বর্ষ।] সন ১৩০৭ সাল। [অগ্রহায়ণ।

দারোগার দপ্তর।]

কুঠিয়াল সাহেব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দারোগাবাবু মনে মনে একটু ক্রোধান্বিত হইয়া নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইলেন ও যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দারোগা বাবু সেই স্থানে আসিয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতেছেন, এই কথা ক্রমে নিকটবর্ত্তী সমস্ত গ্রামের চৌকিদারগণ অবগত হইতে পারিল, ও ক্রমে ক্রমে তাহারাও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ সকল চৌকিদারগণের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ মৃতদেহটী উত্তমরূপে দেখিয়া কহিল, "মৃতদেহের অবস্থা এখন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে উহা যে কাহার মৃতদেহ, তাহা চিনিতে পারা নিতান্ত সহজ নহে; কিন্তু, ইহার অবয়বের সহিত "——" গ্রামের রামচন্দ্র বিশ্বাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।"

চৌকিদারের এই কথা শুনিয়া দারোগা বাবু কহিলেন, "রামচন্দ্র বিশ্বাস কে, ও তিনি কি কার্য্য করিয়া থাকেন?

চৌকিদার। তিনি নীলকুঠিতে গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া থাকেন।

দারোগা। কর্ম্ম করেন তো নীলকুঠিতে; কিন্তু, থাকেন কোথায়? নীলকুঠির হাতার মধ্যেই কি তাঁহার বাসা আছে?

চৌকিদার। না, তিনি নীলকুঠির কার্য্য করেন বটে, কিন্তু নীলের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব নাই। তিনি 'মালের' গোমস্তা; নিজের বাড়ীতে বসিয়াই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

দারোগা। যে গ্রামে রামচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী, তুমি কি সেই গ্রামের চৌকিদার?

চৌকিদার। হাঁ মহাশয়, আমি সেই গ্রামের চৌকিদার; কিন্তু, আমার বাড়ী সেই গ্রামে নহে, নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে আমার বাসস্থান।

দারোগা। যে গ্রামের তুমি চৌকিদার, সেই গ্রামে তুমি কোন সময় গমন করিয়া থাক?

চৌকিদার। সেই গ্রামে গমন করিবার আমার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। চৌকি দিবার নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিতে সেই গ্রামে গমন করিয়া থাকি; তদ্ব্যতীত, দিনমানেও প্রায় গিয়া থাকি। এককথায়, যখন আবশ্যক হয়, তখনই আমি সেই গ্রামে গমন করিয়া থাকি।

দারোগা। তুমি যে গ্রামের চৌকিদার, সেই গ্রামের আর কোন চৌকিদার এখন এই স্থানে উপস্থিত আছে?

চৌকিদার। না, আর কাহাকেও তো এখন এখানে দেখিতে পাইতেছি না।

দারোগা। রামচন্দ্র বিশ্বাস এখন তাঁহার গ্রামে উপস্থিত আছেন কি না, তাহা তুমি বলিতে পার?

চৌকিদার। না, আমি তাঁহাকে চারি পাঁচ দিবস দেখি নাই।

দারোগা। তুমি এখন ইহা গিয়া জানিয়া আসিতে পারিবে কি, যে তিনি কোথায় আছেন?

চৌকিদার। কেন পারিব না, মহাশয়! আমি এখনই গমন করিতেছি।

চৌকিদারের কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর মনে দুইটী কারণে কেমন একরূপ সন্দেহ হইল। প্রথমতঃ, রামচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে ঐ মৃতদেহের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে নীলকর সাহেব তাঁহাকে কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাঁহারই অধীনে তিনি গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া থাকেন।

দারোগাবাবুর মনে এইরূপ একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তিনি রামচন্দ্র বিশ্বাসের সংবাদ আনিবার নিমিত্ত কেবলমাত্র সেই চৌকিদারকে প্রেরণ না করিয়া, হেড-কনেষ্টবলকেও তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থান হইতে রামচন্দ্র বিশ্বাসের বাসস্থান ৩।৪ ক্রোশের অধিক হইবে না। দারোগাবাবুর আদেশ পাইবামাত্র হেড-কনেষ্টবল তাঁহার অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি রামচন্দ্র বিশ্বাসের গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। দারোগাবাবু এদিকে যাহারা রামচন্দ্র বিশ্বাসকে চিনিত, তাহাদিগকে ডাকাইয়া, ঐ মৃতদেহ দেখাইতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ কহিল, ইহা রামচন্দ্র বিশ্বাসের মৃতদেহ, কেহ কহিল রামচন্দ্র বিশ্বাসের আকৃতি এই মৃত-

দেহের সহিত অনেকটা মিলে বটে, কিন্তু বোধ হইতেছে, ইহা তাঁহার মৃতদেহ নহে।

এইরূপে ক্রমে চারি ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। চারি ঘণ্টা পরে সকলেই দেখিতে পাইলেন, যে দিকে হেড-কনেষ্টবল গমন করিয়াছিলেন, সেই দিক হইতে দুই ব্যক্তি অশ্বারোহণে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আসিয়া দারোগাবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উহাদিগের মধ্যে একজন সেই হেড-কনেষ্টবল, অপর ব্যক্তি রামচন্দ্র বিশ্বাসের সহোদর, তাঁহার নাম রামরূপ বিশ্বাস।

রামরূপ বিশ্বাস অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে সেই মৃতদেহের নিকট গমন করিলেন ও উহা দেখিবামাত্রই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। রামরূপ বিশ্বাসকে রোদন করিতে দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, ঐ মৃতদেহ তাঁহার ভ্রাতার। দারোগাবাবু তখন রামরূপকে কহিলেন, "এখন আর রোদন করিবার সময় নাই; ইহার পরে রোদন করিবার বিস্তর সময় প্রাপ্ত হইবেন, এখন যে ব্যক্তি কর্তৃক আপনার ভ্রাতার এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি যাহাতে ধৃত হয় ও উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই আপনার কর্ত্তব্য। বৃথা রোদন করিয়া সময় নষ্ট করিবার সময় এখন নাই।"

রামরূপ। আমাকে কি করিতে হইবে মহাশয়?

দারোগা। আপনি বেশ চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা আপনার ভ্রাতা রামচন্দ্রের মৃতদেহ?

রামরূপ। উত্তমরূপে চিনিতে পারিয়াছি; ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দারোগা। এই চাদর, পিরাণ, গামছা ও জুতা কাহার?

রামরূপ। ইহাও আমার ভ্রাতার।

দারোগা। এই জিন লাগাম প্রভৃতি?

রামরূপ। ইহাও আমাদিগের। দাদা যখন কোনস্থানে অশ্বারোহণে গমন করিতেন, তখন তিনি এই জিন লাগামই ব্যবহার করিতেন।

দারোগা। আজ কয়দিবস হইতে তিনি তাঁহার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছেন?

রামরূপ। অদ্য চারি দিবস হইল।

দারোগা। তিনি কোথায় গমন করিয়াছেন?

রামরূপ। তাঁহার মনিব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কুঠিতে আসিয়াছিলেন।

দারোগা। কি কারণে তিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আপনি কিছু বলিতে পারেন?

রামরূপ। তাহা আমি অবগত নহি; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, কুঠির দুইজন বরকনদাজের সহিত তিনি গমন করিয়াছিলেন।

দারোগা। আপনি যতদূর অবগত আছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমার নিকট বলুন দেখি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দারোগাবাবুর কথার উত্তরে রামরূপ কহিলেন, "আমার ভ্রাতা রামচন্দ্র বিশ্বাস অনেক দিবস হইতে নীলকরসাহেবের অধীনে গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করিতেন। আমাদিগের সামান্য একটু জমিদারী আছে। উহা বরাবরই আমাদিগের খাস দখলে ছিল। কিন্তু নীলকরসাহেব ঐ জমিদারীটুকু আমাদিগের নিকট হইতে কোনরূপে গ্রহণ করিবার মানসে অনেকরূপ চেষ্টা করেন, ও পরিশেষে আমাদিগের উপর অনেকরূপ অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের অত্যাচার আমরা কোনরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া, পরিশেষে সাহেবের প্রস্তাবেই সম্মত হই, ও যে গ্রামখানি আমাদিগের জমিদারী ছিল, অদ্য দশ বৎসরের জন্য ইজারা করিয়া দি। ঐ গ্রামের আদায় উস্থল করিবার নিমিত্ত নীলকরসাহেব দাদাকে গোমস্তাগিরি কার্য্য প্রদান করেন। তিনি যে আমাদিগের উপর বিশেষরূপ সদয় ছিলেন বলিয়া এই কার্য্যে দাদাকে নিযুক্ত করেন, তাহা নহে। ঐ গ্রামে অপর লোক আগমন করিলে, তিনি সহজে প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় উস্থল করিতে পারিবেন না, ও প্রজাগণকে সহজে নীলের দাদন লইতে স্বীকৃত হওয়াইতে পারিবেন না বলিয়াই, তিনি দাদার হস্তে ঐ কার্য্যভার অর্পণ করেন। দাদাও তাঁহার সাধ্যমত মনিবের কার্য্য যতদূর সম্ভব, তাহা

সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন, সাহেবও তাঁহার উপর বিশেষরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন।

সম্প্রতি কয়েকখানি গ্রামের প্রজাগণ কিছুতেই নীলবুনানি করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে, ও নীল কুঠির সাহেবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে। দাদা যে গ্রামের তহশীলদারী করিতেন, ঐ গ্রামের প্রজাগণও নীলবিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া, নীলবুনানি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। সাহেব এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, একদিবস স্বয়ং আসিয়া দাদার নিকট উপস্থিত হন, ও তাঁহাকে কহেন, "তুমি প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়াছ। সেই নিমিত্তই প্রজাগণ সাহসী হইয়া আমার নীলবুনানি কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। তোমাব অভিমত না পাইলে তোমার প্রজাগণ কখনই তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, আমার নীলের কার্য্যের ক্ষতি করিতে সাহসী হইত না। তুমি প্রজাগণকে এখনও বুঝাইয়া দাও, ও যাহাতে তাহারা নীলবুনানি করে, তাহার বন্দোবস্ত কর; নতুবা, ইহার নিমিত্ত তোমাকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইবে।"

সাহেবের কথার উত্তরে দাদা কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি আপনার চাকরী করি; যাহাতে আপনার অনিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্যে কখনই হস্তক্ষেপ করিব না। প্রজাগণ প্রকৃতই আমার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। যাহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় নীলবুনানি করে, তাহার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বিস্তর বুঝাইয়া দেখিয়াছি ও অনেকরূপ ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছি;

কিন্তু, তাঁহারা কিছুতেই আমার কথায় সম্মত হয় না। এরূপ অবস্থায় আমি প্রজাগণকে যে পুনরায় সহজে বশীভূত করিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি প্রজাগণের কোনরূপ পরামর্শের মধ্যে নাই।"

দাদার কথা শুনিয়া সাহেব অতিশয় ক্রোধভাব প্রকাশ করিলেন ও কহিলেন, "আমি সব শুনিয়াছি ও সকল কথা জানিতে পারিয়াছি। এই গ্রামের সমস্ত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া নীলবুনানি বন্ধ করার মূলই তুমি। আমি তোমাকে এখনও বলিতেছি যে, সহজে প্রজাগণ যাহাতে অবাধ্য না হয়, তাহার চেষ্টা তুমি কর, ও দুই দিবস পরে আমার নিকট কুঠিতে গিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া আইস।" এই বলিয়া সাহেব সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; দাদার আর কোন কথা তিনি শ্রবণ করিলেন না।

এদিকে দুই দিবস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু, দাদা সাহেবের কুঠিতে আর গমন করিলেন না। তিনি কুঠিতে গমন করিলেন না দেখিয়া, আমি দাদাকে কহিয়াছিলাম, "দাদা, সাহেব আপনাকে কুঠিতে গমন করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু, কৈ আপনি তো গমন করিলেন না?" উত্তরে দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, "সাহেব যখন আমার উপর কুপিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট কুঠিতে কি গমন করিতে আছে! উহারা সাহেবলোক; যদি রাগভরে হঠাৎ আমাকে অবমাননা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারিব; সুতরাং, সেই স্থানে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। না হয় চাকরী হইতে সাহেব আমাকে জবাব দিবেন।"

দাদার এই রূপ কথা শুনিয়া আমি আর কোন কথা কহিলাম না। দাদাও কুঠিতে গমন করিলেন না। চারি পাঁচ দিবস এইরূপে অতীত হইয়া যাইবার পর, এক দিবস একজন বরকন্দাজ একখানি পত্র সহ আমাদিগের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রখানি নায়েবের স্বাক্ষরিত। উহাতে লেখা ছিল, "আমি শ্রীযুক্ত মনিব সাহেবের আদেশ অনুসারে আপনাকে লিখিতেছি যে, আপনাকে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আপনাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু, আপনি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এ পর্য্যন্ত কুঠিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। এই কারণে মনিব বাহাদুর আপনার উপর বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু, আমি অনেক রূপ বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছি। তথাপি আপনি একবার এখানে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমার নিকট আসিলে আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া মনিব বাহাদুরের নিকট লইয়া যাইব।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া কি কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই দাদা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমি কিন্তু কহিলাম, "যখন নায়েব মহাশয় আপনাকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তখন একবার গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। কারণ, যে মনিবের নিকট চাকরী করিতে হইবে, তিনিই যখন ডাকিতেছেন, তখন তাঁহার নিকট গমন করা উচিত; ও তাঁহার আদেশ কোনরূপে লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে।"

আমার কথা শুনিয়া দাদা কহিলেন, "তোরা ছেলে মানুষ বুঝিস্ কি! সাহেব লোক কুপিত হইলে যে পর্য্যন্ত সেই ক্রোধ প্রশমিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁহাদিগের সন্মুখে গমন করিতে নাই।"

আমাকে এইরূপ বলিয়া দাদা নীলকুঠির নায়েবকে একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের সার মর্ম্ম এইরূপ:—"আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম; কিন্তু, আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ বলিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন ও মনিব বাহাদুরকে ক্ষমা করিতে কহিবেন। দিন দিন আমার শরীরের অবস্থা সে-রূপ হইতেছে, তাহাতে আমার বর্ত্তমান চাকরি যে করিয়া উঠিতে পারিব, সে আশা আমার নাই; সুতরাং, আমি আমার চাকরি পরিত্যাগ করিলাম। মনিব বাহাদুরকে বলিয়া আপনি অন্য একজন গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া এখানে পাঠা-ইয়া দিবেন। আমি তাঁহার নিকট আমার 'নিকাশ' দিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে অবকাশ গ্রহণ করিব। শরীর সুস্থ হইলে মনিব বাহাদুর যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় আমাকে চাকরি প্রদান করেন, তাহা হইলে পুনরায় আপনা-দিগের তাঁবেদারিতে হাজির হইব। আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার নিকট স্বয়ং গমন করিয়া এই সকল বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিব; কিন্তু, শরীরের অবস্থা ভাল না থাকায়, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন ও যতশীঘ্র পারেন, আমার নিকট লোক পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।"

দাদা পত্রখানি সেই বরকনদাজের হস্তে প্রদান করিলেন ও তাহাকে বক্‌সিস্‌ বলিয়া একটী টাকাও দিলেন। বরকন্‌-দাজ পত্র লইয়া হৃষ্ট মনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ইহার পর, দুই দিবস আর কোন লোকজন বা চিঠি-পত্র কুঠি হইতে আসিল না। তৃতীয় দিবস অতিশয় প্রত্যুষে দুই জন বরকনদাজ আসিয়া আমাদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। উহাদিগের সহিত সাহেবের স্বাক্ষরিত একখানি হুকুম-নামা ছিল। উহাতে লেখা ছিল, "খুবারি সিং বরকনদাজের উপর এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, সে অপর যে কয়েকজন বরকন্‌দাজের সাহায্য লওয়া বিবেচনা করিবে, তাহা-দিগের সাহায্য লইয়া গোমস্তা রামচন্দ্র বিশ্বাসকে আমার সম্মুখে লইয়া আসিবে। হুকুম জরুরী বিবেচনায় যেন তামিল করা হয়।"

হুকুমনামা দেখিয়া দাদা কহিলেন, "এবার দেখিতেছি কুঠিতে গমন না করিলে আর চলিবে না। সহজে যদি আমি গমন না করি, তাহা হইলে বরকনদাজগণ অবমানিত করিয়া যে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় গমন করাই কর্ত্তব্য।"

এই বলিয়া দাদা দুইজন বরকনদাজকে ২টী করিয়া ৪টী টাকা প্রদান করিলেন, ও কহিলেন, "এই লও তোমাদিগের খোরাকী; ও এই স্থানে আহারাদি করিয়া অপেক্ষা কর। অদ্য আহারান্তে বৈকালে বা কল্য প্রত্যুষে তোমাদিগের সহিত কুঠিতে গমন করিব।"

বরকনদাজগণ রামচন্দ্র বিশ্বাস গোমস্তাকে উত্তমরূপে জানিত ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া খোরাকী বা বক্‌সিস্‌

বলিয়া কিছু কিছু লইয়া যাইত; সুতরাং, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহারা সেইস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই দিবস বৈকালেও দাদা গমন করিলেন না। পরদিবস অতিশয় প্রত্যূষে তিনি আপন ঘোড়াটী সজ্জিত করিয়া তাহার উপর আরোহণপূর্ব্বক সেই বরকনদাজদিগের সঙ্গে গমন করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "অদ্যই নাগাইত সন্ধ্যা প্রত্যাগমন করিব। তবে যদি কোন কারণে ফিরিয়া আসিতে না পারি, তাহা হইলে একদিবস বিলম্ব হইলেও হইতে পারে।"

এই বলিয়া দাদা বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন; কিন্তু, সে দিবস আর প্রত্যাগমন করিলেন না। পর দিবসও ফিরিয়া আসিলেন না। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় আমাদিগের একটী ভৃত্য আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় বাবু কখন ফিরিয়া আসিলেন?" উত্তরে আমি কহিলাম, "তিনি তো এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করেন নাই।" আমার কথা শুনিয়া ভৃত্য কহিল, "কেন আসিবেন না? তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়া বাগানের ভিতর চরিতেছে; আমি এখনই দেখিয়া আসিলাম।"

পরিচারকের কথা শুনিয়া আমি তাহার সহিত বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার কথা প্রকৃত। "যে অশ্বে আরোহণ করিয়া, দাদা বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন, সেই অশ্বটী প্রত্যাগমন করিয়াছে; কিন্তু, দাদা প্রত্যাগমন করেন নাই। অশ্বটীকে দেখিয়া আমার মনে একটু আশঙ্কা হইল। একবার ভাবিলাম, হয় তো দাদাকে কোনস্থানে উহার পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে;

তিনি হয় তো আহত হইয়া কোনস্থানে পতিত আছেন; নতুবা, প্রত্যাগমন করিলেন না কেন? আবার ভাবিলাম, পৃষ্ঠোপরি হইতে যদি সে তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া আসিবে, তাহা হইলে জীন তো উহার পৃষ্ঠের উপরই থাকিবে; কিন্তু, যখন উহার পৃষ্ঠোপরি জীন নাই, তখন সে কখনই দাদাকে ফেলিয়া দেয় নাই। হয় তো কোনস্থানে চরিয়া খাইবার নিমিত্ত দাদা উহাকে ছাড়িয়া বা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, দড়া ছিঁড়িয়া হয় তো সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে।" মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতে লাগিলাম সত্য, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। "এদিকে দাদার প্রত্যাগমনের যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, মনে মনে ততই আশঙ্কা আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। অগ্য দাদার অনুসন্ধানে গমন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারই সেই ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছি, এরূপ সময়ে জমাদার গিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, তাঁহারই সহিত আমি এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি।"

রামরূপের কথা শুনিয়া দারোগাবাবু স্পষ্টই বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্য্য দেখিতেছি সাহেবের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সাহেব ব্যতীত অপর কাহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, ইহা আমি শপথ করিয়া এখন বলিতে পারি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রামরূপের সমস্ত কথা শেষ হইয়া গেলে, দারোগাবাবু মনে করিলেন, "এরূপ অবস্থায় কুঠির ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য কি না?" পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সাহেব কর্ত্তৃক যখন একবার অবমানিত হইয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখন সেই সাহেবের বিরুদ্ধে বিশেষরূপ প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া, তাঁহার কুঠির হাতার মধ্যে আর কখনই প্রবেশ করিবেন না।

দারোগাবাবু যখন মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, সেই সময় রামরূপ দারোগাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! ঐ খুরারি সিং জমাদার আসিতেছে। উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেই আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন, যে আমার কথা সত্য কি না!" এই বলিয়া একজন পশ্চিমদেশীয় লোককে রামরূপ দেখাইয়া দিল।

দারোগাবাবু দেখিলেন, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরা, অঙ্গে একটী মৃজাই আঁটা, ও মস্তকে একটী প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী বাঁধা একজন পশ্চিমদেশীয় লোক, প্রায় পাঁচ হস্ত পরিমিত একটী বংশদণ্ড স্কন্ধে ফেলিয়া সেইস্থান দিয়া গমন করিতেছে। রামরূপ, খুরারি সিং জমাদার বলিয়া ইহারই পরিচয় দারোগা বাবুকে প্রদান করিয়াছিল।

দারোগাবাবুর আদেশ অনুযায়ী দুইজন চৌকীদার তাহার নিকট গমন করিয়া কহিল, "ঐ দারোগাবাবু বসিয়া আছেন, ও তিনি আপনাকে ডাকিতেছেন।"

চৌকীদারের কথা শুনিয়া খুবারি সিং দারোগাবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রামরূপ দারোগাবাবুকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে তিনি খুবারিকে কহিলেন। খুবারি ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিল, "বিশ্বাস মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। গোমস্তাবাবু আমাদিগের সহিত কুঠিতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে লইয়া সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি আমাদিগকে বিদায় করিয়া দেন, ও গোমস্তাবাবুকে কহেন, 'তুমি দাওয়ানখানায় গিয়া অপেক্ষা কর। সময়মত আমি তোমাকে ডাকিব।' সাহেব বাহাদুরের এই কথা শুনিয়া গোমস্তাবাবু দাওয়ানখানার দিকে গমন করিলেন। আমরাও আমাদিগের বাসায় চলিয়া আসিলাম। ইহার পর যে কি হইয়াছে, তাহা আর আমরা অবগত নহি।

দারোগা। গোমস্তাবাবু কি তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়াই সাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন?

খুবারি সিং। ও বাবা! ঘোড়ায় চড়িয়া সাহেবের সম্মুখে যায় কাহার সাধ্য? হাতার ভিতর একটী গাছে ঘোড়াকে বাঁধিয়া তিনি আমাদিগের সহিত হাঁটিয়া গমন করিয়াছিলেন।

দারোগা। ঘোড়ার জীন কোথায় রাখিয়া দিয়াছিলেন?

খুবারি। ঘোড়া হইতে জীন লাগাম প্রভৃতি কিছুই খোলেন নাই। লাগাম দিয়া ঘোড়াটীকে গাছের সহিত বাঁধিয়াছিলেন। জীন তাহার পিঠের উপরই ছিল।

খুবারি সিংএর কথা শুনিয়া দারোগাবাবু বেশ বুঝিতে পারিলেন, এখন নীলকুঠির হাতার মধ্যে গিয়া অনুসন্ধান করিতে না পারিলে, প্রকৃত কথা বাহির হইবে না। এখন তাঁহার অনুমান হইল, হয় ত নীলকর সাহেব ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, রামচন্দ্র বিশ্বাসকে প্রহার করেন, ও সেই প্রহার সহ্য করিতে না পারায় রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পরিশেষে তাঁহার মৃতদেহ এইরূপ উপায়ে গোপন করিয়া রাখা হয়। আরও তিনি অনুমান করিলেন যে, এই কার্য্য যদি সাহেবের নিজহস্তে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যেস্থানে বাস করিয়া থাকেন, বা যেস্থানে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ইহা সেইস্থানেই হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেইস্থান কুঠির আভ্যন্তরীণ অপর কোন স্থান নহে; তাঁহার ঘর অর্থাৎ যে স্থানকে "খাস কামরা" বলিয়া থাকে, সেই ঘর বা তাহার সংলগ্ন অপর কোন ঘর। ঐ স্থানে যদি এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপর কোন সাক্ষী পাইবার উপায় নাই। এক মেম সাহেব সেইস্থানে থাকেন; তিনি যদি দেখিয়াও থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি আপন স্বামীর বিপক্ষে সাক্ষী প্রদান করিবেন? অপর লোকের মধ্যে তাঁহার বেহারাগণ ও সর্দ্দার বেহারা। সর্দ্দার বেহারা সর্ব্বদাই সাহেবের নিকট থাকে। সে সকল বিষয় জানিলেও জানিতে পারে; কিন্তু, অপর বেহারাগণের মধ্যে সকলে এক সময় উপস্থিত থাকে না, সময়মত আসিয়া আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে সেই সময় কোন কোন ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত ছিল, তাহাই বা স্থির করিতে

পারা যাইবে কি প্রকারে? সর্দ্দার বেহারা যদি সকল কথা স্বীকার করে ও সকল কথা বলিয়া দেয়, তাহা হইলেই সমস্ত অবগত হইতে পারা যাইবে; নতুবা, এই মোকদ্দমার কিনারা করা নিতান্ত সহজ হইবে না। আর এক কথা, যদি এই অনুমানই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে সাহেব নিজে কিছু আসিয়া 'দোয়ার' মধ্যে এইরূপ অবস্থায় ঐ লাস প্রোথিত করিয়া যান নাই; আর নিজেও যদি আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ লাস কিছু নিজে বহন করিয়া লইয়া আসেন নাই; বিশেষ একজনে কখনই ঐ লাস বহন করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অপরাপর লোকজনের দ্বারা যে এই লাস আনীত ও প্রোথিত হইয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনুসন্ধান করিয়া যদি ঐ সকল লোককে বাহির করিতে সমর্থ হই, ও তাহারা যদি প্রকৃত কথা কহে, তাহা হইলেও এই মোকদ্দমার কিনারা হইবার কিছু না কিছু আশা হয়।

সাহেবের সর্দ্দার-বেহারা ও অপরাপর বেহারাগণ সকলেই সাঁওতাল দেশীয় লোক। বঙ্গদেশে তাহারা "বুনা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নীলকুঠির অধিকাংশ কার্য্যই বুনা-দিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহারা সাহেবদিগের বিশেষ-রূপ অনুগত। উহারা স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া নীলকরসাহেবদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ও তাঁহাদিগের সমস্ত লালসা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। উহাদিগের বাস করিবার নিমিত্ত নীলকরগণ কুঠির ব্যয়ে ঘর সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। ঐ সকল ঘর প্রায় একস্থানেই প্রস্তুত হয় এবং উহাতে সকলে মিলিয়া বাস করিয়া থাকে। এই রূপে যে-

স্থানে উহারা বাস করিয়া থাকে, সেই স্থানটী ক্রমে একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিগণিত হয়। তখন উহা "ধাওড়া" বা "বুনা ধাওড়া" নামে অভিহিত হয়। ঐ সকল "ধাওড়া" প্রায়ই নীলকুঠির অতিশয় সন্নিকটে বা কুঠির সীমার মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। বুনা বা বুনারমণীগণকে অপর কোন স্থানে প্রায় কর্ম্ম করিতে হয় না। নীলকুঠির সমস্ত কার্য্যই তাহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় ও নীলকুঠি হইতেই তাহারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। যে কুঠির কথা এই স্থানে বিবৃত হইতেছে, উহাতেও বুনাগণের "ধাওড়া" ছিল। এই "ধাওড়া" স্থাপিত ছিল,—পূর্ব্বকথিত দোয়ার একপার্শ্বে, ও নীলকুঠির অতিসন্নিকটে। সাহেবের সর্দ্দার-বেহারা, বেহারা ও অপরাপর বুনা পরিচারকগণও ঐ "ধাওড়ায়" বাস করিত।

দারোগা বাবু এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া, তাঁহার সমস্ত লোক জন ও খুধারি সিংএর সহিত সেই "ধাওড়ার" ভিতর প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, "ধাওড়ার" ভিতর গমন করিবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ পরীক্ষার্থ জেলায় পাঠাইয়া দিলেন।

"ধাওড়ার" ভিতর প্রবেশ করিলা, যাহাতে উহা হইতে কোন লোক বাহিরে গমন করিতে না পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন; অর্থাৎ, "ধাওড়ার" চতুষ্পার্শ্বস্থ ময়দানের মধ্যে কতকগুলি চৌকিদার রাখিয়া দিলেন।

এই সময় দারোগা বাবুর মনে হইল যে, তিনি বাঙ্গালী হইয়া সাহেবের বিপক্ষে খুনি মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং, এ সংবাদ এখন তাঁহার উর্দ্ধ-

তন ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, টেলিগ্রাফযোগে এই সংবাদ ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রেরণ করিবার মানসে, তিনি পূর্ব্বোক্ত হেড-কনেষ্টবলকে রেলওয়ে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ স্থান হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইবে না।

যে সব-ডিবিজনের অন্তর্গত স্থানে ঐ মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তথায় সেই সময় একজন ইংরাজ বিচারক ছিলেন। হেড-কনেষ্টবল তাঁহার নিকট, ও জেলার পুলিসের বড় সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফযোগে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠাইয়া দিলেন।

"—— নীলকুঠির সংলগ্ন দোয়ার জলের ভিতর একটী মৃতদেহ বন্ধনাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অনুমান হইতেছে, নীলকুঠির সাহেবের দ্বারা বা তাঁহারই আদেশ অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে ও পরিশেষে ঐ মৃতদেহ জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছে। স্থানীয় পুলিস অনুসন্ধান করিতেছে। বোধ হইতেছে, আর একটু প্রমাণ সংগৃহীত হইলেই, নীলকর সাহেবকে এই মোকদ্দমায় ধৃত করিতে হইবে ও তাঁহাকে কয়েদ অবস্থাতে রাখিতে হইবে। গোচরার্থ এই সংবাদ প্রেরিত হইল।"

নবম পরিচ্ছেদ।

"ধাওড়ার" চতুর্দ্দিকে চৌকিদারগণকে সংস্থাপিত করিয়া, দারোগা বাবু কয়েকজন অনুচরের সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও সেই স্থানে সেই সময় যে সকল পুরুষ উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া নানারূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

যে সময় দারোগা বাবু সেই "ধাওড়ার" মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় তথায় প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিল। বুনাগণ আপনাপন কার্য্য সমাপন করিয়া আহারাদি করিবার মানসে, সেই সময় আপনাপন ঘরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। নীলকর সাহেবের সর্দ্দার বেহারাও সেই সময় ঐ "ধাওড়ায়" আসিয়া উপস্থিত হয়। আরও কয়েকজন বেহারা সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত ছিল।

দারোগা বাবু "ধাওড়ার" ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া, বুনাগণের মধ্যে যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় নীলকুঠির একজন কর্ম্মচারী সেইস্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। দারোগা বাবু যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা তিনি সেইস্থানে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করেন, ও পরিশেষে সাহেবের নিকট গিয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিয়া দেন। আরও বলিয়া দেন যে, পুলিস-কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বরকন্দাজের জমাদার খুবারি সিংকে সেইস্থানে

বসাইয়া রাখিয়াছেন ; তাহাকে কোন প্রকারে কুঠিতে আগমন করিতে দিতেছেন না।

এই সংবাদ অবগত হইয়া, সাহেব পুলিস-কর্ম্মচারিগণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাওয়ানকে দারোগা বাবুর নিকট প্রেরণ করেন, ও তাঁহার দ্বারা দারোগা বাবুকে বলিয়া পাঠান যে, পুলিস তাঁহার বিপক্ষে যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে, কিছুতেই পুলিসের মঙ্গল হইবে না। "ধাওড়ার" সমস্ত লোকজনকে আবদ্ধ রাখিয়া, তিনি নীলকুঠির কার্য্যের যেরূপ ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পরিশেষে সেই ক্ষতি তাহাকে সহ্য করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত, সাহেবের বরকন্দাজের প্রধান জমাদার ও সর্দ্দার বেহারা প্রভৃতিকে তিনি যেরূপ অন্যায়-রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই আইন সঙ্গত নহে। দারোগা বাবু যদি এখনই তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া বেআইনি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাহেবও সেইরূপ বেআইনি কার্য্য করিয়া এখনই তাহাদিগকে কুঠিতে আনয়ন করিবে ও পরিশেষে বেআইনি কার্য্য করা অপরাধে দারোগা বাবুই অপদস্থ হইবেন। ইহা যেন তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখেন।

সাহেব তাঁহার দাওয়ানকে যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, দাওয়ানও সেইস্থানে আসিয়া দারোগা বাবুকে তাহা বলিতে কিছুমাত্র ভুলিলেন না। অধিকন্তু আরও দুই চারি কথা বাড়াইয়া বলিলেন।

নীলকরগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা দারোগা বাবু পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিলেও, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যাহাতে তিনি এই মোকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ হন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবেন। এবং সেই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দাওয়ানের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি সাহেবকে যাইয়া বলুন, আমি তাহার বিপক্ষে কোন রূপ অনুসন্ধান করিতেছি না। বিশেষ তাঁহার বিপক্ষে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার কুঠির হাতা হইতে কখনই তিনি আমাকে বহির্গত করিয়া দিতে পারিতেন না। রামচন্দ্র বিশ্বাসকে কে মারিয়া জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, কাহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাই জানিবার নিমিত্ত আমি এইস্থানের প্রজাগণকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র! ইহাতে সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ আমি কেন করিব? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমি সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ, রামচন্দ্র বিশ্বাস সাহেবের একজন কর্ম্মচারী। সে সাহেবের কুঠিতে আগমন করিয়াছিল, ও বোধ হয়, কুঠি হইতে প্রত্যাগমন করিবার কালীন তাহার এই দশা ঘটিয়াছে। আজ কাল নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রজাগণ একরূপ নীলবিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নীলকুঠির কর্ম্মচারিগণকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগের হৃদয়ে ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং,

এই কার্য্য যে প্রজাগণের দ্বারা না হইবে, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? এরূপ অবস্থায় আমি যদি সাহেবের প্রজাগণকে জিজ্ঞাসাবাদ না করি, বা তিনি নিজেও যদি আমাকে সম্পূর্ণ-রূপে সাহায্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে এই মোকদ্দমার কোনরূপেই কিনারা হইতে পারে না। আর যদি এই মোকদ্দমার রহস্য বহির্গত না হয়, তাহা হইলে সাহেবের অনিষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, প্রকৃত কথা বাহির না হইলে সকলেই মনে করিবেন, রামচন্দ্র বিশ্বাস প্রজাগণকে সাহায্য করিতেন বলিয়া সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছেন। যদি প্রজাগণের মনে এইরূপ সন্দেহের একবার উদয় হয়, তাহা হইলে সেই সন্দেহ তাহাদিগের অন্তর হইতে কোনরূপেই দূরীভূত হইবে না; সুতরাং, প্রজামাত্রেই সাহেবকে আর বিশ্বাস করিবে না। আর যদি তিনি প্রজা-গণের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার নীল কুঠির কার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই সকল অবস্থা আপনি সাহেবকে বুঝাইয়া বলিবেন, ও যাহাতে এই অনুসন্ধানে তিনি আমাকে সম্যকরূপে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা করিবেন।”

দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া দাওয়ানজি সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠি হইতে সংবাদ আসিল যে ‘ধাওড়ার’ সমস্ত লোকদিগকে সাহেব ডাকিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত লোকই সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। দারোগাবাবু কাহার গতি রোধ করিলেন না। কেবলমাত্র ৪ জন লোককে তিনি গমন করিতে দিলেন না। ঐ চারিজন

লোকের মধ্যে একজন সাহেবের সর্দারবেহারা, আর একজন তাঁহার ঘরের বেহারা। অপর দুইজন সেই 'ধাওড়ার' অধিবাসী, ও তাহারা সাহেবের কার্য্যেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে।

'ধাওড়ার' সমস্ত লোকজন যেমন সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলকুঠির উদ্দেশে গমন করিল, দারোগাবাবুও ঐ চারিজন লোক সমভিব্যাহারে সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আমাদিগের গ্রামের সীমানার মধ্যে আগমন করিলেন। দারোগাবাবু যে সময় 'ধাওড়ার' মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় বুনাগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সাহেবের বেহারার নিকট হইতে কোন কথা জানিতে পারেন ও সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অপর তিনজনকেও সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যান ও সেইস্থানে বসিয়া উহাদিগকে উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন।

দারোগা। তোমার নাম কি বলিলে?

বেহারা। আমার নাম ছিদাম বুনা।

দারোগা। তুমি কতদিবস হইতে সাহেবের কর্ম্ম করিতেছ?

ছিদাম। আমি যতদিবস এখানে আসিয়াছি; বোধ হয় ১৯।২০ বৎসর হইবে।

দারোগা। তোমাদিগের জাতির মধ্যে কেহ মিথ্যাকথা কহে না, কেমন?

ছিদাম। আমরা মিথ্যাকথা কহিব কেন? আমরা মনিবের চাকর; তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তখনই তাহা আমরা প্রতিপালন করিব; কিন্তু, জীবন থাকিতে কখনই মিথ্যাকথা কহিব না।

দারোগা। আমি জানি যে প্রাণ থাকিতে তোমরা কখনই মিথ্যাকথা কহিবে না; এই নিমিত্তই তোমাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই?

ছিদাম। কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন করুন।

দারোগা। তুমি রামচন্দ্র বিশ্বাসকে চিন?

ছিদাম। আমি অনেককে চিনি, কিন্তু রামচন্দ্র বিশ্বাস কাহার নাম জানি না।

দারোগা। তোমার সাহেবের গোমস্তা। আজ কয়েকদিবস হইল যে ঘোড়ায় চড়িয়া নীলকুঠিতে আসিয়াছিল, ও যে সেই স্থানে মরিয়া যায়।

ছিদাম। হাঁ! একজন মরিয়া গিয়াছিল বটে; কিন্তু সে কে, কি করে, কোথায় থাকে, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি।

দারোগা। সে কোথায় মরিয়াছিল?

ছিদাম। সাহেবের কামরার সম্মুখে।

দারোগা। কে তাহাকে মারিয়াছিল?

ছিদাম। তাহা আমি জানি না।

দারোগা। কিরূপে সে মরিয়াছিল?

ছিদাম। তাহাও আমি জানি না।

দারোগা। তবে তুমি কি জান?

ছিদাম। আমি এই জানি যে, আমার কাজের ছুটী হইলে সন্ধ্যার পরই আমি আমার ঘরে আসি, ও আহারাদি করিয়া রাত্রি ৯টা কি ১০টার সময় আমি শয়ন করি। তাহার পর সর্দ্দার আসিয়া আমাকে ডাকে। সর্দ্দারের কথা শুনিয়া আমি আমার ঘরের বাহিরে আসি। বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাই সর্দ্দার

ও তাহার সহিত অপর দুইজন,—জানকী ও পবন সেইস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। আমি বাহিরে আসিবামাত্রই সর্দ্দার কহে,—"সাহেব তোমাকে ডাকিতেছেন।" মনিব ডাকিতেছেন, এই কথা শুনিয়া আমি সর্দ্দারকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না, তখনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। সর্দ্দার আমা-দিগকে সঙ্গে লইয়া একেবারে সাহেবের খাস কামরার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। সেইস্থানে সাহেবকে দেখিতে পাই না; কিন্তু, সেইস্থানে দাওয়ানজি মহাশয়কে দেখিতে পাই। সর্দ্দার আমাদিগকে একটু দূরে রাখিয়া দাওয়ানজির নিকট গমন করে, ও তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিয়া তখনই আমাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করে ও কহে, "এই লোকটী হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। ইহাকে এই স্থান হইতে এখনই স্থানান্তরিত করিতে হইবে।" সর্দ্দারের কথা শুনিয়া মৃতদেহ ছুঁইতে প্রথমে আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম, ও কহিয়াছিলাম, "এ ব্যক্তি কে ও কোন্ জাতি তাহা যখন আমরা অবগত নহি, তখন ইহাকে আমরা কিরূপে স্থানান্তরিত করিব?" আমাদিগের কথার উত্তরে সর্দ্দার কহিল, "মনিবের কার্য্য আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে, ছুঁইব না বলিলে চলিবে কি প্রকারে? তাহার উপর সাহেব মদ খাইবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করিয়া বক্সিস্ দিতে চাহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় এই কার্য্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। আমিও তোমাদিগের সহিত গমন করিতেছি।" এই বলিয়া সর্দ্দার সেই মৃতদেহের সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। আমি সর্দ্দারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি-লাম, "এই মৃতদেহ কোথায় লইয়া যাইতে হইবে?" সর্দ্দার

কহিল, "অধিকদূরে লইয়া যাইব না, এই দোয়ার মধ্যেই উহাকে পুঁতিয়া রাখিয়া এখনই আমরা চলিয়া আসিব।" এই কথা শুনিয়া আমরা আর কোন কথা কহিলাম না। একখানি চারিপায়ার উপর ঐ মৃতদেহটী স্থাপিত করিয়া আমরা তিন জনেই উহা লইয়া দোয়ার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। সর্দ্দার ও দাওয়ানজি আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। দোয়ার সন্নিকটে একস্থানে উপস্থিত হইলে দাওয়ানজি ঐ মৃতদেহ সেইস্থানে নামাইতে কহিলেন। আমরা উহা সেইস্থানে রাখিয়া দিলাম। সর্দ্দার দুইখানি "পিনের" কাষ্ঠ ও একটী মুগুর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। পরিশেষে সর্দ্দার ও আমরা মিলিত হইয়া দোয়ার জলের মধ্যে অবতরণ করিলাম, ও সেইস্থানে "পিন" দুইটী উত্তমরূপে পুঁতিয়া ফেলিলাম। পরিশেষে ঐ মৃতদেহটী সেইস্থানে লইয়া গিয়া জলের মধ্যে ঐ পিনের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম। দাওয়ানজি মহাশয় সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। উহা জলের মধ্যে উত্তমরূপে বন্ধন করিবার পর, কয়েকখানি ডাল উহার উপর রাখিয়া দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। দাওয়ানজি মহাশয় আমাদিগের প্রত্যেককে পাঁচটী করিয়া পনেরটী টাকা প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, ও যাইবার সময় বলিয়া দিলেন, "এ কথা তোমরা কাহারও নিকট কোনরূপে প্রকাশ করিও না।" আমরা তিনজনেই সেইস্থান হইতে চলিয়া গেলাম; কিন্তু, দাওয়ানজি মহাশয় ও সর্দ্দার সেইস্থানে থাকিলেন। তাহার পর যে আর কি হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি।

দারোগা। ঐ মৃতব্যক্তির কাপড় জুতা তোমরা কি করিলে?

ছিদাম। তাহা আমরা জানি না। কাপড় জুতা প্রভৃতি কিছুই আমরা দেখি নাই।

দারোগা। তাহার ঘোড়ার জীন লাগাম প্রভৃতি?

ছিদাম। তাহাও আমরা জানি না; কিন্তু, ঐ গাছের গোড়ায় জীন লাগাম প্রভৃতি কি কি পড়িয়াছিল, তাহা পরে দেখিয়াছি; কিন্তু, উহা যে কাহারা রাখিয়াছিল, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি।

দারোগা। তোমরা ঐ স্থান হইতে কোথায় গমন করিয়াছিলে, 'ধাওড়ায়' না সাহেবের কুঠিতে?

ছিদাম। সাহেবের কুঠিতে আমরা যাই নাই। ধাওড়াতেই আমরা গমন করিয়াছিলাম।

দারোগা। সর্দ্দার কোথায় গমন করিয়াছিল?

ছিদাম। তাহা আমি জানি না। তাহাকে ও দাওয়ানজিকে আমরা দোয়ার ধারেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর যে তাহারা কোথায় গমন করিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি।

দারোগা। এ কথা তোমরা আর কাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে?

ছিদাম। না।

দারোগা। কেন?

ছিদাম। এই কথা প্রকাশ করিতে একে দাওয়ানজি মহাশয় আমাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন; তাহার উপর আমাদিগকে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

ছিদামের নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া দারোগা বাবু জানকী ও পবনকে ডাকিলেন, ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, ছিদাম যেরূপ বলিয়াছিল, তাহারাও সেইরূপ কহিল। ইহার পরই তিনি সর্দ্দারকে ডাকিলেন ও তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু, সর্দ্দার সহজে কোন কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। সে কহিল, "ছিদাম প্রভৃতি অপরাপর বুনাগণ যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই মিথ্যা; আমরা কোন মৃতদেহ জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখি নাই, অথবা দাওয়ানজি মহাশয় বা সাহেব আমাদিগকে কোন মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে কখন কহেন নাই।"

সাহেবের সর্দ্দার বেহারা সর্ব্বপ্রথমে কোন কথা স্বীকার করিল না সত্য, কিন্তু পরিশেষে সেও কোন কথা গোপন করিল না। পরে সে বলিয়াছিল, "রামচন্দ্র বিশ্বাস গোমস্তাকে আমি চিনি। সাহেবের আদেশ অনুযায়ী তাহাকে নীলকুঠিতে আনয়ন করা হয়। যে বরকনদাজ তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সেই বরকনদাজ রামচন্দ্রকে সাহেবের সম্মুখে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত করে। সেই সময় সাহেব উঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া দাওয়ানজিখানায় গিয়া উঁহাকে বসিতে কহেন। রামচন্দ্র দাওয়ানজির নিকট দাওয়ানজি-খানায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিবার পর, সন্ধ্যার সময়

দাওয়ানজি মহাশয় পুনরায় সাহেবকে কহেন, 'রামচন্দ্র বিশ্বাস সমস্ত দিবস হাজির আছে, তাহার উপর কোনরূপ আদেশ এখনও হয় নাই।' এই কথা শুনিয়া সাহেব তাহাকে তাঁহার খাস কামরায় আনিতে কহেন। সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হয়। দাওয়ানজি মহাশয় রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। সাহেব তাহাকে দেখিয়া একেবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন, ও কহেন, 'তুমি আমার চাকর হইয়া, প্রজাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছ ও আমারই বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছ; সুতরাং, ইহার দণ্ড তোমাকে লইতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি জুতা সহিত সজোরে রামচন্দ্রকে এক পদাঘাত করেন। ঐ পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে রামচন্দ্র সেই স্থানে পতিত হন। সাহেব তাহার উপর আরও দুই চারি বার পদাঘাত করিয়া, সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। যাইবার সময় তিনি দাওয়ানজিকে বলিয়া যান যে, 'অদ্য উহাকে গুদামে বদ্ধ করিয়া রাখ, কল্য প্রাতে ইহার অপ-রাধের বিচার হইবে।'

সাহেবের কথা শুনিয়া দাওয়ানজি রামচন্দ্রকে উঠাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উঠাইতে সমর্থ হন না। রামচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া দাওয়ানজি প্রথমতঃ অনুমান করেন যে, সাহেবের প্রহারে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সহজে গাত্রোত্থান করিতে পারিতেছে না; কিন্তু, পরিশেষে জানিতে পারেন, রাম চন্দ্র বিশ্বাস ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া দাওয়ানজি মহাশয় তখনই গিয়া সাহেবকে এই সংবাদ

প্রদান করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্রই সাহেব ও মেমসাহেব সেইস্থানে আসিয়া উহাকে দেখিলেন ও বাঁচাইবার নিমিত্ত কতরূপ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, যখন কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন আমাকে ও দাওয়ানজিকে কহিলেন, 'যেরূপে হউক অদ্য রাত্রির মধ্যেই এই মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া ফেল। আমার বোধ হয়, দোয়ার মধ্যে উহার মৃতদেহ উত্তমরূপে পুতিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়; কারণ, দুই চারি দিবসের মধ্যেই ঐ মৃতদেহ পচিয়া গেলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে।' আরও কহিলেন, "উহার বস্ত্র প্রভৃতি যদি কিছু থাকে, তাহার কোনরূপ চিহ্ন যেন কুঠির ভিতর দেখিতে পাওয়া না যায়। এই কার্য্য চতুরতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিলে তোমরা আমার নিকট হইতে উত্তমরূপে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া সাহেব ও মেমসাহেব কামরার মধ্যে গমন করিলেন। আমি দাওয়ানজির সহিত পরামর্শ করিয়া, ছিদাম, জানকী ও পবনকে ডাকিয়া তাহাদিগের সাহায্যে ঐ মৃতদেহ দোয়ার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলাম। গোমস্তার যে সকল বস্ত্রাদি ছিল, তাহাও একত্রে সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সহিত দুইখানি ইট উত্তমরূপে বাঁধিয়া ঐ দোয়ার জলে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার ঘোড়া ছাড়িয়া দিলাম ও জিন লাগাম প্রভৃতি ঐ বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া আসিলাম। এইরূপে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আমি ও দাওয়ানজি মহাশয় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলাম। সাহেব আমাদিগের কথা শুনিয়া আমাদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।"

সর্দ্দার বেহারার কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর আর কিছুই অবগত হইতে বাকী রহিল না। তিনি ছিদাম, জানকী, পবন ও সর্দ্দার বেহারার জবানবন্দী সবিশেষ লিখিয়া লইলেন। এখন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অনুসন্ধানের দুরূহ কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃতদেহ গোপন করিয়া হত্যাকারীর সহায়তা করা অপরাধে এখন দাওয়ানজিকে ধৃত করা আবশ্যক। এ কার্য্য নিতান্ত সহজ না হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে; কারণ, তিনি এখন পর্য্যন্ত লুক্কাইত বা পলায়িত হন নাই। কার্য্যোপলক্ষে সময় সময় এখনও নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে আসিতে সঙ্কুচিত নহেন; সুতরাং, হাতার ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়াও তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এই মোকদ্দমার প্রধান নায়ক সাহেব। সেই সাহেবকে ধৃত করা নিতান্ত সহজ নহে। তিনি একে ইংরাজ, তাহাতে সেকেলে নীলকর সাহেব। অর্থবল, লোকবল প্রভৃতি কোন বলেরই তাঁহার অভাব নাই। তাঁহার হস্তে রামচন্দ্র বিশ্বাসের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাঁহাকে হত্যাপরাধে ধৃত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কুঠির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দারোগা বাবুরও যে সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আর যদি তাহাই না হয়, অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কালা দারোগা যদি সেই গোরা আসামীকে ধরিতেই সমর্থ হন, তাহা হইলেও পরিণামে দারোগা বাবুর অদৃষ্টে যে কি হইবে, তাহার অনুমান করাও নিতান্ত সহজ নহে। তাঁহার উপরিতন প্রধান কর্ম্মচারী ও ঐ মহকুমার বিচারক ইংরাজ। তাঁহারা যে ইংরাজ আসামীর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া

একজন দেশীয় সামান্য পুলিস-কর্ম্মচারীর পক্ষ সমর্থন করিবেন, এরূপ অনুমান আজ কাল করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সময়ে সেইরূপ অনুমান করা একেবারে অসম্ভব ছিল। একশত জন ইংরাজ-কর্ম্মচারীর মধ্যে ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদিগের স্বজাতীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন, সেইরূপ কর্ম্মচারী সেই সময় একজনও ছিলেন কি না সন্দেহ। এদিকে দারোগা বাবুকে ঠিক আইন অনুসারে না চলিলেও তাঁহার নিস্তার ছিল না; সুতরাং, সেই সময় তিনি যে কি করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই সহজে স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোন্‌টী ন্যায় ও কোন্‌টী অন্যায় তাহাও তাহার অন্তরে সেই সময় স্থান পাইল না, অথচ ইতিপূর্ব্বে তিনি সাহেবের নিকট অবমানিত হইয়া নীলকুঠির হাতা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, এখন সেই ক্রোধ প্রবল তেজ ধারণ করিল বলিয়া তিনি সেই সময় ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা তাহার অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে; মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সাহেবকে ধৃত করিতেই মনস্থ করিলেন। কিন্তু নীলকুঠির হাতার মধ্য হইতে সাহেবকে ধৃত করিয়া আনা নিতান্ত সহজ নহে। সাহেবের যেরূপ লোকবল ও অর্থ-বল আছে, একজন সামান্য পুলিস-কর্ম্মচারীর সেইরূপ লোক-বল বা অর্থবল কোথায়? তাঁহাদিগের থাকিবার মধ্যে কেবল মাত্র আইন-বল, কিন্তু অনেক সময় সেই আইনের বল আদালতের মধ্যে ভিন্ন প্রায় কার্য্যকরী হয় না। আদালতের বাহিরে সেই আইনের বল অনেক সময় বে-আইনে পরিণত হইয়া পড়ে।

দারোগাবাবু তাহা উত্তমরূপে অবগত থাকিয়াও কিন্তু সাহেবকে ধৃত করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা সেই অনুযায়ী চৌকীদার কনেষ্টবলগণকে সংগ্রহ করিয়া নীল কুঠির দিকে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার সংগৃহীত চৌকীদার প্রভৃতি যখন জানিতে পারিল, তাহাদিগকে সেই নীলকুঠির সাহেব ও দাওয়ানকে ধৃত করিতে হইবে, তখন তাহারা নীলকুঠির দিকে গমন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে তাহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে, কিন্তু সরকারী চাকরীর খাতিরে তাহারা একেবারে তাহা করিয়া উঠিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমে তাহাদিগকে নীলকুঠির দিকে অগ্রসর হইতে হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দারোগা বাবু স্বদলবলে যখন নীলকুঠির দিকে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, সেই সময় পশ্চাৎদিক হইতে অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তিন জন অশ্বারোহী ইংরাজ দ্রুতপদে সেইদিকে আগমন করিতেছেন। ইংরাজত্রয়কে দেখিয়া দারোগা বাবু সেইস্থানে একটু দাড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহীত্রয় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহাদিগের দুইজনকে দেখিবামাত্রই দারোগা বাবু চিনিতে পারিলেন। একজন তাঁহার ঊর্দ্ধতন ইংরাজ-কর্ম্মচারী। অপর জন সেই মহকুমার ভার

প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তৃতীয় ব্যক্তিকে সেই সময় যদিচ তিনি চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি জেলার ডাক্তার সাহেব।

ইংরাজ-অশ্বারোহিগণ দারোগা বাবুর নিকটবর্ত্তী হইয়াই আপনাপন অশ্বের বেগ সংবরণ করিলেন। ইংরাজ-পুলিস-কর্ম্মচারী এখন দারোগা বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এরূপ দলবল লইয়া তুমি এখন কোথায় গমন করিতেছ?"

দারোগা। আসামী গ্রেপ্তার করিতে।

কর্ম্ম-সাহেব। ইহা কি খুনি মোকদ্দমায় পরিগণিত হইল ?

দারোগা। তাইতো এখন দেখিতেছি।

কর্ম্ম-সাহেব। আসামী কে ?

দারোগা। নীলকর সাহেব।

কর্ম্ম-সাহেব। সাহেবের উপর এই মোকদ্দমা প্রমাণ হইয়াছে ?

দারোগা। আমার বিবেচনায় প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি সাহেবকে ধরিতে গমন করিতেছ, আমরা না আসিলে এ কার্য্য তুমি সম্পন্ন করিতে পারিতে?

দারোগা। না পারিলে আর যাইতেছি কেন ?

কর্ম্ম-সাহেব। তোমার সেরূপ বল কই ?

দারোগা। আমার বল যথেষ্ট আছে; আইনবলের বল অপেক্ষা আর অধিক বল কি হইতে পারে ?

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি আমাদিগের সহিত আইস। আবশ্যক হইলে আমরা সাহেবকে ধৃত করিব। অপর [illegible] লোক- জনের আমাদিগের সহিত গমন করিবার [illegible]

এই বলিয়া ইংরাজ [illegible]

করিলেন। দারোগা বাবুও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। চৌকিদার প্রভৃতি অপরাপর লোক জন, সাহেবকে ধরিবার নিমিত্ত গমন করিতে হইবে না জানিতে পারিয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাহারা সেইস্থান হইতে দ্রুত-বেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেবত্রয় অশ্বারোহণে ছিলেন; সুতরাং, পদব্রজে গমন-কারী দারোগা বাবুর অনেক পূর্ব্বেই তাঁহারা নীলকুঠির মধ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। দারোগা বাবু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তাঁহারা নীলকর সাহেবের কামরার মধ্যে গমন করিয়াছেন; সুতরাং, তিনি সেই কামরার বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন বেহারা আসিয়া দারোগা বাবুকে সেই কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি সেইস্থানে গিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব কথিত সাহেবত্রয় সেইস্থানে বসিয়া আছেন, আর নীলকর সাহেব ও তাঁহার মেমসাহেব সেই স্থানে উপস্থিত আছেন। দারোগা বাবু সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কর্ম্মচারী সাহেব তাঁহাকে কহিলেন, "এই সাহেব যে হত্যা করিয়াছেন, তুমি তাহার কি প্রমাণ পাইয়াছ?" সাহেবের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু সেই নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ একে একে বর্ণন করিলেন।

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া সাহেবগণ কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া পরিশেষে কহিলেন, "প্রমাণের মধ্যে দেখিতেছি, সাহে-

বের চাকরগণ তাহাদিগের মনিবের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু পরিশেষে তাহারা এই সকল কথা বলিবে তো ?

দারোগা। তাহা আমি এখন বলি কি প্রকারে ? কিন্তু সমস্ত সাক্ষীই এখন উপস্থিত আছে, অনুমতি হয়তো আমি এখনই তাহাদিগকে আনিয়া আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, যে তাহারা মিথ্যা কথা কহিতেছে, কি সত্য কথা বলিতেছে।

কর্ম্ম-সাহেব। আমি এখন সাক্ষ্যগণের এজাহার শুনিতে চাই না। তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, সাহেব সম্পূর্ণ রূপে দোষী ; সুতরাং, তোমার কথা অনুযায়ী আমি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতেছি। কিন্তু মোকদ্দমার সময় সাক্ষীর দ্বারা তুমি যদি ইহার প্রমাণ না করিতে পার, তাহা হইলে সাহেবকে গ্রেপ্তার করার নিমিত্ত তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

দারোগা। আপনার বিবেচনায় যেরূপ হয়, তাহাই করিবেন ; কিন্তু, সাক্ষীগণ এখানে উপস্থিত আছে, তাহাদিগের মুখে শুনিয়া সাহেবকে গ্রেপ্তার করিলে ভাল হইত না কি ?

কর্ম্ম-সাহেব। এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিবার সময় তুমি কতকগুলি নিতান্ত বেআইনি কার্য্য করিয়াছ।

দারোগা। আমি কোন রূপ বেআইনি কার্য্য করি নাই।

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি অনুসন্ধান করিবার মানসে সাহেবের বিনা অনুমতিতে তাঁহার কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে কেন ?

দারোগা। অনুমতি লইবার সুযোগ আমাকে প্রদান করা হয় নাই। আমি যদি সাহেবের নিকট না আসিব, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি লইব কি প্রকারে ? আমি যে সময়

তাঁহার হাতার ভিতর আসিতেছিলাম, সেই সময় সাহেব বাহিরে যাইতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই হাতার ভিতর হইতে আমাকে দূরীভূত করিয়া দেন ; সুতরাং, আমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে অনুমতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হই ?

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি আরও একটী নিতান্ত অন্যায় ও বেআইনি কার্য্য করিয়াছ।

দারোগা। কি ?

কর্ম্ম-সাহেব। সাহেবের সর্দ্দার বেহারা, সর্দ্দার বরকন্দাজ ও অপরাপর কতকগুলি পরিচারককে নিতান্ত অবৈধরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ।

দারোগা। আমি কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। তবে যে সকল সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়া আমি আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছি, সেই সকল লোকদিগকে আমি আপনার নিকট ডাকাইয়া লইয়াছি ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ও তাহাদিগের জবানবন্দী লিখিতে আমার যে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে আমার নিকট রাখিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাদিগের উপর কোন রূপ অসদ্ব্যবহার বা তাহাদিগকে অন্যায়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। আমি যেরূপ ভাবে সাক্ষিগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপ ভাবে তাহা না করিলে এরূপ মোকদ্দমার কিছুতেই কিনারা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি অপরাধী।

কর্ম্ম-সাহেব। সাহেবদিগের চাকর প্রভৃতিকে সময় মত তাহাদিগের কার্য্যে আসিতে না দিলে তাঁহাদিগের যে কতদূর

কষ্ট হয়, তাহা জানিয়া, তোমার কার্য্য করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, সে সম্বন্ধে এখন আমি তোমাকে আর কোন কথা বলিতে চাহি না। তুমি এখনই তোমার লোকজন সমভিব্যাহারে তোমার থানায় গমন কর। তোমাকে এই মোকদ্দমার আর অনুসন্ধান করিতে হইবে না। যে কর্ম্মচারী এইরূপ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিবার উপযুক্ত, তাহাকে আমি এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিব। তুমি এখনই তোমার থানায় প্রত্যাগমন কর; কিন্তু, যে পর্য্যন্ত তোমার উপর অপর কোন আদেশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি থানার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না। তুমি এখন "সসপেণ্ড" অবস্থায় থাকিবে।

এই বলিয়া সাহেব, দারোগা বাবুর নিকট হইতে সমস্ত কাগজ পত্র গ্রহণ করিলেন। দারোগা বাবু আর কোন কথা না বলিয়া, নত মস্তকে সেইস্থান হইতে আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার প্রায় একঘণ্টা পরে, সাহেবত্রয় সেই নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইলেন। এবার তাঁহাদিগের সহিত সেই নীলকর সাহেবও গমন করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই মনে করিলেন, এবার আর নীলকর সাহেবের উদ্ধার নাই, স্বয়ং বিচারক ও পুলিসের বড় সাহেব আসিয়া যখন তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেলেন, তখন তাঁহার স্থান এবার নিশ্চয়ই জেলের মধ্যে অবধারিত হইবে।

প্রজাগণের মধ্যে অনেকেই মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই যে নিরস্ত থাকিলেন, তাহা নহে। সাহেবকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত কেহ কেহ সাহেব-

দিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন ও পরিশেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলের নিকট বলিয়াছিলেন, "নীলকর সাহেবকে মহকুমা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে ও সেইস্থানে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" কিন্তু পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, নীলকর সাহেব প্রকৃতই ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই, জামিন বা মুচলেকায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

দারোগা বাবু থানায় গমন করিবার পর, এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের ভার সেই মহকুমার বড় দারোগা অর্থাৎ ইন্‌স্পেক্টারের হস্তে অর্পণ করা হয়। তিনিও বাঙ্গালি, কিন্তু তিনি উহার পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া যে কিরূপ রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা কেহই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন না; সুতরাং, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

যে দিবস নীলকর সাহেব অপর সাহেবদিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেই দিবস নীলকুঠিতে অপর কেহ তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখে নাই; সুতরাং নীলকুঠির অপরাপর কর্ম্মচারিগণের মনে যে কিরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। যে সময় সাহেবগণ নীলকুঠিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় দাওয়ানজি কুঠিতে উপস্থিত ছিলেন না, কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সেইস্থানেই তিনি সংবাদ পাইলেন, যে, তাঁহার মনিব সাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সেই দিবস তিনি আর কুঠিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। অপরাপর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন কার্য্যের ভান করিয়া ক্রমে সেইস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিলেন। স্থূল কথায়,

নীলকুঠির কর্ম্মচারী মাত্রই অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া প্রজাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই মোকদ্দমায় যাহাতে সাহেব দণ্ডিত হন, তাহার নিমিত্ত সকলেই দেব দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। হিন্দুগণ হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে দেব দেবীর পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। মুসলমানগণ স্থানে স্থানে তাহাদিগের দরগায় সমবেত হইয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। স্থানে স্থানে "মৌলুদ সরিফের" আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানদিগের আরাধনায় বিশেষ কোন ফল ফলিল না। পরদিবস অতি প্রত্যুষে সকলেই দেখিতে পাইলেন, সাহেব অশ্বারোহণে নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইয়া নীল দেখিতে গমন করিতেছেন।

মহকুমা হইতে সাহেব সেই রাত্রিতেই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল কর্ম্মচারী ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভয় তিরোহিত হইতে লাগিল। যাহারা নীলকুঠি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

এই অবস্থা দৃষ্টে প্রজাগণের মধ্যে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সোৎসুক হৃদয়ে সকলেই সাহেবের বিচারফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রত্যহই মহকুমায় গমন করিয়া সাহেবের বিপক্ষে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহকুমার মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, যে, রামচন্দ্র বিশ্বাসকে হত্যা করা অপরাধে নীল-

কর সাহেবের উপর মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে, সাহেবও ধৃত হইয়া জামিনে আছেন। কিন্তু, যে পর্য্যন্ত ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে মৃতদেহ পরীক্ষার ফল না আইসে, সেই পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইতেছে না।

এই সময় প্রজাগণের মধ্যে অনেকে এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কেহ কেহ জেলা পর্য্যন্তও গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিজ হইতে খরচ করিয়া সেই স্থানে গমন করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি কোন গতিকে তাঁহারা অগ্রে সেই মৃতদেহ পরীক্ষার ফল, ডাক্তার সাহেব বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারেন; কিন্তু, তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব যে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা কোন রূপেই অবগত হইতে না পারিয়া, ক্ষুন্ন মনে আপন আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে ক্রমে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। নীলকর সাহেব আপন কুঠিতে অবস্থিতি করিয়া, নিজের কার্য্য সকল দেখিতে লাগিলেন। যে সকল সাক্ষিগণ দারোগার নিকট সকল কথা বলিয়া দিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত কথা একেবারে অস্বীকার করিল। কাহাকেও বা অনুসন্ধানে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। এদিকে দারোগা বাবু নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় থানায় বসিয়া নিজের অদৃষ্ট ফল ভাবিতে ভাবিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি এই মোকদ্দমার বিশেষ ফল কেহই অবগত হইতে পারিলেন না;

কিন্তু লোকপরম্পরায় শুনা যাইতে লাগিল, যে, এখন পর্য্যন্ত খুনি মোকদ্দমা সাহেবের বিপক্ষে আদালতে দায়ের আছে।

ইহার পর আরও দুই চারি দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে, এক দিবস সেই দারোগা বাবু আমাদিগের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই সময় সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন না; তিনি স্থানান্তরে গমন করিবার কালীন তাঁহার পরিচিত দুই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিয়া যান যে, সাহেবের বিপক্ষে মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি যে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, যত দিবস পুলিস বিভাগে তিনি কর্ম্ম করিবেন, তত দিবস তিনি তাহা ভুলিবেন না; ও এখন হইতে চাকরি বজায় রাখিবার নিমিত্ত যেরূপভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়, ঠিক সেই রূপ ভাবেই চলিবেন। প্রকৃত বিচার বা অবিচারের দিকে তিনি আর লক্ষ্য করিবেন না। তাঁহার নিকট হইতে আরও অবগত হইতে পারা গিয়াছিল যে, এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান উপলক্ষে তিনি এক মাস কাল কার্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ঐ এক মাসের বেতন তিনি কিছুমাত্র প্রাপ্ত হন নাই; তদ্ব্যতীত, বঙ্গদেশের এক প্রান্তে যে স্থানের জল হাওয়া ভাল নয়, বা যে স্থানে কোন ইংরাজের সংস্রব নাই, সেইস্থানে তাঁহাকে বদলি হইতে হয়।

যে মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দারোগা বাবু দণ্ডিত হইলেন, সেই মোকদ্দমার ফলও ক্রমে সংবাদপত্রে বাহির হইয়া

গেল। তখন সকলেই জানিতে পারিলেন যে, ঐ মোকদ্দমা পরিণামে কি দাঁড়াইল! সেই সময় যে সকল সংবাদপত্রে এই বিষয় বাহির হইয়াছিল, তাহার একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রের ভাবার্থ এইস্থানে প্রদত্ত হইল :—

"——নামক সাহেবের বিপক্ষে তাঁহার একজন কর্ম্মচারী রামচন্দ্র বিশ্বাসকে হত্যা করা অপরাধে যে নালিস হইয়াছিল, এখন জানা গেল, সেই অভিযোগ নিতান্ত অন্যায়রূপে আনা হইয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধানে যে সকল বিষয় স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, পুলিস সেই সমস্ত বিষয় নিতান্ত অন্যায়রূপে রিপোর্ট করিয়াছিল। সাহেবের বিপক্ষে অন্যায়রূপে রিপোর্ট করিলে বা তাঁহার উপর নিতান্ত অলীক মোকদ্দমা রুজু করিলে, পরিণামে অনুসন্ধানকারী-কর্ম্মচারী যে রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী দারোগাবাবুও সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুলিস-বিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তিনি উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও পুলিস-কর্ম্মচারিগণ যে সতর্ক হইতে চাহেন না, ইহাও বড় লজ্জার কথা। এক ব্যক্তি তাহার নিজের কোন কারণবশতঃ জলে আত্মহত্যা করিল, আর পুলিস-কর্ম্মচারী তাহার অনুসন্ধান করিয়া একজন বিশিষ্ট ভদ্র ইংরাজের নামে এক খুনী মোকদ্দমা দায়ের করিয়া দিল। পুলিসের দ্বারা ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কার্য্য আর কি না হইতে পারে? আজকাল দেশীয় পুলিস যেরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর কিছুদিবস পরে যে কোন ইংরাজ অধিবাসীর মান সম্ভ্রম বজায়

থাকিবে, তাহা বোধ হয় না। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, এই সময় হইতেই পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ দেশীয়দিগের হস্ত হইতে একেবারে উঠাইয়া লওয়া। রামচন্দ্র বিশ্বাস দেশীয় লোক, সে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিল। দেশীয় পুলিস তাহার অনুসন্ধান করিয়া, একজন ইংরাজের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া, তিনি রামচন্দ্রকে হত্যা করিয়াছেন, এইরূপ ভাবে এক মোকদ্দমা তাঁহার বিরুদ্ধে রুজু করিলেন। ইহা অপেক্ষা লজ্জাস্কর ও ঘৃণাস্কর বিষয় আর কি হইতে পারে? এই মোকদ্দমার বিচারক ইংরাজ না হইয়া যদি একজন দেশীয় হইতেন, রামচন্দ্রের মৃতদেহ একজন ইংরাজ ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত না হইয়া যদি একজন দেশীয় ডাক্তারের দ্বারা উহার পরীক্ষা করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, বিনা দোষে একজন ইংরাজ চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। রামচন্দ্র বিশ্বাসের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব স্পষ্টই বলিয়া দেন, "জলমগ্নই ইহার মৃত্যুর কারণ। ইহার শরীরে কোন রূপ আঘাতের চিহ্ন নাই বা অপর কোন রূপে যে ইহাকে হত্যাকরা হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় সে আত্মহত্যা করিবে বলিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত কাষ্ঠের সহিত আপনার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে; কারণ, বোধ হয় তাহার মনে ভয় ছিল, ডুবিয়া মরিতে গেলে পাছে ভাসিয়া উঠে ও মরিতে না পারে, এই নিমিত্তই সে অগ্রে তাহার হস্ত পদ বাঁধিয়া রাখে।"

এইরূপ সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া সকলেই জানিলেন যে, আসামীর বিচারের পরিণাম কি হইল!

ইংরাজের বিচারে ইংরাজ আসামীর কিছু হইল না সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। এই ঘটনার দুই চারি বৎসরের মধ্যেই সেই নীলকুঠি বিক্রয় হইয়া গেল। যে যাহা পাইল, সেই তাহা খরিদ করিল। এই সকল অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ লেখকও পরিশেষে তাহার একটু বিষয় খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। নীলকর সাহেবের সমস্ত বিষয় বিক্রয় হইয়া গেলে, পরিশেষে তাঁহার অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয়, ও পরিশেষে রেলওয়ে কোম্পানির অনুগ্রহে তিনি একটী চাকরি পাইয়া আপনার জীবন যাত্রা, নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কিন্তু সেই অবস্থাও তাঁহাকে অধিক দিবস ভোগ করিতে হয় নাই। পরিশেষে তিনি অস্বাভাবিক মৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়া এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। *

সম্পূর্ণ।

---

* পৌষ মাসের সংখ্যা,

"মেলায় চুরি।"

(অর্থাৎ কলিকাতার মহামেলায় প্রকাণ্ড চুরির অদ্ভুত রহস্য !)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES No. 105. দারোগার দপ্তর ১০৫ সংখ্যা।

মেলায় চুরি।

(অর্থাৎ কলিকাতার মহামেলায় প্রকাণ্ড চুরির অদ্ভুত রহস্য।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবম বর্ষ।] সন ১৩০৭ সাল। [পৌষ।

মেলায় চুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে এই কলিকাতা মহানগরীতে যে মহামেলা হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় কেহই এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। এই মহামেলার নিমিত্ত চৌরঙ্গী রাস্তার পার্শ্বে স্থান প্রস্তুত হয়। চৌরঙ্গীর যে বৃহৎ অট্টালিকায় মৃত জীব জন্তু সকল রক্ষিত আছে এবং যাহা ইণ্ডিয়ান মিউসিয়ম (Indian Musium) নামে অভিহিত, সেই বৃহৎ অট্টালিকা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েকটী অট্টালিকা একত্রিত ও তাহার স্থানে স্থানে নূতন গৃহ সকল প্রস্তুত করিয়া ঐ মহামেলার নিমিত্ত স্থান প্রস্তুত করা হয়। তদ্ব্যতীত, ঐ বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখস্থিত ময়দানের মধ্যে সুবিস্তৃত একখণ্ড ভূমির চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া লওয়া হয়। দর্শকমণ্ডলীর ঐ স্থানে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা হইতে চৌরঙ্গী রাস্তার উপর একটী মনোহর সেতু প্রস্তুত করা হয়।

পৃথিবীর মধ্যে এরূপ কোন দ্রব্য নাই, যাহা এই মহামেলায় প্রদর্শিত হয় নাই। সামান্য কৃষিকার্য্যোপযোগি দ্রব্য সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে যে বহু প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার সমস্তই এই মহা-মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার প্রতিমূর্ত্তি, যত ফল পুষ্প আছে, তাহা ও তাহার অবিকল প্রতিকৃতি, সকলেই সেই স্থানে দেখিয়াছেন। পৃথিবীর নানাস্থানীয় স্বাভাবিক দৃশ্য, অনুচ্চ পাহাড় ও উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। নির্ঝর হইতে প্রবলবেগে জলরাশি পতিত হইয়া কি রূপে বেগবতী স্রোতস্বতীর সৃষ্টি হইয়া থাকে, আগ্নেয়গিরি হইতে কিরূপে অগ্নি উদ্গম হয়, সমতলক্ষেত্রে ও পর্ব্বতোপরি কৃষকগণ কিরূপে কৃষিকার্য্য করিয়া, পশ্বাদি চরাইয়া থাকে, সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বাসস্থান হইতে নিতান্ত দরিদ্র কুটীরবাসিগণ যেরূপ বাসস্থানে বাস করিয়া থাকেন ও অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতি সকল পর্ব্বতপার্শ্বে যে ভাবে আপনাদিগের বাসস্থান সংস্থাপিত করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত দৃশ্যই এই মহামেলার একস্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতিগণের মধ্যে বহুপূর্ব্বে যে সকল কীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল, ও এখন বিজ্ঞানবলে সকলে যতদূর উৎকর্ষলাভ করিয়া নব নব অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকল উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত করিয়াছেন, যে সকল বিষয় কেবলমাত্র শ্রবণ করিয়া কোনরূপে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাহা এই মহা-মেলায় সকলে স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়াছেন। শিল্প. কৃষি, প্রভৃতি বাণিজ্যের মধ্যে যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হই-

য়াছে, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সকলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া লইয়াছেন। পৃথিবীর যে স্থানে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন বা বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহার সমস্তই সকলে এই স্থানে দেখিতে পাইয়াছেন। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যে যাহা কিছু মূল্যবান অলঙ্কার রত্নাদি আছে, তাহার সমস্তই এই স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আধুনিক ও পুরাতন রত্ন ও প্রবালাদি, রাখিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র ও দুর্ভেদ্য স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, আর একটী স্থানে দেশীয় ও বিদেশীয় বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদর্শন করিবার স্থান সংস্থাপিত হইয়াছিল। যে বিষয় অবলম্বন করিয়া অদ্য আমরা এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার প্রদর্শন এই শেষোক্ত স্থান হইতেই হইতেছিল।

এই স্থানে ইংরাজ-জহুরীর কয়েকটী দোকান সংস্থাপিত হয়। বিলাত হইতে বহুমূল্য-অলঙ্কারসহ এই স্থানে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের জহরতের দোকান সংস্থাপিত করেন। ঐ সকল অলঙ্কার যে কেবল তাঁহারা প্রদর্শনীর নিমিত্ত আনিয়াছিলেন তাহা নহে; যে সকল অলঙ্কার বিক্রয় হইয়া যাইতেছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সেই প্রকারের আর একখানি অলঙ্কার সেই স্থানে স্থাপিত করিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করিয়া রাখিতেছিলেন। দোকানের অবস্থা দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিতেছিলেন না, যে ঐ সকল স্থান হইতে কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত হইয়াছে, বা তাহার স্থানে অপর কোন দ্রব্য স্থাপিত হইয়াছে।

এই সকল দোকানে যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহার

সমস্তই দেখিতে অতিশয় মনোহর। দুই চারিখানি রৌপ্যালঙ্কার থাকিলেও প্রায় সমস্তই সুবর্ণ-নির্ম্মিত ও মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড সকলের দ্বারা খচিত। ঐ সকল অলঙ্কার কিন্তু আমাদিগের দেশের উপযোগী নহে, অর্থাৎ আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকগণ যেরূপ অলঙ্কার প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহা সেই রূপের অলঙ্কার নহে। সাহেব ও সাহেব-পত্নীগণ যেরূপ অলঙ্কারের আদর করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগের অঙ্গে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ সকল দোকান সেইরূপ অলঙ্কার-রাজির দ্বারা শোভিত ছিল।

দর্শকমণ্ডলীর দেখিবার নিমিত্ত প্রদর্শনীর সমস্ত স্থানই প্রাতঃ ৬টা হইতে খোলা হইত ও সমস্ত দিবস উহা খোলা থাকিয়া রাত্রি ৯টার সময় পুনরায় প্রদর্শনী বন্ধ হইত; ইহা প্রাত্যহিক নিয়মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। রবিবারে কিন্তু প্রদর্শনী খোলা হইত না, সেই দিবস ঐ স্থান একেবারে বন্ধ থাকিত। অল্পমূল্যের বা বহুমূল্যের কোন দ্রব্য প্রদর্শনী হইতে কোন প্রদর্শক বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন না। উহার মধ্যেই তিনি তাঁহার সুবিধামত স্থানে বা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া রাত্রি ৯টার পর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন, ও পরদিবস প্রাতঃ ৬টার সময় পুনরায় তিনি আগমন করিয়া দ্রব্যাদিসকল যথাস্থানে স্থাপিত করিতেন।

এইরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রদর্শনীর সকলেই সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কাহার কাহার সামান্য দুই একটী দ্রব্য সময় সময় অপহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ

সকল দ্রব্যাদির সহিত অনেকে ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ মূল্যবান কোন দ্রব্য সেই স্থান হইতে অপহৃত হয় না। যে কয়েকমাস এই মহামেলা সংস্থাপিত ছিল, সেই কয়েকমাস অনেক পুলিস-কর্ম্মচারীকে ঐ স্থানে থাকিয়া শান্তিরক্ষা ও যাহাতে কাহার কোনরূপ দ্রব্যাদি অপহৃত না হয়, তাহার দিকে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ঐ সকল পুলিস-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মহামেলা বন্ধ হইবার পর রাত্রি ১০টার সময় আমরা আপনাপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার যতদূর মনে আছে, সেই দিবস শনিবার ছিল। তাহার পর দিবস রবিবার। রবিবারে মেলা বন্ধ থাকিত; সুতরাং, সেই দিবস আর আমাদিগকে এই মহামেলায় গমন করিতে হইল না। যে সকল প্রহরী ঐ মহামেলার বাহির হইতে পাহারা দিতেছিল, কেবল তাহারাই সেই স্থানে থাকিল মাত্র। সোমবার প্রাতঃকালেই পুনরায় আমাদিগকে সেই স্থানে গমন করিতে হইল। যাঁহাদিগের দ্রব্যাদি ঐ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইত, আমাদিগের পূর্ব্বেই তাঁহারা আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমরা প্রদর্শনীর ভিতর পদক্ষেপ করিবামাত্রই অবগত হইতে পারিলাম, যে একটী বিলাতী অলঙ্কারের দোকানে ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র দ্রুত-পদে আমরা সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, যে দোকান হইতে অলঙ্কার সকল অপহৃত হইয়াছে, তাহা অপর কয়েকটী দোকানের মধ্যে সংস্থাপিত; অর্থাৎ উহার চতুষ্পার্শ্বে আরও কয়েকটী জহরতের দোকান আছে। এই দোকানগুলি মিউসিয়মের দক্ষিণদিকস্থ বারান্দার উপর স্থাপিত ছিল। দোকান বন্ধ হইলেই দোকানদারগণ আপনাপন দোকানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পর্দ্দা সকল ফেলিয়া রাখিতেন, ইহা একরূপ নিয়মের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

আমরা যে সময় সেই দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই সময় পর্য্যন্ত দোকানের পর্দ্দাগুলি উত্থিত করা হয় নাই। পর্দ্দা ঠেলিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম দোকানের মালিক সেই দোকানের মধ্যে উপস্থিত আছেন। দোকানের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আর কেহই আগমন করেন নাই। দোকানের অধিকারী আমাদিগকে দেখিয়াই কহিলেন, "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার দোকানের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে কহিলেন। আমরা দেখিলাম, যে সকল সো-কেস বা কাচের আলমারির মধ্যে অলঙ্কারগুলি রক্ষিত থাকিত, তাহার সমস্ত গুলিই খোলা। উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু উহা খুলিবার সময় যে কোনরূপ বলপ্রয়োগ হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা হইল

না। বোধ হইল, ঐ সকল আলমারির চাবি দিয়াই উহা খোলা হইয়াছে। বিলাতী অলঙ্কার মাত্রই প্রায় সেই অলঙ্কারের পরিমাণমত ছোট ছোট চামড়ার বাক্সে স্থাপিত থাকে। ঐ সমস্ত চামড়ার বাক্স শূন্য অবস্থায় সেই দোকানের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। উহার একটীর মধ্যেও কোনরূপ অলঙ্কারের চিহ্নমাত্রও নাই, সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। যে পরিমিত বাক্স হইতে অলঙ্কার সকল লওয়া হইয়াছে, বা যে পরিমিত বাক্স শূন্য অবস্থায় সেইস্থানে পতিত আছে, তাহা দেখিবামাত্রই সহজে অনুমান হয়, যে এই কার্য্য করিতে, বিস্তর সময়ের আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক অলঙ্কার বৃহৎ ও বহুমূল্য না হইলেও উহার সমষ্টি কিন্তু নিতান্ত অল্প মূল্যও নহে। অপহৃত গহনার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সুতরাং, সেই স্থানে পরিত্যক্ত অলঙ্কারশূন্য বাক্সের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। উহার প্রত্যেক বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অলঙ্কার বাহির করিয়া লইতে হইলে অভাবপক্ষে দুই ঘণ্টার কম একব্যক্তির দ্বারা কখনই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। একাধিক মনুষ্য থাকিলে অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারে। যে সকল অলঙ্কার বাক্সের মধ্যে ছিল, তাহার প্রত্যেকের মূল্য তাহার বাক্সের উপর লেখা ছিল। ঐ সমস্ত বাক্স সংগ্রহ করিয়া সেই দোকানের অধিকারীর সাহায্যে একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলাম। বলা বাহুল্য, ইহাই আমাদিগের সেই অনুসন্ধানের প্রধান কার্য্য; ও এই কার্য্য শেষ করিতে অনেক সময়ও অতিবাহিত হইয়া গেল। ঐ সকল বাক্স,

দেখিয়া উহার ভিতর কি কি অলঙ্কার ছিল, তাহা সেই দোকানের অধিকারী সাহেব আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন। আমরা একে একে তাহা লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম ও সেই সকল পরিত্যক্ত বাক্স হইতে অপহৃত কোন্ দ্রব্যের কত মূল্য তাহাও স্থির করিয়া লইলাম। এইরূপে আমাদিগের মালের তালিকা প্রস্তুত হইয়া গেলে দেখিতে পাইলাম, ১৭,৯৮৫ টাকা মূল্যের অলঙ্কার ঐ স্থান হইতে অপহৃত হইয়াছে।

ঐ সকল অপহৃত মালের তালিকা প্রস্তুত করিতে আমাদিগের যে সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, সেই সময়ের মধ্যে ঐ দোকানের সমস্ত কর্ম্মচারিগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দেখিলাম, শনিবারে দোকান বন্ধ হইবার পূর্ব্বে যে যে কর্ম্মচারী ঐ দোকানে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই অনুপস্থিত হইলেন না, সকলেই যথাসময়ে আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে ও দোকানের মনিবের নিকট হইতে তখন আমরা অবগত হইতে পারিলাম যে, শনিবারে সন্ধ্যার পরেই তাঁহারা ঐ দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র শনিবারেই যে ঐরূপ নিয়মে দোকান বন্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে; প্রায় প্রত্যহই ঐরূপ নিয়মে ঐ দোকান বন্ধ হইয়া থাকে। কেবল ঐ দোকানই যে ঐরূপ নিয়মে বন্ধ হয়, তাহা ও নহে; ঐ স্থানের সমস্ত দোকানই ঐ নিয়মে বন্ধ করা হয়। কারণ, মিউসিয়মের নিম্নতলস্থিত বারান্দার উপর ঐ সকল দোকান স্থাপিত। অথচ সন্ধ্যার পরই ঐ স্থানের প্রাঙ্গণে ছায়াবাজী আরম্ভ হয় ও রাত্রি

৯টা না বাজিলে আর উহা বন্ধ করা হয় না। কাজেই সন্ধ্যার পর ঐ স্থানে লোকের অতিশয় ভিড় হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ঐ স্থানের দোকান, ছায়াবাজী আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ করিয়া উহার পর্দ্দা সকল ফেলিয়া দেওয়া হয়। শনিবারেও ঠিক ঐরূপ নিয়মে দোকান বন্ধ করা হয়, ও দোকানের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের মনিবের সম্মুখেই ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করেন। কিন্তু এ কথা অপর কেহ বলিতে পারেন না যে, ছায়াবাজী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা সকলে সেই প্রদর্শনী হইতে একেবারে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন, কি অপর স্থানে থাকিয়া ছায়াবাজী বন্ধ হইবার পর সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কর্ম্মচারিগণ দোকান হইতে বহির্গত হইবার পরই, যাঁহার দোকান তিনি ঐ দোকানের চাবি সকল লইয়া প্রদর্শনী হইতে বহির্গত হইয়া যান। সেই দিবস রাত্রিতে বা তাহার পরদিবস অর্থাৎ রবিবারের রাত্রিদিনের মধ্যে আর তিনি সেইস্থানে পদার্পণ করেন না। সোমবার প্রত্যূষে তিনি সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, ও সেইস্থানে আসিয়া যাহা দেখিতে পান, তাহা পাঠকগণও অবগত হইয়াছেন।

গ্লাসকেসগুলি সমস্তই চাবি দ্বারা খোলা হইয়াছিল, কিন্তু দোকানদারের নিকট হইতে জানিতে পারা গেল যে, শনিবার সন্ধ্যার সময় ঐ দোকান হইতে গমন করিবার পর, ও সোমবার দোকানে আগমন করিবার পূর্ব্বে ঐ সকল চাবি অপর কাহার হস্তে পতিত হয় নাই। সমস্ত সময়ই তাঁহার নিকট ছিল। এরূপ অবস্থায় ঐ চাবি অপরের গ্রহণ করা

ও সেই চাবির দ্বারা ঐ সকল গ্লাসকেস খুলিয়া ফেলা একেবারেই অসম্ভব।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া ও ফরিয়াদীর নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া এখন আমরা অনুসন্ধানের কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব, তাহাই স্থির কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল ক্রমে ক্রমে আমাদিগের মনে উদিত হইতে লাগিল ও ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কোন্টী সম্ভব ও কোন্টী অসম্ভব, তাহাই স্থির করিতে লাগিলাম।

১ম প্রশ্ন। শনিবারে দোকান বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ঐ দোকানের কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা কি এই কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা?

উত্তর। না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, যাঁহার দোকান তাঁহার সম্মুখেই সকলে স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দোকানদারের এই কথা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে দোকান বন্ধ হইবার পূর্ব্বে এ কার্য্য কখনই সম্পন্ন হয় নাই।

২য় প্রশ্ন। কর্ম্মচারিগণ দোকান হইতে বহির্গত হইয়া প্রদর্শনীর বাহিরে না গিয়া, ছায়াবাজী দেখিবার ভাণে এক স্থানে অপেক্ষা করিতে পারে, ও দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া দোকানের চাবি লইয়া গমন করিবার পর, ঐ কর্ম্ম-চারিগণের মধ্যে কেহ আসিয়া ঐ দোকানে প্রবেশপূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন না?

উত্তর। ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু দোকানদার যখন বলিতেছেন যে, দোকানের চাবি তাঁহার নিকটই ছিল, অপর

কাহার হস্তগত হয় নাই, অথচ যখন দেখা যাইতেছে যে, চাবি দিয়া আলমারি খোলা হইয়াছে; তখন এ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? তবে যদি উহারা পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল আলমারির চাবি প্রস্তুত করিয়া রাখে, ও সময় পাইয়া সেই চাবি দ্বারা যদি গ্লাসকেস খুলিয়া থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহারও দ্বারা যে ঐ কার্য্য না হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু দোকানের এতগুলি গ্লাস-কেসের চাবি প্রস্তুত করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ নহে। তাহা হইলে একজনের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব; অপর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ না কেহ তাহা অনায়াসেই অবগত হইতে পারিবে; কারণ, এরূপ কোন সময় দেখিতেছি না, যে সময় কেবলমাত্র একজন কর্ম্মচারী ঐ দোকানে উপস্থিত থাকেন। তিন চারিজনের কম এক সময়ে প্রায়ই কেহ এইস্থানে থাকেন না, ও সকলকেই প্রায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়।

৩য় প্রশ্ন। ইহা ত হইতে পারে, যে দোকান বন্ধ করিবার সময় মনিবের সম্মুখে কোন কর্ম্মচারী গ্লাসকেসের তালা বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে চাবি বন্ধ না করিয়া উহা খুলিয়া রাখিয়া দেন, ও ঐ সকল চাবি দোকানদারের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহারা দোকানের বাহিরে আসিয়া ছায়াবাজী দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্লাসকেসের চাবি বন্ধ আছে এই বিবেচনা করিয়া মনিব পরিশেষে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। গ্লাসকেস সকল উন্মুক্ত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। দোকানদার গমন করিবার পরে সেই কর্ম্মচারী অন্য-

য়াসেই ঐ দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন, ও পরিশেষে অপরাপর দর্শক-মণ্ডলীর সহিত অনায়াসেই প্রদর্শনীর বাহিরে গমন করিতে পারেন।

উত্তর। এ অনুমান একেবারে অসম্ভব নহে; কিন্তু দোকানদার নিজে বলিতেছেন যে, তাঁহার কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিবার পর তিনি স্বহস্তে গ্লাসকেসের চাবি সকল বন্ধ করিয়া চলিয়া যান। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের এই অনুমান ঠিক নহে।

৪র্থ প্রশ্ন। বাহিরের কোন লোকের দ্বারা তো এই কার্য্য হয় নাই?

উত্তর। অসম্ভব নহে; আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় চোরের নিকট অনেক প্রকারের বিস্তর চাবি থাকে। এ সকল চোরের মধ্যে যদি কেহ ইহার ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক তাহার আনীত চাবির দ্বারা ঐ সকল গ্লাসকেস খুলিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা এই কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ কার্য্য কখন্ হইতে পারে? ছায়াবাজীর সময় সেইস্থান লোকে পূর্ণ ছিল। বাহিরের চোর কিছু অবগত ছিল না যে, ঐ দোকানের কর্ম্মচারিগণ সকলেই প্রদর্শনীর বাহির হইয়া গিয়াছে, আর কেহই প্রত্যাগমন করিবে না। এরূপ অবস্থায় তাহার মনে এরূপ ভয় হইবার কথা, যদি হঠাৎ কেহ সেই স্থানে আগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে সে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, ও তাহাকে অনায়াসেই ধৃত হইতে হইবে; কারণ ঐ

প্রদর্শনী হইতে বহির্গত হইবার কেবল একটী ভিন্ন পথ ছিল না; তাহাও সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত, ও সেইস্থানে পুলিস ও পল্টনের পাহারা থাকিত। একটু গোলযোগ হইলেই প্রদর্শনীর কোন লোকে আর বাহিরে গমন করিতে পারিত না; সুতরাং, সেই চোর অনায়াসেই সেইস্থানে ধৃত হইত। তবে এক হইতে পারে—রবিবারে অর্থাৎ যে দিবস প্রদর্শনী বন্ধ ছিল, সেই দিবস কোন গতিকে সে ঐ প্রদর্শনীর ভিতর প্রবেশ করিয়া এই কার্য্য করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনেক কষ্ট করিয়া বাহির হইতে চাবি সকল সংগ্রহ করিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল? সামান্য গ্লাসের সো-কেস ভাঙ্গিয়া ফেলিতে একজন চোরের কত সময় আবশ্যক হয়? তাহাতে সেই সময় প্রদর্শনীর মধ্যে কেহই থাকে না!

৫ম প্রশ্ন। যে সকল পুলিস বা পল্টন প্রদর্শনীর বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা কি এই কার্য্য হয় নাই?

উত্তর। হইতে যে পারে না, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? পুলিস ও পল্টন বিভাগে যাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সকলেই সৎ, তাহা বা বলি কি প্রকারে? তাঁহাদিগের মধ্যে অসৎ চরিত্রের লোক কি কেহই নাই? সময় সময় অনেক চুরি ইহাদিগের দ্বারা হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহা একটু অসম্ভব; কারণ, রবিবারে প্রদর্শনীর মধ্যে প্রায়ই পাহারা থাকে না, সমস্ত পাহারাই বাহিরে থাকে। এরূপ অবস্থায় চুরি করিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন, উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার আর বিশেষ সুযোগ ঘটিতে পারে না।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। বিলাত হইতে যিনি এই জহরতের দোকান লইয়া এখানে আসিয়াছেন, তিনি ভিন্ন ঐ দোকানে সেই দেশের আর কোন লোক নাই। যে সকল কর্ম্মচারী ঐ দোকানে কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এই প্রদেশীয়। এরূপ অবস্থায় ঐ দোকানের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করাও নিতান্ত সহজ নহে। যিনি দোকানের অধিকারী বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচয় প্রদান করিতেছেন, যিনি ফরিয়াদী হইয়া এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমা-দিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, হয় ত তিনি নিজেই দোকানের অধিকারী নহেন, অপর কোন ধনী ব্যক্তির ইনি একজন কর্ম্মচারী মাত্র। সেই ধনীর নিকট হইতে ইনি এই মহামেলায় মূল্যবান অলঙ্কার সহিত আগমন করিয়া উহা প্রদর্শন করাইতেছেন। আমাদিগের এই অনুমান যদি প্রকৃত হয়, প্রকৃতই ইনি যদি দোকানের মালিক না হইয়া কেবল একজনমাত্র কর্ম্মচারী হন, তাহা হইলে সমস্ত অল-ঙ্কার সুযোগমতে স্থানান্তরিত করিয়া মনিবকে ফাঁকি দিবার নিমিত্ত এই কার্য্য ইনি করেন নাই তো! ও আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার মানসে দোকান হইতে সমস্ত দ্রব্য অপ-হৃত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা করিয়া আমাদিগকে সংবাদ প্রদান করেন নাই ত?

উত্তর। ইহাও যে একেবারে অসম্ভব, তাহাও একেবারে বলা যায় না। অনেক বড় বড় দোকানের বড় বড় কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি দেখিয়াছি। দুই একজন আমার হস্তে ধৃতও হইয়াছেন, দুই একজনকে শ্রীঘরে প্রেরণ

করিতেও সমর্থ হইয়াছি। পাঠকগণ তাহার দুই একটী ঘটনা অবগতও আছেন। “ইংরাজ ডাকাইত” প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় বোধ হয়, এখনও অনেক পাঠকের মনে জাগরূক আছে। তাঁহারা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, এ কার্য্য ফরিয়াদীর নিজের দ্বারা সম্পন্ন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে।

আমরা মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছি, সেই সময় ফরিয়াদী কহিলেন “আমি আপনাদিগকে একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যে বিষয় লইয়া আপনারা আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই সে সময় আমার মনে উদয় হয় নাই। এখন হঠাৎ তাহা আমার মনে আসিয়া উদয় হইল। আমার এই দোকানের চাবি অন্য লোকের পাওয়া যে একেবারে অসম্ভব, তাহা এখন বোধ হইতেছে না; কারণ, এই দোকান সম্বন্ধীয় যতগুলি চাবি আছে, তাহা একটী রিং এর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রায় একমাস অতীত হইল, রিং সহিত সমস্ত চাবিগুলিই দোকান হইতে কিরূপে খোয়া যায়। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোনরূপেই সেই চাবির কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। দোকানের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে সকলকেই এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হন না। দোকান খুলিবার পর ঐ চাবিগুচ্ছ একটী আলমারীরর সহিত সংলগ্ন থাকিত। সেইস্থান হইতে উহা যে কোথায় যায়, তাহা কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক অনুসন্ধান করিবার পর, ঐ চাবির যখন কোনরূপ সন্ধানই করিয়া উঠিতে পারা যায় না, তখন অনন্যোপায় হইয়া অপর চাবি আমাকে

বাহির করিতে হয়। প্রত্যেক আলমারি বা গ্লাসকেসের দুই প্রস্থ চাবি ছিল। তাহার এক প্রস্থ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, অপর এক প্রস্থ আমার নিকট থাকিত। ব্যবহৃত প্রস্থ যখন অনুসন্ধানে আর পাওয়া গেল না, তখন আমার নিকট, যে প্রস্থ থাকিত, তাহা বাহির করিয়া দিলাম। সেই প্রস্থের দ্বারাই এখন কার্য্য চলিতেছে। যে প্রস্থ হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা যদি কাহার হস্তে পতিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তাহার দ্বারা অনায়াসেই যে এই সকল গ্লাসকেস খুলিয়া ঐ সকল অলঙ্কার অপহরণ করিতে সমর্থ হয়।"

ফরিয়াদীর এই কথা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে সকল গ্লাসকেসের চাবি পূর্ব্বেই খোয়া গিয়াছিল, তাহা যে তিনি কেন অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়ও তিনি তাহার কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে চাবি খোয়া গিয়াছিল, এ কথা জানিতে পারিয়া আমাদিগের কতকগুলি সন্দেহ মিটিয়া গেল। তখন আমরা এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফরিয়াদীর দোকানের পার্শ্বে অপর একজন ইংরাজ জহুরীর দোকান ছিল। ঐ দোকানেও অনেকগুলি কর্ম্মচারী ছিলেন। ঐ সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে প্রায় সকলেই এ দেশীয় ফিরিঙ্গী ও মুসলমান। নিয়মিত সময়ে এক এক করিয়া ঐ দোকানের প্রায় সকল কর্ম্মচারীই আগমন করিল, কিন্তু কেবলমাত্র একটী মুসলমান কর্ম্মচারী আসিল না। বিনা সংবাদে সেই মুসলমান কর্ম্মচারী তাহার কার্য্যে না আসায়, আমাদিগের সকলের মনেই কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দোকানের কোন লোকই তাহার বাটী জানিত না; সুতরাং, অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করা নিতান্ত সহজ হইল না। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার ঠিকানা করিতে সমর্থ হইলাম বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যের নিমিত্ত সেই দিবসের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হইয়া গেল। আমরা যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম, সে একজন মুসলমান যুবক, কিন্তু অনুসন্ধানে তাহাকে একটী ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে প্রাপ্ত হইলাম। বহুবাজার থানার অন্তর্গত গুবেমার লেনে ঐ ফিরিঙ্গী যুবক তাহার মাতার বাড়ীতে বাস করিত। ঐ মুসলমান যুবকের সহিত তাহার বিশেষরূপ বন্ধুত্ব ছিল। ফিরিঙ্গী ও মুসলমানের সহিত যে কি কারণে বিশেষরূপ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আমরা

পূর্ব্বে কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছিলাম না, কিন্তু পরে তাহা বেস বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মুসলমান যুবকের পিতা মাতা ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত উহার কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা সে তাহার ফিরিঙ্গী বন্ধুর ইচ্ছানুরূপ খরচ করিত। একটীমাত্র পয়সা দিয়াও সে তাহার পিতা মাতাকে কখন সাহায্য করিত না, বরং সুযোগ পাইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু আনিয়া আপনার ফিরিঙ্গী বন্ধুর ইচ্ছানুরূপ অযথা খরচপত্রে ব্যয় করিয়া ফেলিত। কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গী যুবকও কখন কখন কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত, কিন্তু সেও তাহার মাতাকে কখন কপর্দ্দকও প্রদান করিত না। তাহার বৃদ্ধা মাতার হস্তে কিছু পয়সাও ছিল। তাহা হইতেও সে সময় সময় কিছু কিছু গ্রহণ করিতে ক্রটী করিত না।

যে স্থানে সেই ফিরিঙ্গী যুবক বাস করিত, তাহার কিয়ৎ-দূর ব্যবধানে একখানি খোলার বাড়ীতে আরও কতকগুলি ফিরিঙ্গীর বাসা ছিল। উহাতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষ থাকিত। কিন্তু ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ বা সৎ চরিত্রা কেহ বা চরিত্রহীনা তাহা আমরা সেই সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এখনও সম্পূর্ণরূপে পারি নাই। কোন কোন ফিরিঙ্গী যুবক স্বামী-পরিবাররূপে তাহাদিগের সঙ্গে বাস করিত, অথচ অপর যুবকগণকেও তাহাদিগের ঘরে বসিতে উঠিতে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম। ঐ বাড়ীর একটি স্ত্রী-লোকের ঘরে আমাদিগের পূর্ব্বকথিত ফিরিঙ্গী ও মুসলমান যুবককে প্রায়ই দেখা যাইত। যে সময় আমরা সেই মুসল-

মান যুবককে দেখিতে পাই, সেই সময় সে সেই ফিরিঙ্গী যুবকের সহিত রাস্তার দিকে গমন করিতেছিল। যে দোকানে সেই মুসলমান যুবক কর্ম্ম করিত, সেই দোকানের অপর একজন কর্ম্মচারী সেই সময় আমাদিগের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ঐ মুসলমানকে দেখিতে পাইয়াই আমাদিগকে যেমন দেখাইয়া দিলেন, অমনি আমরা তাহাকে ধৃত করিলাম। সমভিব্যাহারী সেই ফিরিঙ্গী যুবক তাহার বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল, ও আমাদিগকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল ও ফিরিঙ্গী সুলভ নানারূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ ফিরিঙ্গীকে যে আমরা ধৃত করিব, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে একবারও ভাবি নাই; কিন্তু তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন ও আস্ফালন শুনিয়া আমাদিগের মনে ক্রোধের উদয় হইল। পরিশেষে যাহা হয় হউক ভাবিয়া তাহাকেও ধৃত করিলাম। ও উভয়ের অঙ্গ উত্তমরূপে তল্লাস করিয়া দেখিলাম। মুসলমানের নিকট কোন দ্রব্য পাওয়া গেল না, কিন্তু সেই ফিরিঙ্গীর পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির হইল। রুমাল খানি দেখিয়া অনুমান হইল, উহা মূল্যবান; বিশেষ সেই ফিরিঙ্গীর পরিধানে যেরূপ কোট পেণ্টুলেন ছিল, তাহাতে ঐ রূপ রুমাল কোনরূপেই শোভা পায় না। ঐ রুমালের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল, "এই রুমাল আমার, আমি বাজার হইতে খরিদ করিয়াছি। কোথা হইতে খরিদ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না। যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যাইব, তখন তাঁহাকে বলিব।" বলা বাহুল্য, গ্রেপ্তার

হইবার পরও ফিরিঙ্গীর সেই তেজ কমে নাই; কিন্তু পরে সামান্য চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী পর্য্যন্ত যাহার পায়ে সে না ধরিয়াছে, এরূপ কোন লোকই পুলিসে নাই।

ঐ রুমালের কথা সেই মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল "আমি ইহার কিছুই অবগত নহি।"

দোকানের যে কৰ্ম্মচারী আমাদিগের সহিত ছিলেন, তিনি ঐ রুমালখানি উত্তমরূপে দেখিয়া কহিলেন, "এইরূপ কয়েক খানি রুমাল আমাদিগের দোকানে আছে। তাহার মধ্য হইতে ইহা অপহৃত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।"

এই কথা শুনিয়া উহাদিগকে লইয়া আমরা ঐ প্রদর্শনীর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ঐরূপ আরও কয়েক খানি রুমাল বাস্তবিকই সেই দোকানে আছে। কিন্তু পূৰ্ব্বে যে কয়খানি ছিল ও এখন তাহা হইতে কিছু অপহৃত বা স্থানান্তরিত হইয়াছে কি না, তাহা কেহই বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সকলেরই যেন অনুমান হইল, ঐ রুমালখানি ঐ দোকানেরই। আরও অনুমান হইল, ঐ মুসলমান কৰ্ম্মচারী কোন গতিকে ঐ রুমালখানি দোকান হইতে অপহরণ করিয়া তাহার বন্ধুকে ব্যবহার করিতে প্রদান করিয়াছে। কারণ ঐ দোকান হইতে ঐ রুমাল স্থানান্তরিত করা ফিরিঙ্গীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমাদিগের সকলের মনে হঠাৎ ঐরূপ সন্দেহ হইল সত্য কিন্তু প্রমাণে কোন বিষয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

ঐ ফিরিঙ্গীকে দেখিয়া দোকানের একব্যক্তি কহিলেন,

"আজ কয়েকদিবস হইল, এই ফিরিঙ্গীকে আমরা এখানে দেখিয়াছি। সে আমাদিগের দোঁকানের নিকট আসিয়া এই মুসলমান কর্ম্মচারীর সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। সেই সময় উহার সহিত একটী মেমও ছিল; তাহাকে দেখিলেও আমি চিনিতে পারি।"

এই কথা শুনিয়া ফরিয়াদীকে সেই মেমের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সেই মেম সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই অস্বীকার করিলেন। এই অনুসন্ধানে যেমন আমরা নিযুক্ত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কয়েকজন ইংরাজ পুলিস-কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ ফিরিঙ্গীর সহিত যখন আমাদিগের কথা হইতেছিল, সেই সময় সেইস্থানে দুইজন ইংরাজ পুলিস-কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদিগের সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। ঐ ফিরিঙ্গী যেরূপ ভাবে আমাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিতেছিল, তাহা শুনিয়া ঐ ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয়ের অতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হয়। তাঁহারা উভয়েই আমাদিগের নিকট আগমন করিয়া কহেন, "এই জাতিহীন ফিরিঙ্গীকে লইয়া অনুসন্ধান করা আপনাদিগের কার্য্য নহে, উহা আমাদিগের কার্য্য। এই বলিয়াই কাহার বিনা অনুমতিতে ঐ ফিরিঙ্গীর হস্তের বন্ধন খুলিয়া দেন ও তাহাকে তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে যাইতে কহেন। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া ঐ ফিরিঙ্গী যেমন একটু ইতস্ততঃ করিল, অমনি তাহার পৃষ্ঠদেশে বুট সহিত ইংরাজ-পদ সজোরে স্পর্শ করিল। অমনি আর কোন কথা না বলিয়া সে দ্রুতগতি তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিল। ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয় তাহাকে যে কোথায়

লইয়া গেলেন, তাহা আমরা বেস বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে আর আমরা কেহই গমন করিলাম না। দশ পনর মিনিটের মধ্যেই ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয় তাহাকে আনিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ও কহিলেন, "এখন আপনারা ইহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এ তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিবে। এখন আপনারা ইহাকে লইয়া অনুসন্ধানে গমন করিতে পারেন, ও আবশ্যক হয়, আমরাও আপনাদিগের সহিত গমন করিতেছি।"

ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয়ের কথা শুনিয়া আমরা মনে করিলাম, অনুসন্ধানের সময় ইহারা যদি আমাদিগের সঙ্গে থাকেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না; কারণ সময় সময় যে সকল কার্য্যের আবশ্যক হইয়া পড়ে, ও যে সকল কার্য্য আমাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া অনুমান হয়, সেই সকল কার্য্য ইহাদিগের দ্বারা অনায়াসেই দেখিতে দেখিতে সম্পন্ন হইতে পারিবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া আমরা পুনরায় সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আমাদিগের ইচ্ছা, যে স্ত্রীলোকটী বা মেম সাহেব উহাদিগের সহিত ইতিপূর্ব্বে সেই মহামেলায় আগমন করিয়াছিল, তিনি কে তাহা অগ্রে অবগত হওয়া; কারণ, যে যুবক অবিবাহিতা বলিয়া আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি, সেই যুবক যদি কোনও স্ত্রীলোকের প্রণয়ে আসক্ত হইয়া থাকে, ও এই সকল অলঙ্কার যদি সেই যুবকের দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার মধ্যে দুই একখানি অলঙ্কার সেই স্ত্রীলোককে দেওয়া অসম্ভব নহে। মনে মনে

এইরূপ স্থির করিয়া আমরা সকলে পুনরায় সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। বলা বাহুল্য, এবার সেই ইংরাজ-কর্ম্মচারীদ্বয় আমাদিগের সঙ্গেই রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই ফিরিঙ্গী যুবক এবার বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদিগের সকলকে সঙ্গে লইয়া বহুবাজার থানার অন্তর্গত একটী অপরিসর গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গলির মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পর, আর একটী নিতান্ত সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী বাড়ীর ভিতর গমন করিল। আমরাও সকলে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। উহা পাকা বাড়ী নহে, খাপরেলের। উহার ভিতর অনেকগুলি ঘর বা কামরা আছে,—তাহার সমস্ত গুলিই ফিরিঙ্গী যুবক ও রমণীর দ্বারা অধিকৃত। যে ফিরিঙ্গী যুবক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সে ঐ বাড়ীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল; তাহার মুখ দিয়া কোনরূপ বাক্য নির্গত হইল না। কোন স্ত্রীলোককে সে দেখাইয়া দিল না, বা কাহারও ঘরের ভিতর সে প্রবিষ্টও হইল না; কিন্তু, সেই বাড়ী হইতে অনেক স্ত্রীপুরুষ বহির্গত হইয়া সেই

প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতগুলি পুলিসকর্ম্মচারী সেই বাড়ীর ভিতর আসিয়া হঠাৎ যে কেন উপস্থিত হইল, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ বা বিশেষ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া অর্দ্ধেক হিন্দি ও অর্দ্ধেক ইংরাজি মিশ্রিত ভাষায় আমাদিগকে কহিতে লাগিল, "তোমরা কাহার আদেশে আমাদিগের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে? আমরা চোর, না খুনি? এরূপ ভাবে স্ত্রীলোকদিগের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা অন্যায়। আমরা তোমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িব না। কমিশনার ও মাজিষ্ট্রেটের কাছে তোমাদিগের নামে নালিশ করিব, তোমাদিগের নামে দরখাস্ত দিব।" এইরূপ নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে অনেকেই আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা তাহাদিগের কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া সেই ফিরিঙ্গী যুবককে কহিলাম, "তুমি এরূপ ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে যে? যাহাকে দেখাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিলে, তাহাকে দেখাইয়া দিতে এত বিলম্ব করিতেছ কেন?" আমাদিগের কথা শুনিয়াও সেই ফিরিঙ্গী যুবক কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না, কেবলমাত্র এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। উহার এই অবস্থা দেখিয়া ও ফিরিঙ্গী-রমণীগণের কথা শুনিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারী-দ্বয় অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে বুট সহিত তাঁহাদিগের একটী পদ ঐ ফিরিঙ্গী যুবকের পৃষ্ঠ পুনরায় স্পর্শ করিল। ঐ পদস্পর্শসুখ অনুভব করিবামাত্র সে

ঐ বাড়ীর একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রমণীগণ যেরূপ ভাবে আমাদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল, সাহেবদ্বয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারাও মুখ বন্ধ করিয়া আপনাপন ঘরের দিকে গমন করিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গী যুবক যে ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আমরাও সেই ঘরের মধ্যে গমন করিলাম। দেখিলাম, সেই ঘরের মধ্যে সেই সময় কেহই নাই। ঐ ঘরে কে বাস করে, তাহা জিজ্ঞাসা করাতে বাড়ীর কেহই প্রথমতঃ আমাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিল না। কেহ কেহ কহিল, "আমরা জানি না।" এইরূপ কথা শুনিলে সহজেই ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু, আমরা সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া যাহাতে আমাদিগের কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিয়া লইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যে সকল ফিরিঙ্গী সেই সময় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ী কাহার?" উত্তরে সে কহিল, "আমি জানিনা, আমি আপনাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই বাড়ীর ভিতর আসিতেছি।" আর এক জনকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় সেও সেইরূপ উত্তর প্রদান করিল। ঐ বাড়ীর একটী স্ত্রীলোককে পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "আমি জানি না, আমি অল্পদিন হইল এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছি।" এইরূপ যাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তাহাই অবগত নহে বলিয়া, উত্তর প্রদান করিতে লাগিল।

উহাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে আমরা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া

নিকটবর্ত্তী থানা হইতে কয়েকজন কনেষ্টবল আনাইলাম, ও সেই বাড়ীর সকলকে ভয় প্রদর্শন করিবার মানসে তাহাদিগকে আদেশ প্রদান করিলাম, "এই বাড়ীর ভিতর স্ত্রী কি পুরুষ যে সকল লোক আছে, তাহাদিগের প্রত্যেককে ধৃত করিয়া থানায় লইয়া যাও। যে পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগের কথার যথাযথ উত্তর প্রদান না করিবে, সেই পর্য্যন্ত তাহারা থানাতেই কয়েদ থাকিবে।" আমাদিগের এই আদেশ পাইবামাত্র দুই একজন প্রহরী দ্রুতগতি গমন করিয়া দুই একটী ফিরিঙ্গী-রমণীর হস্ত ধারণ করিল, ও ঘর হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

আমাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগের অনুমান হইল যে, তাহাদিগের উপর প্রকৃতই আমরা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তখন তাহারা সেই ফিরিঙ্গী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত ভীত অন্তঃকরণে কহিল, "আমাদিগের উপর কেন এরূপ অত্যাচার করিতেছেন? আমাদিগকে কি করিতে হইবে, বা কি কহিতে হইবে, তাহা বলুন; যাহা কিছু আমরা অবগত আছি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি।"

উহাদিগের এই কথা শুনিয়া আমরা কহিলাম, "যে ঘরে ঐ ফিরিঙ্গী যুবক প্রবেশ করিয়াছে, সেই ঘরে কোন্ স্ত্রীলোক থাকে? সে কোথায়, তাহাকে দেখাইয়া দেও, ও তাহাকে বল যে, সে যদি প্রকৃত কথা না বলিয়া আমাদিগের সহিত তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, সেইরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।"

যে কয়েকটী স্ত্রীলোক ইতিপূর্ব্বে কনেষ্টবলগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আনীত হইয়াছিল, আমাদিগের কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্য হইতে একটী স্ত্রীলোক কহিল, "কেন, কি হইয়াছে, আমি ঐ ঘরে থাকি।"

আমি। তুমি ঐ ঘরে থাক, তাহা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বলিতেছ না কেন?

স্ত্রীলোক। আমাকে আপনারা এপর্য্যন্ত কোন কথাতো জিজ্ঞাসা করেন নাই?

আমি। তোমাকে আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে কি?

স্ত্রীলোক। কেন করিব না।

আমি। আমরা তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমাদিগের প্রশ্নের যদি তুমি প্রকৃত উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে জানিও, যে তোমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।

স্ত্রীলোক। আমি মিথ্যা কথা কহিব না।

আমি। ঐ ঘর তোমার?

স্ত্রীলোক। হাঁ, আমি ঐ ঘরেই থাকি।

আমি। এই ফিরিঙ্গী যুবক তোমার কে হয়?

স্ত্রীলোক। ও আমার কেহ হয় না।

আমি। তোমার নিকট ও কত দিবস হইতে পরিচিত?

স্ত্রীলোক। আমি উহাকে চিনি না।

স্ত্রীলোকটীর এই কথা শুনিয়া আমরা সেই ফিরিঙ্গী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি যাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছ,

তাহাকেই দেখাইবার নিমিত্ত কি তুমি আমাদিগকে এইস্থানে আনিয়াছ ?"

সেই ফিরিঙ্গী যুবক আমাদিগের এই কথার কোন রূপ উত্তর প্রদান করিল না। তখন আমরা মনে করিলাম, "তবে কি এই ফিরিঙ্গী আমাদিগকে এই বাড়ীতে আনিয়া ইহাদিগকে মিথ্যা কষ্ট দিতেছে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমরা ইহাদিগকে কষ্ট দিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। যাহা হউক, এখন দেখিতেছি, এই ফিরিঙ্গী যুবকের এখনও বদমাইসি অন্তর্হিত হয় নাই।" মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি ও এখন কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই স্থির করিতেছি, এরূপ সময়ে সেই ইংরাজ কর্ম্মচারীদ্বয় কহিলেন, "এই অনুসন্ধান করা আপনাদিগের কর্ম্ম নহে। এই ফিরিঙ্গী যুবক আমাদিগের হস্তে দস্তুরমত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে এই মোকর্দ্দমার প্রকৃত অনুসন্ধান হইবে না। এই বলিয়া আমাদিগের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও দুই একটী অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সেই ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীদ্বয়ের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ফিরিঙ্গী যুবক অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল, ও কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আমি যে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, উহার উত্তর পার্শ্বের ঘরে সে থাকে।" তাহার কথার উত্তরে কর্ম্মচারীদ্বয় কহিলেন, "এখন আর তোমার অধিক কথা আমরা শুনিতে চাহি না। যাহাকে দেখাইবার নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিয়াছ, এখন তাহাকে দেখাইয়া দিবে কি না, তাহাই আমরা

জানিতে চাহি। তোমার অপর কোন কথা আমরা এখন শুনিতে চাহি না।"

কর্ম্মচারীদ্বয়ের ক্রোধ সংযুক্ত এই কথা শুনিয়া, সে আর কোন কথা কহিল না। একটী স্ত্রীলোককে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "যাহার কথা আমি বলিতেছিলাম, তিনি এই।" সেই স্ত্রীলোকটীও প্রহরিগণ কর্ত্তৃক সেইস্থানে ধৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিল। তখন আমরা সেই স্ত্রীলোকটীকে আমাদিগের নিকট আনিলাম ও কহিলাম, "কেমন এ যাহা বলিতেছে, তাহা প্রকৃত তো!"

স্ত্রীলোক। ও কি কথা বলিতেছে?

আমি। তোমার নিকট উহার যাতায়াত আছে।

স্ত্রীলোক। না, ও মিথ্যা কথা। ও আমার নিকট আসিবে কেন?

আমি। ও তোমার স্বামী?

স্ত্রীলোক। না।

আমি। তোমার উপপতি?

স্ত্রীলোক। না।

আমি। তবে ও তোমার কে হয়?

স্ত্রীলোক। কেহই নহে।

আমি। তোমার নিকট ও কতদিবস হইতে পরিচিত?

স্ত্রীলোক। আমি উহাকে চিনি না।

আমি। মিথ্যা কথা কহিও না। সকলেই জানে যে, ও তোমার উপপতি। তুমি কষ্ট পাইবে বলিয়া কি মিথ্যা কথা কহিতেছ?

স্ত্রীলোক। আমি মিথ্যা কথা কহিব কেন? আমার স্বামী বর্ত্তমান। ও আমার উপপতি হইবে কি প্রকারে?

আমি। তোমার স্বামী বর্ত্তমান?

স্ত্রীলোক। হাঁ।

আমি। তোমার স্বামী কোথায়?

স্ত্রীলোক। পশ্চিম।

আমি। পশ্চিমে তিনি কি করেন?

স্ত্রীলোক। রেলের মধ্যে কি কার্য্য করেন, তাহা আমি জানি না।

আমি। কত দিবস হইতে তিনি পশ্চিমে আছেন?

স্ত্রীলোক। এক বৎসর হইতে।

আমি। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন কি?

স্ত্রীলোক। কর্ম্ম হওয়ার পর তিনি আর এখানে আসেন নাই।

আমি। তোমার খরচ পত্র কে দিয়া থাকে?

স্ত্রীলোক। আমার স্বামী।

আমি। তিনি কি টাকা পাঠাইয়া থাকেন?

স্ত্রীলোক। তিনি টাকা না পাঠাইলে আমার চলে কি প্রকারে?

আমি। মাসে মাসে তিনি কত টাকা করিয়া দিয়া থাকেন?

স্ত্রীলোক। কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে সাত টাকা ও কোন মাসে দশ টাকাও দিয়া থাকেন।

আমি। ফি মাসে টাকা দেন, কি দুই এক মাস অন্তর একেবারে টাকা পাঠাইয়া দেন?

স্ত্রীলোক। কখন মাসে মাসে দেন, কখন বা দুই এক মাস অন্তর পাঠাইয়া দেন।

আমি। সর্ব্বশেষ তুমি তোমার স্বামীর নিকট হইতে কবে টাকা পাইয়াছ ?

স্ত্রীলোক। প্রায় তিন মাস হইবে।

আমি। যখন তিন মাস কাল তোমার খরচের টাকা আসিয়া পৌঁছায় নাই, তখন তুমি তোমার খরচ পত্র চালাইতেছ কি প্রকারে ?

স্ত্রীলোক। হাওলাত বরাৎ করিয়া।

আমি। তুমি মহামেলা দেখিতে কয়দিবস গমন করিয়াছিলে ?

স্ত্রীলোক। আমি মহামেলা দেখিতে গমন করি নাই—না, গিয়াছিলাম।

আমি। কয় দিবস গিয়াছিলে ?

স্ত্রীলোক। একদিবস, না—দুই দিবস।

আমি। এই ফিরিঙ্গী যুবকের সহিত তুমি কোন্ দিবস গমন করিয়াছিলে ? প্রথম দিবস, না দ্বিতীয় দিবস।

স্ত্রীলোক। আমি ইহার সহিত গমন করিব কেন ? যাহাকে আমি চিনি না, তাহার সহিত আমি কোথায় গমন করিব ?

আমি। মিথ্যা কথা কহিও না। ইহার সহিত মহামেলায় তোমাকে অনেক লোক দেখিয়াছে।

স্ত্রীলোক। আমি যখন ইহার সহিত গমন করি নাই, তখন উহার সহিত আমাকে কে দেখিবে ?

আমি। যাহারা তোমাকে দেখিয়াছে, তাহারা যখন তোমার সম্মুখে বলিবে, তখন দেখিব তোমার উত্তর কি ?

স্ত্রীলোক। আমি বলিতেছি, আমি ইহার সহিত কখন গমন করি নাই।

আমি। এই বাড়ীর সকলেই যখন ইহাকে চিনে, তখন তুমি কিরূপে বলিতেছ যে, তুমি ইহাকে চিন না ?

স্ত্রীলোক। আমি ইহাকে চিনি না, এ কথা আমি বলিতেছি না। আমি ইহার সহিত মহামেলা দেখিতে যাই নাই, তাহাই বলিতেছি।

আমি। তাহা হইলে আমার শুনিবার ভুল হইয়া থাকিবে। তুমি ইহাকে কত দিবস হইতে চিন ?

স্ত্রীলোক। প্রায় ৭।৮ মাস হইতে।

আমি। তুমি ইহাকে কিরূপে চিন ? কি সূত্রে তোমার সহিত ইহার আলাপ পরিচয় ?

স্ত্রীলোক। আলাপ পরিচয় কিছুই নাই। আমাদিগের বাড়ীতে ও সময় সময় আসিয়া থাকে, তাহাই উহাকে দেখিয়াছি।

আমি। কাহার নিকট আসিয়া থাকে ?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি জানি না, কিন্তু সকলের সহিতই আলাপ আছে, সকলের ঘরেই গমন করে, তাই দেখিতে পাই।

আমি। যখন সকলের ঘরেই গমন করিয়া থাকে, ও সকলের সহিতই আলাপ আছে, তখন তোমার ঘরেও গমন করিয়া থাকে, ও তোমার সহিতও আলাপ আছে ?

স্ত্রীলোক। না, আমার সহিত উহার আলাপ নাই, বা আমার ঘরে ও কখন আসে না।

আমি। তোমার গলায় যে একটী পিন দেখিতেছি, উহা কাহার ?

স্ত্রীলোক। আমার।

আমি। উহা কিসের? সোণার না পিতলের।

স্ত্রীলোক। সোণার।

আমি। উহার উপর যে একখানি সাদা পাথর বসান আছে দেখিতেছি, ওখানি কি?

স্ত্রীলোক। ওখানি কাচ।

আমি। না উহা তো কাচ নহে, উহা হীরকখণ্ড। ইহা তুমি কোথায় পাইলে?

স্ত্রীলোক। উহা আমার।

আমি। উহা তো দেখিতেছি একেবারে নূতন! এই নূতন অলঙ্কার তুমি কোথায় পাইলে?

স্ত্রীলোক। আমি কিনিয়াছি।

আমি। কোথা হইতে কিনিয়াছ?

স্ত্রীলোক। চুণীগলির মোড়ে যে পোদ্দারের দোকান আছে, সেই দোকান হইতে আমি উহা খরিদ করিয়াছি।

আমি। কত মূল্যে তুমি উহা খরিদ করিয়াছ?

স্ত্রীলোক। দশ টাকায়।

আমি। উহাতে যে একখানি হীরক দেখিতেছি, তাহার মূল্য ৫০৲ টাকার কম নহে। তদ্ব্যতীত, ছোট ছোট আরও কয়েকখানি হীরক ও চুনি উহাতে আছে; সোণাও আছে। যাহার মূল্য কোন প্রকারেই একশত টাকার কম হইতে পারে না, তাহা তুমি দশ টাকায় কিরূপে খরিদ করিলে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যে দোকানদারের নিকট হইতে তুমি উহা খরিদ করিয়াছ, তাহাকে আমায় দেখাইতে পার?

স্ত্রীলোক। সে দোকানদারকে আমি চিনি না।

আমি। তবে কিরূপে বলিলে যে চুণাগলির মোড়ে যে পোদ্দারের দোকান আছে, সেই দোকান হইতে তুমি উহা খরিদ করিয়াছ?

স্ত্রীলোক। আমাকে যিনি খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই আমি আপনাকে বলিয়াছি।

আমি। কে তোমাকে উহা খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন?

স্ত্রীলোক। আমার একজন বন্ধু।

আমি। তোমার সেই বন্ধুর নাম কি? তিনি থাকেন কোথায়।

স্ত্রীলোক। তাঁহার নাম আমি জানি না, ও এখন তিনি কোথায় আছেন, তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারি না।

আমি। তুমি যাহাকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ, তাহার নাম জান না ও তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও বলিতে পার না, এ কিরূপ কথা হইল? তুমি স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ মেমসাহেব বলিয়া তোমার পরিচয়ও প্রদান করিয়া থাক। এরূপ অবস্থায় যদি তুমি এইরূপ ভাবে মিথ্যা কথা কহিবে, তাহা হইলে তোমার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তৎব্যতীত, বিশেষরূপে অবমানিত হইয়া, পরিশেষে জেলে পর্য্যন্ত গমন করিবে। এখনও আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি প্রকৃত কথা কহ। এই ফিরিঙ্গী যুবক তোমাকে ঐ অলঙ্কার দেয় নাই কি?

স্ত্রীলোক। না।

আমি। তবে কে দিয়াছে?

স্ত্রীলোক। আমার স্বামী।

আমি। মিথ্যা কথা, তুমি চোর। ইহা তুমি যেস্থান হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছ, তাহা আমরা অবগত আছি ও সেই চুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা এতগুলি পুলিসকর্ম্মচারী এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি দেখিতেছি পাকা চোর, তোমার নিকট হইতে সহজে কোন কথা পাওয়া যাইবে না। তোমাকেই অগ্রে থানায় লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন দেখিতেছি।

ঐ স্ত্রীলোকটীকে এই কথা বলিয়া আমাদিগের সমভি-ব্যাহারী একজন দেশীয় কনেষ্টবলকে কহিলাম, "ইহাকে থানায় লইয়া গিয়া যে পর্য্যন্ত আমরা না আসি, সেই পর্য্যন্ত ইহাকে হাজতে বদ্ধ করিয়া রাখ।"

আদেশ পাইবামাত্র সেই প্রহরী ঐ স্ত্রীলোকটীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগের সম্মুখ হইতে দুই এক পদ অগ্রসর হইবামাত্রই, সেই স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া উঠিল ও কহিল, "বাড়ীর অনেকেই অলঙ্কার পাইল, আর আমি একাকীই কেবল অবমানিত হইলাম।"

এই কথা শুনিবামাত্রই আমরা সেই কনেষ্টবলের নিকট হইতে তাহাকে পুনরায় আমাদিগের সম্মুখে আনিলাম ও কহিলাম "এই বাড়ীর মধ্যে কোন্ কোন্ স্ত্রীলোক কি কি অলঙ্কার পাইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেও, নতুবা তোমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিতে বসিয়াছে, তাহা এখনি দেখিতে পাইবে।"

স্ত্রীলোক। আমাকে কি বলিতে হইবে।

আমি। তুমি যেমন অলঙ্কার পাইয়াছ, সেইরূপ আর কে কে অলঙ্কার পাইয়াছে?

স্ত্রীলোক। এই বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাহারা সকলেই আপনাপন কথা বলিবে, আমি আর কার নাম করিব।

ঐ স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া অনিচ্ছাস্বত্বেও সেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে হইল। দেখিলাম উহার সহিত নিরর্থক আর বাকবিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। বাড়ীর অপরাপর স্ত্রীলোকগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখা যাউক, তাহারাই বা কি বলে। মনে মনে এই কথা ভাবিয়া জনৈক প্রহরীর জিম্বায় ঐ স্ত্রীলোকটীকে সেই স্থানে বসাইলাম। ঐ বাড়ীর এগ্রিমেণ্ট ছিল—আর একটী স্ত্রীলোকের; তাহাকেই সকলে বাড়িওয়ালি বলিত। তাহাকে ডাকিলে সে আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে আমরা যখন ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন উহার মুখ দিয়া লম্বা লম্বা কথা বাহির হইতেছিল; কিন্তু এখন আর তাহার সেই রূপ অবস্থা ছিল না। তাহাকে ডাকিবামাত্রই সে আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, সে তাহার যথাযথ উত্তরও প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই বাড়ীওয়ালীর সহিত আমাদিগের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, ঐ বাড়ীওয়ালী যে কে, তাহার একটু পরিচয় এইস্থানে প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহার পিতা মাতা কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহার পিতা কোন নীচ হিন্দু-বংশ-সম্ভুত একজন যুবক ছিলেন। কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় আপনার উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া পাদরি-গণের সাহায্য গ্রহণ করেন, ও তাঁহাদিগেরই অনুকম্পায় নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পরই জনৈক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাঁওতাল কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। এই বাড়ীওয়ালীর পিতা মাতা তাঁহারাই। যখন বাড়ীওয়ালীর বয়ঃক্রম ১২।১৩ বৎসর, সেই সময় কোন একজন নীলকরের আয়াগিরি কর্ম্ম করিতে সে নিযুক্ত হয়, ও পরিশেষে সেই সাহেবের সহিত সে কলিকাতায় আগমন করে। কলিকাতায় আসিবার দুই এক বৎসর পরে সেই নীল-কর সাহেব স্বদেশ যাত্রা করেন; সুতরাং, বর্ত্তমান বাড়ী-ওয়ালীকে কলিকাতাতেই থাকিতে হয়। কলিকাতায় কিছু দিবস অবস্থিতি করিতে করিতে চুণাগলির জনৈক ফিরিঙ্গী

যুবকের সহিত তাহার পরিণয় হয়। কিছুদিবস পর্য্যন্ত তাহারা একত্রে চুণাগলির একখানি খোলার ঘরে বাস করে। তাহার স্বামী কোন জাহাজে একটী সামান্য কর্ম্ম করিত। ঐ সামান্য কর্ম্মে যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহার দ্বারাই উভয়ের ভরণ-পোষণ ও মদ্যাদির খরচের একরূপ সংস্থান হইত; কিন্তু সেই রূপ ভাবে তাহাদিগের অধিক দিবস অতিবাহিত হইল না। বিবাহের পর দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, তাহার স্বামী জাহাজ হইতে গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়া জলমগ্ন হয়। বিধবা হইবার পর হইতে বাড়ীওয়ালীর আর কোনরূপে দিন যাপনের সংস্থান থাকে না; সুতরাং রাত্রিকালে সে ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীটের কোন এক "খালি কুঠিতে" গিয়া বসিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ বলেন, তাহার স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার সেই খালি কুঠিতে যাওয়া আসা ছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সময় বাড়ীওয়ালী খালি কুঠিতে গমন করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় সে ইংরাজী কহিতে পারিত। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইবার পর, একজন পেন্‌সন প্রাপ্ত বিলাতী-সৈনিক তাহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি ইহাকে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু উভয়েই যে স্ত্রী পুরুষের ন্যায় একত্রে বাস করিতেছিলেন, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান খোলার বাড়ী খানি তিনি এগ্রিমেণ্ট করিয়া লন ও বাড়ীওয়ালী নামে পরিচিত হইয়া পড়েন। সেই সৈনিক ইহার সহিত প্রায় ১৫।১৬ বৎসর একত্রে অতিবাহিত করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন;

সেও আজ ১০।১২ বৎসরের কথা। এই ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বাড়ীওয়ালী আর কাহারও সহিত পুনরায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় নাই, বিশেষ পুনরায় বিবাহ করিবার বয়সও আর তাহার ছিল না। এখন তিনি কেবলমাত্রই বাড়ীওয়ালী। তাহার বাড়ীতে যে কয়েকটী কামরা আছে, কেবলমাত্র তাহার এক খানিতে সে বাস করিয়া থাকে, অপর ঘরগুলি ভাড়াটীয়াগণ দ্বারা অধিকৃত। ভাড়াটীয়াগণের মধ্যে সকলেই ফিরিঙ্গী কুলোদ্ভবা, ও যেরূপ চরিত্রের লোক, তাহার পরিচয় পাঠকগণ কিছু কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন, ও ক্রমে পারিবেন।

বাড়ীওয়ালী আমাদিগের নিকট আগমন করিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই বাড়ীতে তোমার কতগুলি ভাড়াটীয়া আছে?"

বাড়ীওয়ালী। এই বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে দেখিতেছেন, তাহার সমস্ত গুলিতেই ভাড়াটীয়া আছে; কেবলমাত্র একখানি ঘরে আমি আছি।

আমি। তোমার ঘর ব্যতীত আর কয়খানি ঘর আছে?

বাড়ী। পাঁচখানি।

আমি। ঐ পাঁচখানি ঘরের ভাড়াটিয়াগণের নাম তুমি বলিতে পার কি?

বাড়ী। বেলা, লুসি, এমি, মেরী ও এলি।

আমি। বেলা কাহার নাম?

বাড়ী। যাহাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনারা নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ও যাহাকে আপনারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নাম বেলা।

আমি। বেলা কতদিবস হইতে তোমার বাড়ীতে বাস করিতেছে?

বাড়ী। প্রায় ৯ মাস হইতে।

আমি। উহার আর কে আছে?

বাড়ী। শুনিয়াছি, উহার স্বামী আছে, পশ্চিমে কোথায় কার্য্য করে; কিন্তু তাহাকে কখন দেখি নাই।

আমি। উহার স্বামী কখন এখানে আসে না?

বাড়ী। আমি ত কখন আসিতে দেখি নাই।

আমি। উহার খরচ পত্র কি কখন সে পাঠাইয়া দেয়?

বাড়ী। তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারি না। কখন টাকা কড়ি আসিতে দেখি নাই, কিন্তু উহার নিকট কখন কখন শুনিতে পাই যে, তাহার স্বামী মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পাঠাইয়া উহাকে সাহায্য করিয়া থাকে।

আমি। তোমার ঘরের ভাড়া কে দেয়?

বাড়ী। ওই দেয়।

আমি। টাকা সে কোথা হইতে পায়?

বাড়ী। আমি তাহা জানি না, কিন্তু উহাদিগের অর্থের কোনরূপ অভাব প্রায়ই হয় না। যুবতী ফিরিঙ্গী-কন্যা যদি মনে করে, তাহা হইলে নানা উপায়ে সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

আমি। এই যে ফিরিঙ্গী যুবক আমাদিগের সহিত আসিয়াছে, ইহাকে তুমি চিন?

বাড়ী। চিনি।

আমি। ইনি কে?

বাড়ী। ইহার মাতা আছেন। তাঁহার একখানি নিজের বাড়ী আছে। সময় সময় কর্ম্মকাজ করিয়া এও দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ও আমাদিগের পাড়ার ছেলে, উহাকে আর আমি চিনি না? উহার বাল্যকাল হইতে আমি উহাকে জানি।

আমি। তোমার বাড়ীতে উহার যাতায়াত আছে?

বাড়ী। আছে।

আমি। কাহার নিকট বা কাহার ঘরে সে আসিয়া থাকে?

বাড়ী। সকলের সঙ্গেই তাহার আলাপ পরিচয়, সকলের ঘরেই তাহার যাতায়াত আছে, কিন্তু বেলার সহিত তাহার ভালবাসা অধিক, উহার ঘরেই প্রায় সে সর্ব্বদা থাকে।

আমি। বেলা যুবতী স্ত্রীলোক, বিশেষ তাহার স্বামী বিদেশে, এরূপ অবস্থায় এই ফিরিঙ্গী যুবক রাত্রিদিন উহার ঘরে অবস্থিতি করাতে কেহ কোন কথা কহে না?

বাড়ী। তাহা আর কে বলিবে? আমরা স্বাধীন জাতি, পর পুরুষের সহিত কথা কহিলে বা তাহাদিগকে ঘরে স্থান প্রদান করিলে আমাদিগের মধ্যে কোনরূপ অপযশ হয় না, ইহা আমরা অনেকেই করিয়া থাকি। আমি যদি কাহাকে ভালবাসি, ও তাহাকে যদি আমার ঘরে সদা সর্ব্বদা উপ-বেশনাদি করিতে দি, তাহা হইলে আমার স্বামী আমার উপর কোনরূপ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না, আর যদি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি না হয় আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি তখনই অপরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইব।

আমি। তোমাদিগের এ মন্দ আচার ব্যবহার নহে। সে যাহা হউক, এই যে মুসলমান যুবককে দেখিতেছ, এও কি এই বাড়ীতে সদাসর্ব্বদা আসিয়া থাকে?

বাড়ী। ফিরিঙ্গী যুবকের সহিত ইহার অতিশয় বন্ধুত্ব আছে; সুতরাং, তাহার সহিত সেও সময় সময় বেলার ঘরে আসিয়া থাকে, কখন কখন রাত্রিও অতিবাহিত করে।

আমি। বেলার অঙ্গে যে হীরা সংযুক্ত সুবর্ণ পিন রহিয়াছে, তাহা সে কোথায় পাইয়াছে, তাহা কিছু বলিতে পার?

বাড়ী। না।

আমি। লুসি কে?

বাড়ী। যাহাকে লইয়া আপনারা সর্ব্ব প্রথম টানাটানি করিতেছিলেন, তাহাকেই সকলে লুসি বলিয়া ডাকে।

আমি। উহার কে আছে?

বাড়ী। উহার স্বামী আছে।

আমি। সে থাকে কোথায়?

বাড়ী। এই বাড়ীতেই থাকে।

আমি। সে কি করে?

বাড়ী। সে জাহাজে কি কাজ করে।

আমি। সে এখন কোথায়?

বাড়ী। সে তাহার কার্য্যে গমন করিয়াছে।

আমি। কোন সময় সে তাহার কার্য্য হইতে আসিবে?

বাড়ী। তাহার কার্য্যে গমন করিবার ও আসিবার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, কখন সমস্ত দিবস কর্ম্ম করে—রাত্রিতে বাড়ীতে থাকে, কখন বা সমস্ত রাত্রি কার্য্যে আবদ্ধ থাকে,

পরদিবস দিবাভাগে তাহাকে আর বাহির হইতে হয় না। কখন কখন বা দুই তিন দিবস ক্রমাগত তাহাকে এখানে দেখিতে পাই না।

আমি। ইহার স্বামী ব্যতীত আর কেহ ইহার ঘরে যাতায়াত করিয়া থাকে ?

বাড়ী। কেহ কেহ আসে বৈ কি। তদ্ব্যতীত লুসি প্রায়ই তাহার ঘরে থাকে না, বাহিরে বাহিরেই সে দিন অতিবাহিত করে, সে যে কোথায় যায় ও কি করে, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। এমি কিরূপের স্ত্রীলোক ?

বাড়ী। সেও যুবতী, তাহার স্বামী আছে শুনিয়াছি।

আমি। তাহার স্বামী কোথায় ?

বাড়ী। আমি তাহাকে কখন দেখি নাই, শুনিয়াছি আসাম অঞ্চলে সে কি কার্য্য করিয়া থাকে।

আমি। এমির খরচ পত্র সে মাসে মাসে পাঠাইয়া দেয় কি ?

বাড়ী। আমি কখন খরচ পাঠাইতে শুনি নাই।

আমি। তাহা হইলে তাহার চলে কি প্রকারে ?

বাড়ী। পূর্ব্বে তাহার অতিশয় কষ্টই ছিল, দুই এক মাস হইল, তাহার সেই কষ্ট গিয়াছে।

আমি। সেই কষ্ট হইতে সে কিরূপে পরিত্রাণ পাইল ?

বাড়ী। একটী চিনা এখন তাহার ঘরে আসিয়া থাকে। সেই সময় সময় আবশ্যকীয় অর্থাদি দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছে।

আমি। তাহার নাম কি ?

বাড়ী। তাহাকে উইনস্ বলিয়া সকলে ডাকিয়া থাকে, তাহার ঠিক নাম কি, তাহা আমরা অবগত নহি।

আমি। সে এখন কোথায়?

বাড়ী। তাহাকে আজ দুই দিবস দেখি নাই।

আমি। সে কি এমির ঘরেই রাত্রিবাস করিয়া থাকে?

বাড়ী। এমির ঘরেই যে কেবল সে রাত্রি অতিবাহিত করে, তাহা নহে, আহারাদি পর্য্যন্তও সে তাহার ঘরে করিয়া থাকে।

আমি। তাহার আহারাদি প্রস্তুত করে কে?

বাড়ী। এমি।

আমি। এমি খৃষ্টান, আর সে চিনা; এরূপ অবস্থায় সে কিরূপে এমির প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করে?

বাড়ী। সে চিনা সত্য, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া চিনা সাহেব বলিয়া অনুমান হয় না। সে সাহেবের ন্যায় পোষাক পরিধান করে, ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়া ঠিক খৃষ্টান বলিয়া অনুমান হয়।

আমি। সে কি করে বলিতে পার?

বাড়ী। না তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছি কোন সাহেবের নিকট সে কর্ম্ম করে।

আমি। এখন সে কোথায়?

বাড়ী। তাহা আমি জানি না, এ কথা পূর্ব্বেই আমি আপনাকে বলিয়াছি। শনিবারের রাত্রিতে তাহাকে এই বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর সে কোথায় গিয়াছে, বা কখন এই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র আমি অবগত নহি।

আমি। তাহা বোধ হয়, এমি বলিতে পারিবে।

বাড়ী। অসম্ভব নহে, বলিলেও বলিতে পারে। কারণ আমি শুনিয়াছি, উহারা সকলেই তাহার সহিত কোথায় গমন করিয়াছিল।

আমি। উহারা কাহারা ?

বাড়ী। বেলা, লুসি, এমি ও মেরী।

আমি। ইহারা চারি জনেই ?

বাড়ী। হাঁ

আমি। কখন গিয়াছিল?

বাড়ী। তাহা আমি বলিতে পারি না। শনিবার রাত্রি ১০টার পর উইনসু আমার বাড়ীতে আসে, যখন সে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন আমি আমার ঘরের সম্মুখেই বসিয়াছিলাম। সে আসিয়াই এমির ঘরে গমন করে। তাহার পর আমি গিয়া শয়ন করি। রবিবার প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিতে পাই, বেলা, লুসি, এমি ও মেরী এবং উইনসু প্রভৃতি কেহই বাড়ীতে নাই। কেবলমাত্র এলি ও তাহার স্বামী বাড়ীতে আছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, উহারা ইহাদিগের কোন কথা বলিতে পারে না। সমস্ত রবিবারের মধ্যে উহারা আর প্রত্যাগমন করে নাই। রাত্রি ১২টার পর উহারা একখানি গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু উইনসুকে দেখিতে পাই নাই। উহারা কোথায় গিয়াছিল; জিজ্ঞাসা করায় আমাকে এইমাত্র কহে যে, উহারা উইনসুর সহিত বেড়াইতে গিয়াছিল। নানাস্থানে বেড়াইয়া ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া উহারা ফিরিয়া আসিতেছে।

আমি। উইনম্নকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা কিছু বলিয়াছিল ?

বাড়ী। না।

আমি। এমির সহিত উইনস্থ একত্রে বসবাস করিয়া থাকে ; সুতরাং, সে না হয় তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে গমন করিয়াছিল, কিন্তু অপরাপর স্ত্রীলোকগণ তাহার সহিত গমন করিল কেন ?

বাড়ী। ওরূপ ভাবে আমরা প্রায়ই গমন করিয়া থাকি ; ওরূপ ভাবে গমন করিতে আমাদিগের কোন প্রতিবন্ধক নাই।

আমি। তোমাদিগকেও ধন্যবাদ ও তোমাদিগের আচার ব্যবহারকেও ধন্যবাদ। তোমরা সাহেব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক ; সুতরাং, তোমরা যাহা কর, তাহাতেই তোমাদিগের শোভা পায়। *

---

* মাঘ মাসের সংখ্যা,

"মেলায় চুরি।"

(শেষ অংশ।)

(অর্থাৎ কলিকাতার মহামেলায় প্রকাণ্ড চুরির অদ্ভুত রহস্য !)

যন্ত্রস্থ।

মেলায় চুরি।

(শেষ অংশ।)

(অর্থাৎ কলিকাতার মহামেলায় প্রকাণ্ড চুরির অদ্ভুত রহস্য।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবম বর্ষ।] সন ১৩০৭ সাল। [মাঘ।

মেলায় চুরি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীওয়ালীর নিকট পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় সকল অবগত হইয়া ঐ স্ত্রীলোক কয়েকটীকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিলাম। বেলা ও লুসি আমাদিগের নিকটেই ছিল, এমি, মেরী, ও এলিকে আমাদিগের সম্মুখে ডাকাইলাম। উহারা আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পাঁচ জনকেই একত্রিত করিলাম ও তাহাদিগকে উত্তমরূপে দেখিলাম। দেখিলাম উহা-দিগের প্রায় প্রত্যেকের অঙ্গেই একখানি না একখানি ছোট ছোট নূতন অলঙ্কার রহিয়াছে। উহার সমস্ত গুলিই স্বর্ণ-নির্ম্মিত ও দুই একখানি প্রস্তরের দ্বারা শোভিত।

ইতিপূর্ব্বে যখন একটী স্ত্রীলোকের পরিধানে একখান অলঙ্কার দেখিতে পাইয়াছিলাম, তখনই আমাদিগের মনে নানা-রূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। মহামেলায় যাঁহার দোকান হইতে অলঙ্কার সকল অপহৃত হইয়াছিল, সেই সময়েই তাঁহাকে সেইস্থানে আনিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্ম-

চারীকেও প্রেরণ করিয়াছিলাম। পাঁচটী স্ত্রীলোককে এক স্থানে সমবেত করিবার অব্যবহিত পরেই সেই দোকানদার সাহেব সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্ত্রীলোক-দিগকে তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া কহিলাম "দেখুন দেখি মহাশয়, যে সকল নূতন অলঙ্কার এই স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গে পরিহিত রহিয়াছে, তাহার কোনখানি আপনার অপহৃত অলঙ্কার বলিয়া অনুমান হয় কি?"

আমাদিগের কথা শুনিয়া সাহেবকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিলাম। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া অনুমান হইল, তিনি যেন একটু বিশেষ বিপদে পতিত হইয়াছেন। তিনি কিরূপে স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার সকল উত্তমরূপে দেখিতে সমর্থ হই-বেন, তাহাই যেন ভাবিতেছেন। সেই দোকানদার সাহেব খাস বিলাতী। ইংরাজগণ স্বদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই উত্তমরূপে অবগত আছেন। সাধ্যানুসারে তাঁহারা কখন কোন স্ত্রীলোককে কোনরূপ অবমাননা করিতে সমর্থ হন না, বা স্ত্রীলোকগণের হৃদয়ে যে কার্য্যের নিমিত্ত কোনরূপ বেদনা পাওয়া সম্ভব বোধ করেন, সেই কার্য্যে কিছুতেই তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। এরূপ অবস্থায় সেই স্ত্রীলোক-দিগের পরিহিত অলঙ্কারগুলি তিনি যে কিরূপে উত্তম করিয়া দেখিতে সমর্থ হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি না পারেন সেই স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গে হস্ত প্রদান করিয়া অলঙ্কারগুলি দেখিতে, বা না পারেন তাহাদিগের অঙ্গ হইতে সেই সকল অলঙ্কার উন্মোচন করাইতে; সুতরাং

একরূপ বিষম বিপদে পড়িয়াই তিনি স্থির ভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা বেশ অনুমান করিতে সমর্থ হইলাম, যে তিনি কিরূপ বিষম বিপদে পতিত হইয়াছেন।

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা সেই বাড়ীওয়ালীকে কহিলাম, "এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধানে যে সকল নূতন অলঙ্কার আছে, তাহা আমরা একবার উত্তমরূপে দেখিতে চাই। সুতরাং তুমি উহাদিগকে বল, উহারা যেন ঐ সকল অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া দেয়।"

আমাদিগের কথা শুনিয়া বাড়ীওয়ালী ঐ সকল অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে কহিল। কিন্তু তাহারা কেহই ঐ সকল অলঙ্কার সহজে উন্মোচিত করিতে সম্মত হইল না।

উহাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া ঐ সামান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেও আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। কোনরূপ মোকর্দ্দমা অনুসন্ধান করিবার কালীন কোন কোন পুলিস-কর্ম্মচারী যেরূপ ভাবে আসামীগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, বা সময় সময় তাহাদিগের উপর যেরূপ ভাবে মিষ্ট কথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, পরিশেষে আমাদিগকেও সেইরূপ করিতে হইল। আমাদিগের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া ও আমাদিগের নিকট হইতে দুই চারিটা মিষ্ট কথা শুনিবার পর, তাহারা আপনাপন অঙ্গ হইতে নূতন অলঙ্কার সকল উন্মোচিত করিয়া আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিল। দোকানদার সাহেব তখন সেই সকল অলঙ্কার আপন হস্তে উঠাইয়া

লইয়া উত্তমরূপে দেখিলেন ও কহিলেন "আমার দোকান হইতে যে অলঙ্কার চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে এইরূপ অলঙ্কার বিস্তর ছিল; সুতরাং বোধ হইতেছে এই সকল অলঙ্কার আমারই। আমার সমস্ত অলঙ্কারের সহিত এক একখানি টিকিট সংযুক্ত আছে, ও উহাতে ঐ অলঙ্কারের মূল্য লিখিত আছে; কিন্তু এই অলঙ্কারগুলিতে সেই টিকিট না থাকায় আমি শপথ করিয়া বলিতে পারিতেছি না যে, এই সকল অলঙ্কার আমার। পরন্তু আমার যেন অনুমান হইতেছে, এই সকল অলঙ্কার আমার ভিন্ন আর কাহারও নহে।

সাহেবের কথা শুনিয়া আমাদিগের মনে আর এক নূতন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, যে ব্যক্তি দোকান হইতে অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, অলঙ্কারের সহিত যে সকল টিকিট ছিল, তাহা কি এখন পর্য্যন্ত সে গহনার সহিত রাখিয়া দিয়াছে? আমরা বিশেষরূপ পরিশ্রম করিয়া কোন গতিকে যদি এই মোকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ হই ও অলঙ্কারগুলিও যদি কোন গতিকে বাহির করিতে পারি, আর অলঙ্কারগুলিতে যদি টিকিট না থাকে, তাহা হইলে উহা ফরিয়াদি তাঁহার নিজের দ্রব্য বলিয়া সেনাক্ত করিবেন না,—তাহা হইলে এই মোকদ্দমার পরিণামই যে কি হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সে যাহা হউক, সাহেবের সেই কথার দিকে আমরা কর্ণপাতও না করিয়া ঐ সকল অলঙ্কার সেই সাহেবের দোকান হইতে অপহৃত অলঙ্কার বলিয়াই স্থির করিয়া লইলাম। কারণ,

আমাদিগের বেশ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, ঐ সকল অলঙ্কার যাহারই হউক না কেন, এই ফিরিঙ্গী মেমদিগের কোন প্রকারেই হইতে পারে না। যাহাদিগের ঘরে কপর্দ্দকমাত্র সম্বল নাই, তাহারা এইরূপ অলঙ্কার কিরূপে খরিদ করিতে সমর্থ হইল? সুতরাং, উহাদিগকে অপর কেহ উহা প্রদান না করিলে বা উহারা আপনারা কোনস্থান হইতে ঐ সকল অলঙ্কার অপহরণ করিয়া না আনিতে পারিলে, কোনরূপেই উহা উহারা পাইতে পারে না। স্ত্রীলোক হইয়া যে উহারা ঐ সকল মূল্যবান অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আনিতে পারিবে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে না; অথচ সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে না হইতে পারে, এরূপ কোন কার্য্যও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু, বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, ঐ সকল অলঙ্কার তাহারা অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে,—কিন্তু কাহার নিকট হইতে ইহাদিগের উহা পাইবার সম্ভাবনা?

আমরা এখন যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে দুইটী লোকের নিকট হইতে উহারা এই সকল গহনা পাইতে পারে। এক আমাদিগের সমভিব্যাহারী এই ফিরিঙ্গী-যুবক, না হয় উইনসু নামক সেই চিনাম্যান। যাহা হউক, একটু পীড়াপীড়ি করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারিলেই সকল কথা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া মেম সাহেবদিগকে আরও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম: এবার কিন্তু তাহাদিগকে সকলের সম্মুখে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম না। সকলকে সেইস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া এক এক জনকে পৃথক করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এবার সর্ব্বাগ্রে ডাকিলাম এমিকে। সে আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উইনসু তোমার ঘরে কত দিবস হইতে যাতায়াত করিতেছে?"

এমি। উইনসু কে?

আমি। উইনসুকে তুমি চিন না?

এমি। না, কোন্ উইনসু?

আমি। কয়জন উইনসু তোমার নিকট পরিচিত? আমি তোমার উপ-পতি উইনসুর কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

এমি। আপনারা ভদ্র মহিলাগণকে এরূপ অকথ্য কথা কহেন? আপনারা কিরূপ ভদ্রলোক বলিতে পারি না। আমাদিগের সদৃশ মহিলাগণকে এরূপভাবে অবমাননা-সূচক কথা বলা আপনাদিগের কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে।

আমি। আমরা তোমাদিগকে কোনরূপে অবমাননা করিবার ইচ্ছা করিয়া এখানে আসি নাই। আমরা এখানে আমাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি ও কর্ত্তব্য প্রতিপালন

করিবার নিমিত্ত যে সকল কথা প্রকৃত বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস, তাহাই আমরা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এখন নিতান্ত সরল অন্তঃকরণে ঐ সকল কথার উত্তর প্রদান করিবে কি না, কেবল তাহাই আমরা এখন জানিতে চাই। পরিশেষে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা করিব। তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও তোমরা করিও। এখন বল, উইনস্থ কত দিবস পর্য্যন্ত তোমার ঘরে যাতায়াত করিতেছে?

এমি। আমি উইনস্থকে চিনি না।

আমি। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তোমার ঘরে থাকে, ও তোমার ঘরে আহারাদি করে, তাহার নাম কি?

এমি। আমার ঘরে কেহ থাকে না ও আমার ঘরে কেহ আহারাদি করে না।

আমি। যাহার সহিত তোমরা কল্য বাহির হইয়া গিয়াছিলে, তাহার নাম কি?

এমি। আমরা কল্য কাহার সহিত বাহির হইয়া যাই নাই।

আমি। কল্য তোমরা কেহ বাহিরে গমন কর নাই?

এমি। না।

আমি। সমস্ত রাত্রি দিন বাড়ীতেই ছিলে?

এমি। ছিলাম।

আমি। উঃ, তোমরা কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী!

এমি। মেমেরা কখন মিথ্যা কথা কহে না।

আমি। গাউন পরিলেই যদি মেম হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না। তোমার সদৃশ চোর মিথ্যাবাদী আর কেহ আছে বলিয়া অনুমান হয় না। আচ্ছা, ও সকল কথা যাউক,

তোমার পরিধানে যে সকল অলঙ্কার ছিল, ও যাহা আমরা খুলিয়া এইস্থানে রাখিয়া দিয়াছি, তাহা কাঁহার ?

এমি। উহা আমার গহনা।

আমি। ঐ সকল অলঙ্কার তুমি পাইলে কোথায় ?

এমি। আমার ছিল।

আমি। তোমার ছিল তাহা আমি জানি, কিন্তু তুমি কোথা হইতে উহা পাইলে ?

এমি। আমার নিকট উহা অনেক দিবস পর্য্যন্ত আছে।

আমি। অনেক দিবস, কত দিবস ?

এমি। ৮।১০ বৎসর।

আমি। তাহা হইলে তুমি বলিতে চাহ, এই সকল অলঙ্কার তোমার নিকট গত ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত আছে ?

এমি। হাঁ।

আমি। তুমি কি ভয়ানক স্ত্রীলোক ? ৮।১০ বৎসর হইল এই সকল অলঙ্কার তোমাকে কে দিয়াছিল ?

এমি। আমি আমার পিতা মাতার নিকট হইতে ঐ সকল অলঙ্কার পাইয়াছিলাম।

আমি। তোমার পিতামাতা কোথায় ?

এমি। তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন।

আমি। উভয়েই মরিয়া গিয়াছেন ?

এমি। হাঁ।

আমি। কতদিবস হইল তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন ?

এমি। আমার মাতা মরিয়াছেন ৭ বৎসর হইল, ও আমার পিতা মরিয়াছেন ৫ বৎসর হইল।

আমি। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, অপর কোন ব্যক্তি এই সকল অলঙ্কার চুরি করিয়া আনিয়া তোমাদিগকে দিয়াছে। তোমার কথা শুনিয়া এখন অনুমান হইতেছে, তাহা নহে; তুমি নিজেই এই সকল অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছ ও নিজের প্রাণ বাঁচাইবার মানসে সমস্তই মিথ্যা কথা কহিতেছ। কিন্তু জানিও, তুমি যত কেন মিথ্যা কথা কহ না, কিছুতেই আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারিবে না। প্রকৃত কথা অনেকটা আমরা অবগত হইয়াছি, যাহা জানিতে এখনও বাকী আছে, তাহা তোমাদিগের নিকট হইতেই জানিয়া লইব। জানিও, এখন হইতে আমরা তোমাকে চোর স্থির করিয়া লইলাম ও এখন হইতে চোরগণ আমাদিগের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জানিও সেইরূপ ব্যবহার এখন হইতে তোমার অদৃষ্টে ঘটিতে চলিল।

এই বলিয়া এমিকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, একজন প্রহরীর জিম্মায় তাহাকে অন্য আর এক স্থানে বসাইয়া রাখিলাম। ইহাতেও দেখিলাম, এমি এখন পর্য্যন্ত ভীতা হয় নাই, বা আমাদিগের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে সে এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত নহে।

এমিকে সেই স্থান হইতে বিদায় দিয়া মেরীকে ডাকিলাম। তাহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিবার পরই যেন বুঝিতে পারিলাম, বেলা, লুসি বা এমি যে উপাদানে নির্ম্মিত, এ সে উপাদানে নির্ম্মিত নহে। ইহার উপাদান স্বতন্ত্র। ইহার কথা শুনিয়া অনুমান হইল, এ কোন কথা গোপন করিবে না। যে সকল বিষয় যতদূর মনে আছে,—জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার যথাযথ

উত্তর প্রদান করিবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম মেরী ?"

মেরী। হাঁ, উহাই বলিয়া সকলে আমাকে ডাকিয়া থাকে।

আমি। তুমি এই বাড়ীতে কত দিবস পর্য্যন্ত আছ ?

মেরী। প্রায় দুই বৎসর হইতে।

আমি। তোমার কে আছে।

মেরী। আমার মা আছেন। তিনি এই বাড়ীতে থাকেন না। আমি ও আমার স্বামী এই বাড়ীতে বাস করি।

আমি। তোমার স্বামী কি করেন ?

মেরী। তিনি কোন গভর্ণমেণ্ট আফিসে সামান্য কেরাণী-গিরি কার্য্য করেন।

আমি। তুমি এই ফিরিঙ্গী যুবককে চিন ?

মেরী। চিনি, সে আমাদিগের বাড়ীতে প্রায়ই আসিয়া থাকে।

আমি। এই মুসলমান যুবক ?

মেরী। সেও সর্ব্বদা আসিয়া থাকে।

আমি। এমিকে তুমি কত দিবস হইতে চিন ?

মেরী। যত দিবস আমরা একত্রে বাস করিতেছি।

আমি। তাহার স্বামী আছে ?

মেরী। শুনিয়াছি, আছে।

আমি। তিনি কোথায় ?

মেরী। তাহা আমি অবগত নহি। শুনিয়াছি, আসামে না কোথায় চাকরি করে। তাহাকে কখন দেখি নাই, সে কখন এখানে আসে নাই।

আমি। এমির চলে কি প্রকারে।

মেরী। কেন উহার ভাবনা কি, উহার আজকাল সময় খুব ভাল। যে লোক উহার ঘরে যাতায়াত করিতেছে, সে উহাকে অনেক অর্থাদি দিয়া থাকে।

আমি। কে উহার ঘরে যাতায়াত করিতেছে?

মেরী। উইনস্থ নামক একজন সাহেব। সে চীন দেশীয় লোক শুনিয়াছি।

আমি। উইনস্থ যেমন এমিকে অর্থাদি দিয়া থাকে, সেই রূপ তোমাদিগকেও মধ্যে মধ্যে সাহায্য করে কি?

মেরী। করে বৈ কি! দেখুন না আমাদিগকে সে কেমন এক একখানি গহনা দিয়াছে।

আমি। কোন্ গহনা?

মেরী। যাহা আমাদিগের অঙ্গ হইতে আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি। এই সকল অলঙ্কার তাহা হইলে তোমরা উইনস্থর নিকট হইতে পাইয়াছ?

মেরী। হাঁ।

আমি। তিনি তোমাদিগকে এই সকল অলঙ্কার দিলেন কেন?

মেরী। তিনি আমাদিগের সকলকে একটু ভালবাসেন বলিয়াই বোধ হয়, ঐ সকল অলঙ্কার আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

আমি। তোমাকে তিনি কয়খানি অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন?

মেরী। একখানি।

আমি। বেলাকে?

মেরী। তাহাকেও একখানি দিয়াছেন।

আমি। লুসিকে?

মেরী। তাহাকে বোধ হয় দুইখানি দিয়াছেন।

আমি। এলিকে?

মেরী। তাহাকে কোন অলঙ্কার দিয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; কারণ, সে আমাদিগের সহিত গমন করে নাই।

আমি। এমি তাহার নিকট হইতে কয়খানি অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে?

মেরী। তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তাহাকে কিন্তু অনেকগুলি অলঙ্কার পরিতে দেখিয়াছি; কিন্তু, তাহাকে যে কি কি অলঙ্কার প্রদান করিয়াছে, তাহা আমরা বিশেষরূপ অবগত নহি। কারণ উইনস্থর এখনকার বর্ত্তমান স্ত্রীই-এ এমি। এমির হাতেই উইনস্থর সর্ব্বস্ব ও উইনস্থর হাতেই এমির যাহা কিছু। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে কখন কিরূপ হইয়া থাকে, তাহার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি না ও সেই সকল বিষয় আমাদিগের কোন প্রকার অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য নহে; কারণ, আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহার কারণও এমি। এমি আমাদিগকে একটু ভালবাসে বলিয়াই উইনস্থ আমাদিগকে এক একখানি অলঙ্কার প্রদান করিয়াছে। নতুবা উইনস্থ আমাদিগকে মূল্যবান্ অলঙ্কার সকল প্রদান করিবে কেন? তাহার সহিত আমাদিগের অপর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

আমি। তোমরা উইনস্থর সহিত কোথায় গমন করিয়াছিলে?

মেরী। অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।

আমি। অনেক স্থানে,—কোথায়?

মেরী। আমরা সকলে একখানি গাড়ি করিয়া ভোর পাঁচটার সময় বহির্গত হই। কলিকাতার নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, ও নানা হোটেলে আহারাদি ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া, পরিশেষে হাবড়ায় গমন করি। সেই স্থানে গিয়া আমাদিগের গাড়ি ছাড়িয়া দি, ও রেলের গাড়িতে উঠিয়া চন্দননগরে গমন করি। সেই স্থানের হোটেলে গিয়া আহারাদি করিয়া অপর এক স্থানে গমন করি। সেই স্থানে রাত্রির অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

আমি। তোমরা একসঙ্গে যে যে গিয়াছিলে, সকলেই কি ফিরিয়া আইস?

মেরী। সকলেই ফিরিয়া আসি; কেবলমাত্র উইনস্থ আমাদিগের সহিত আগমন করে নাই। সে সেই স্থানেই থাকিয়া যায়।

আমি। তাহা হইলে তোমরা উইনস্থকে চন্দননগরে ছাড়িয়া আসিয়াছ?

মেরী। হাঁ।

আমি। চন্দননগরের কোন্‌স্থানে তোমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ?

মেরী। একটী মেম সাহেবের বাড়ীতে। যে বাড়ীতে আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলাম, সেই বাড়ীতে।

আমি। তোমরা তাহাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে কেন?

মেরী। তিনি সেই স্থানেই থাকিলেন, আমাদিগের সহিত আসিলেন না বলিয়াই তাঁহাকে সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল।

আমি। তোমরা সকলে যখন তাহার সহিত সেই স্থানে গমন করিলে, তখন তাহাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে কেন?

মেরী। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসার ইচ্ছা আমাদিগের ছিল না; কিন্তু, তিনি যখন কিছুতেই আসিলেন না, তখন আমাদিগকে কাজেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। কারণ, বাড়ী হইতে যাইবার সময় আমরা কাহাকে বলিয়া যাই নাই। আমরা সকলে মিলিয়া কোথায় গিয়াছি, তাহা কেহই অবগত ছিলেন না। এরূপ অবস্থায় একটু গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। ইহা ভাবিয়া আমাদিগকে কাজেই প্রত্যাগমন করিতে হইল। বিশেষ যে সময় আমি গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় আমার স্বামী তাঁহার কর্ম্ম-স্থানে ছিলেন; সুতরাং, তিনি আসিয়া যখন আমাকে বাড়ীতে দেখিতে পাইবেন না, অথচ আমরা কোথায় গিয়াছি তাহাও জানিতে পারিবেন না, তখন তিনি বিশেষরূপ ভাবিত হইতে পারেন; এরূপ অবস্থায় আমাকে ফিরিয়া না আসিলে কোনরূপেই চলিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং, ফিরিয়া আসিবার জন্য আমি অতিশয় জিদ করিলাম। বেলা ও লুসি আমার মতে মত দিয়া আমার সহিত প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমির আসিবার ইচ্ছা ছিল

না, কিন্তু যখন আমাদিগের সকলকেই সে আসিতে প্রস্তুত দেখিল, তখন সেও আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল; কাজে কাজেই আমরা সকলেই সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমি। আসিবার সময় এমি কিছু বলিয়া আসিয়াছিল?

মেরী। আসিয়াছিল।

আমি। সে কি বলিয়া আসিয়াছিল?

মেরী। এমি উইনস্কে এই বলিয়া আসিয়াছিল, "আমরা সকলে একবারে কলিকাতায় গমন করিতেছি। সেই স্থানে আমাদিগের জিনিস পত্র ঠিক করিয়া রাখিয়া কল্য পুনরায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইব। আমার সহিত যদি কেহ উহারা আসে, তাহা হইলে উহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব। নতুবা একাকী আসিয়াই উপস্থিত হইব।"

আমি। কেবল ইহাই বলিয়া আসিয়াছিল?

মেরী। তাহাই আমার মনে হইতেছে।

আমি। কোন্ স্থানে আগমন করিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

মেরী। হাঁ, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

আমি। কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

মেরী। এমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "কল্য যখন আমরা পুনরায় এখানে আগমন করিব, তখন তোমার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

আমি। এই কথার উত্তরে সে কি কহে?

মেরী। এই বলে "যে বাড়ীতে তোমরা আমাকে

রাখিয়া যাইতেছ, দুই দিবস পর্য্যন্ত আমি এই বাড়ীতেই তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিব। দুই দিবসের মধ্যে আসিলেই আমাকে এইস্থানে দেখিতে পাইবে। আর যদি আমাকে এখানে একান্তই দেখিতে না পাও, তাহা হইলে আমি যে স্থানে যাইব, তাহা এই বাড়ীতে বলিয়া যাইব। এইস্থানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে, যে আমি কোথায় আছি; এবং সেইস্থানে গমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

আমি। আচ্ছা তোমাকে আরও দুই চারিটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিবে কি?

মেরী। আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখনই তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিব। আমি মিথ্যা কথা কহিব কেন? মিথ্যা কথা বলিয়া আমার লাভ কি?

আমি। লাভ নাই তাহাই বলিতেছি, বরং প্রকৃত কথা কহিলে লাভ আছে।

মেরী। আমি মিথ্যা কথা কহিব না।

আমি। এমির ঘরে উইনস্যুর যাতায়াত আছে। স্বামী স্ত্রীর ন্যায় তাহারা বাস করিয়া থাকে। তাহাকে না হয় উইনস্যু বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করিতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে সে উহা প্রদান করিল কেন?

মেরী। কেন যে প্রদান করিল, তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু, সে যে আমাদিগকে উহা প্রদান করিয়াছে, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র ভুল নাই।

আমি। কিরূপ অবস্থায় সে ঐ সকল অলঙ্কার তোমা-দিগকে প্রদান করিল?

মেরী। রাত্রি আন্দাজ ২॥৩টার সময় এমি আমাদিগকে ডাকে। আমাদিগের কাহার ঘরে কোনরূপ ভাও মদ্যাদি আসিলে আমরা একাকী প্রায়ই তাহা খাইতাম না। সকলকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া উহা পান করিতাম; ইহা আমাদিগের একরূপ নিয়মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সেই রাত্রিতে উইনসু কয়েক বোতল ভাল ভাল মদ কোথা হইতে আনিয়াছিল। উহা পান করিবার সময় এমি আমাদিগকে ডাকে। এমির কথা শুনিয়া আমরা তাহার ঘরে গমন করিয়া সকলে মিলিয়া সেইস্থানে বসিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করি। ক্রমে আমাদিগের সকলেরই একটু একটু নেসা হয়। সেই সময় দেখিতে পাই, এমির অঙ্গে কয়েক খানি নূতন অলঙ্কার রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা এমিকে জিজ্ঞাসা করি, "তুমি এ সকল অলঙ্কার কোথায় পাইলে?" সে কহে "উইনসু আমাকে দিয়াছে।" উইনসুরও সেই সময় একটু নেসা হইয়াছিল, আমরা এই অবস্থা দেখিয়া উইনসুকে কহি, "এমি তোমার স্ত্রী; সুতরাং, সে তোমার নিকট হইতে নানারূপ অলঙ্কার পাইবার যোগ্যা। কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু হইয়াও কি তোমার নিকট হইতে এক একখানি অল-ঙ্কারের প্রত্যাশা করিতে পারি না?" আমাদিগের কথা শুনিয়া উইনসু প্রথমে কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না। এমিরও সেই সময় অনেকটা নেসা হইয়া আসিয়াছিল। সে আমাদিগের কথা শুনিয়া কহে, "নিশ্চয়ই তোমাদিগের পাওয়া উচিৎ। যখন

আমি পাইয়াছি, তখন তোমরাই বা না পাইবে কেন?" এই বলিয়া সে উইনস্কে কহে, "তোমার নিকট অনেক অলঙ্কার আছে। ইহাদিগকে এক একখানি প্রদান কর না কেন? ইহাদিগকে এক একখানি অলঙ্কার প্রদান করিলেই তোমার সমস্ত অলঙ্কার কিছু ফুরাইয়া যাইবে না।"

আমি। এই কথা শুনিয়া উইনস্ কি কহিল?

মেরী। সে কহিল "তাহা ত সত্য, যখন তুমি কিছু পাইয়াছ, তখন ইহাদিগেরও কিছু পাওয়া উচিৎ।" এই বলিয়া সে তিন চারিখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া আমাদিগকে প্রদান করিল। আমরাও উহা তখনই আমাদিগের অঙ্গে পরিধান করিলাম।

আমি। এ সকল অলঙ্কার কোথা হইতে বাহির করিয়া সে তোমাদিগকে প্রদান করিল?

মেরী। একটী কোরিয়ার ব্যাগ হইতে।

আমি। ঐ ব্যাগটী কত বড়?

মেরী। নিতান্ত ছোট নহে, প্রায় ১ হাত লম্বা হইবে।

আমি। যখন উহার ভিতর হইতে অলঙ্কার বাহির করিয়া তোমাদিগকে প্রদান করিল, সেই সময় সেই ব্যাগের মধ্যে আর অলঙ্কার ছিল কি?

মেরী। আরও অনেক অলঙ্কার ছিল।

আমি। তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ?

মেরী। দেখিয়াছি।

আমি। কিরূপে দেখিলে?

মেরী। উইনস্ তাহার ব্যাগটী খুলিয়া তাহার ভিতর

হইতে কতকগুলি অলঙ্কার বাহির করিয়া বিছানার উপর রাখিয়া দেয়। এমি একটী আলো আনিয়া সেইস্থানে বসে। ঐ আলোর সাহায্যে উইনস্থ ঐ সকল অলঙ্কারের মধ্য হইতে ৩।৪ খানি অলঙ্কার বাহির করিয়া লইয়া আমাদিগকে প্রদান করে। তাহাই আমি উহা দেখিয়াছি।

আমি। তোমাদিগকে অলঙ্কার প্রদান করিবার পর বিছানার উপর যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহা সে কি করে?

মেরী। তাহার সমস্তগুলি উঠাইয়া লইয়া পুনরায় সে সেই ব্যাগের ভিতর রাখিয়া দেয়।

আমি। ব্যাগের চাবি?

মেরী। চাবিও সে তাহার নিকট রাখিয়া দেয়।

আমি। ঐ সকল অলঙ্কার দেখিতে কেমন?

মেরী। দেখিতে সুন্দর। অনেকগুলিতেই হীরা পান্না প্রভৃতি পাথর বসান আছে।

আমি। ঐ সকল অলঙ্কার উইনস্থ কোথায় পাইয়াছে তাহা কিছু বলিতে পার?

মেরী। না, তাহার কিছুই আমরা বলিতে পারি না।

আমি। এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?

মেরী। না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।

আমি। তাহার পর তোমরা কি করিলে?

মেরী। গাড়ি করিয়া তাহার সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিলাম।

আমি। তাহার সহিত গমন করিলে কেন?

মেরী। আমরা যে কেন তাহার সহিত গমন করিয়াছিলাম, তাহার প্রকৃত কথা আপনি কি অবগত হইতে চাহেন?

আমি। প্রকৃত কথা জানিতে চাহি বলিয়াই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

সেই সময় সে আমাদিগকে যাহা কহিয়াছিল, আমরা তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম; কারণ, আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, উহার সহিত সেই সময় থাকিতে পারিলে, কালে অসময়ে হউক, খোসামোদ করিয়া হউক, বা সুযোগ পাইলে অপহরণ করিয়া হউক, আরও দুই একখানি অলঙ্কারের যোগাড় করিতে সমর্থ হইব। কারণ, এরূপ সুযোগ যে আর কখন ঘটিবে, তাহা বোধ হয় না।

আমি। সেরূপ সুযোগ কিছু করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলে কি?

মেরী। পারিয়াছিলাম বৈ কি।

আমি। কিরূপ করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলে?

মেরী। সুযোগমাত্র আমরা দুই একখানি অলঙ্কার অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আমি। সকলেই?

মেরী। সকলেই; আমরা যে যে তাহার সহিত গমন করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই।

আমি। ঐ সকল অলঙ্কার তোমরা কি করিলে?

মেরী। আছে।

আমি। কোথায় আছে?

মেরী। আমাদিগের ঘরে।

আমি। কাহার ঘরে?

মেরী। আমাদিগের প্রত্যেকের ঘরেই আছে, চাহিলে সকলেই বাহির করিয়া দিবে।

আমি। তাহা হইলে ঐ সকল অলঙ্কার রাখিবার নিমিত্ত তোমরা বাড়ীতে আসিয়াছিলে?

মেরী। তাহাও একটী কারণ।

আমি। সেই সকল অলঙ্কার এখন কোথায়?

মেরী। কোন্ অলঙ্কার?

আমি। যে সকল অলঙ্কার ব্যাগের ভিতর ছিল?

মেরী। সেই সকল অলঙ্কার উইলসনের নিকটেই আছে। মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সে সেই ব্যাগ কোনস্থানে রাখিয়া দেয় নাই, বরাবরই নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছে।

আমি। তাহার নিকট অলঙ্কার ব্যতীত কিছু নগদ টাকা আছে?

মেরী। আছে।

আমি। কত টাকা আছে?

মেরী। তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু হোটেল প্রভৃতি স্থানে যখন যে টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই সে উহা বাহির করিয়া দিয়াছে।

আমি। টাকা সে কোথা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে?

মেরী। সেই ব্যাগের ভিতর হইতে।

আমি। তাহা হইলে সেই ব্যাগের ভিতর যেমন অলঙ্কার আছে, সেইরূপ নগদ টাকাও আছে?

মেরী। আছে।

আমি। এখন যদি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাই, তাহা হইলে যে স্থানে উইলসু এখন আছে, তাহা তুমি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিবে?

মেরী। যে বাড়ীতে সে আছে, তাহা আমি চিনিতে পারিব; কিন্তু রাস্তা চিনিয়া সেইস্থানে গমন করিতে পারিব কি না, তাহা এখন বলিতে পারিতেছি না। যে রাস্তা দিয়া রাত্রিকালে গাড়ি করিয়া আসিয়াছি, সেই রাস্তা সহজে যে চিনিয়া উঠিতে পারিব, তাহা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মেরীর কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, যে সে যাহা বলিয়াছে, তাহার একটী কথাও মিথ্যা নহে; সমস্তই প্রকৃত। মেরীর কথা শুনিয়া বেলা, লুসি প্রভৃতি সকলকে পৃথক পৃথক করিয়া পুনরায় ডাকাইলাম। তাহাদিগকে ঐ সকল কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় প্রথমতঃ সকল কথা অস্বীকার করিল; কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগকে অনেক কথা স্বীকার করিতে হইল।

ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগের নিকট অপর যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহার মধ্য হইতে কেহ কেহ সহজেই দুই একখানি বাহির করিয়া দিল, কেহ কেহ বা অলঙ্কারের সমস্ত কথা অস্বীকার করিল। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া উহাদিগের

প্রত্যেকের ঘর আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইল। বলা বাহুল্য, কাহার কাহার ঘর হইতে দুই একখানি অলঙ্কারও বাহির হইল।

এইরূপে ঐ বাড়ীর মধ্যে সেই সময় অনুযায়ী সমস্ত অনুসন্ধান শেষ করিয়া আমরা সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। যে সময় আমরা সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা সেই স্থান হইতে আসিবার সময় বেলা, লুসি, এমি, মেরী প্রভৃতি সকলকেই সঙ্গে করিয়া লইয়া আনিলাম। মেরী, আমাদিগের নিকট সমস্ত কথা পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়াছিল, ও তাহার নিকট যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা সে নিজেই বাহির করিয়া দিয়াছিল; তদ্ব্যতীত, উইনস্কে দেখাইয়া দিতে সে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত, একথা আমাদিগকে বলিয়াছিল; সুতরাং, তাহাকে আসামী-শ্রেণীভুক্ত না করিয়া সাক্ষীরূপেই আমরা সঙ্গে করিয়া আনিলাম। অপরাপর স্ত্রীলোকগণ যাহারা আমাদিগের সহিত নানারূপ অসদ্ব্যবহার করিয়া, আমাদিগের নিকট রাশি রাশি মিথ্যা কথা কহিয়া, আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রবঞ্চনা করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছিল, ও পরিশেষে যাহাদিগের ঘর অনুসন্ধান করিয়া কোন কোন অলঙ্কার বাহির করিতে হইয়াছিল, তাহাদিগকে আমরা কয়েকখানি গাড়ির ভিতর উচিতমত প্রহরী সমভিব্যাহারে আসামীরূপে গ্রহণ করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম ও সকলকে লইয়া একেবারে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই একবার ভাবিলাম। ভাবিলাম, এই রাত্রিকালে চুপ করিয়া থাকিয়া পর দিবস প্রাতঃকাল হইতে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য কি না?

পুনরায় মনে হইল, নিরর্থক যদি রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়, আর উইনস্থ এখন যে স্থানে আছে সেইস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে তাহাকে পাওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলাম, আমরা এই রাত্রিকালেই উইনস্থর অনুসন্ধানে গমন করিলেই বা কিরূপে সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারিব, তাহা বলা যায় না; কারণ, ঐ স্থান ইংরাজ-রাজত্বের বহির্ভূত। ঐ স্থানে একাকী গমন করিয়া কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। উহা ফরাসী রাজত্বের অন্তর্ভূত। ঐ স্থান সম্বন্ধে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে কিরূপ সন্ধি আছে জানি না; কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বের পুলিশ ঐ স্থানে গিয়া কোনরূপ অনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যদি ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন স্থানে কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইংরাজ-শাসনকর্ত্তাকে ফরাসী-শাসনকর্ত্তার নিকট ঐ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হয়। ঐ পত্র পাইবার পর তিনি তাঁহার অধীনস্থ পুলিশ-কর্ম্মচারিগণকে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আদেশ প্রদান করেন। ঐ আদেশ পাইয়া তাঁহারাই অনুসন্ধান বা আসামী ধৃত করিয়া পরিশেষে ইংরাজ-শাসনকর্ত্তাকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন। ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে যদি জানিতে পারা যায়, যে ঐ স্থান হইতে কোন

আসামী প্রভৃতিকে আনিতে হইবে, তাহা হইলে ইংরাজ-রাজত্বের পুলিশ-কর্ম্মচারী পুলিশের পোষাক বিহীন হইয়া সেইস্থানে গমন করিলে তাঁহারা ঐ আসামী প্রভৃতি তাঁহাকে প্রদান করেন। যদি কোন পুলিশ-কর্ম্মচারী না জানিয়া ঐ নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং ঐ স্থানে গমন করিয়া কোন মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ফরাসী-রাজত্বের পুলিশ তাঁহাকে ধৃত করিয়া "তুরুকে" আবদ্ধ করিয়া রাখে।

"তুরুকে আবদ্ধ" বা "তুরুংঠোকার" কথা পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই শুনিয়াছেন; কিন্তু, উহা যে কি, তাহা অনেকেই অবগত নহেন।

দুইখানি কাষ্ঠফলক "তুরুং" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার এক একখানি প্রায় ৯।১০ ফুট লম্বা, ১২ ইঞ্চি চওড়া ও ২ হইতে ৩ ইঞ্চি উচ্চ। ঐ দুইখানি কাষ্ঠ উপর্য্যুপরি চওড়া করিয়া খাড়া করিলে উহার পরিসর প্রায় দুই ফুট হয়। ঐ কাষ্ঠফলকদ্বয়ের দুই প্রান্ত এরূপ ভাবে লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত যে, ঐ দুইখণ্ড তক্তা ঐ রূপে একত্রিত করিলে ঐ লৌহ দ্বারা এরূপে আবদ্ধ করা যায়, যে উহা সহজে কোন প্রকারেই বিভিন্ন করা যায় না। ঐ কাষ্ঠফলকদ্বয় যে পার্শ্বে সংযুক্ত করা যাইতে পারে, তাহাতে এক এক ফুট ব্যবধানে একটী একটী বড় বড় ছিদ্র করা থাকে। ঐ ছিদ্রের পরিমাণ ২।৩ ইঞ্চের কম নহে। ঐ ছিদ্র সম্পূর্ণরূপে একখানি কাষ্ঠফলকে থাকে না। উহার প্রথম অর্দ্ধেক একখানিতে ও অপর অর্দ্ধেক আর এক খানিতে এরূপ ভাবে প্রস্তুত হয়, যে

উভয় ফলক একত্র যোজিত করিলে উহা একটী একটী সম্পূর্ণ ছিদ্র রূপে পরিণত হয়। যে কোন ব্যক্তিকে তুরুকে বদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাকে ধরিয়া ঐ কাষ্ঠফলকের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। একখানি কাষ্ঠ উঠাইয়া ঐ ব্যক্তির পদ যুগল দুইটি ছিদ্রের মধ্যে রাখিয়া উপরের কাষ্ঠখানি তাহার উপরে সংস্থাপিত করা হয়। উহাতে ঐ ছিদ্রের মধ্য হইতে তাহার পদ সে কোনরূপেই আর বাহির করিয়া লইতে পারে না। তাহাকে অনন্যোপায় হইয়া সেইস্থানেই পড়িয়া থাকিতে হয়। যাহার উপর যেরূপ কঠোর দণ্ডের আদেশ হয়, তাহার পদদ্বয় সেইরূপ দূরের ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়; অর্থাৎ কাহার পদদ্বয় ১ ফুট, কাহার ২ ফুট, কাহার ৩ ফুট, কাহার বা ৪ ফুট বা কাহারও অধিক ব্যবধানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। যাহার পদদ্বয় যত দূরবর্ত্তী থাকে, তাহার কষ্ট সেইরূপ অধিকতর হয়। ইহাতে যে কিরূপ কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে সহজে অনুমান করিতে পারিবেন না। আমি নিজে ঐ ভয়ানক কষ্টে পড়িতে পড়িতে কোন গতিকে একবার পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম; কিন্তু, আমার সমভিব্যাহারী একজন পশ্চিম দেশীয় কনেষ্টবলকে প্রায় ৪।৫ দিবস এই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, কোন একটী ফেরারী আসামীর অনুসন্ধান উপলক্ষে আমাকে সহর পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার সহিত কেবলমাত্র একজন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল ছিল। তাহাকে লইয়া ঐ আসামীর অনুসন্ধান করিতে করিতে

ক্রমে আমি হুগলীতে গমন করি। সেইস্থান হইতে সংবাদ পাই, যে, ঐ আসামী চন্দননগরের মধ্যে বড়বাজার নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ স্থানে কিরূপ ভাবে মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা আমি সেই সময় সম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলাম না; সুতরাং, তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়েই একেবারে ঐ বড়বাজার নামক স্থানে গমন করি ও সেইস্থানে আমরা ফেরারী আসামীর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। সেই স্থানের পুলিশ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে আমরা তাঁহাদের এলাকার মধ্যে অনুসন্ধান করার নিমিত্ত আমাদিগের উপর বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হন, ও আমাদিগকে ধৃত করিয়া তুরুকে আবদ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করেন। আমি এই সংবাদ অবগত হইতে পারিয়া সেইস্থানে আর তিলার্দ্ধও দণ্ডায়মান না হইয়া পলায়নের চেষ্টা করি। কিন্তু পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই সেই স্থানের পুলিশ আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আমাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হন। অনন্যোপায় হইয়া আমরা দুইজন দুইদিকে দৌড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করি। আমি কিয়ৎদূর গমন করিবার পরই দেখিতে পাই, সম্মুখে ভাগিরথী। আমি জানিতাম ভাগিরথী ইংরাজ-রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, আর কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া আমি ভাগিরথী গর্ভে প্রবেশ করি ও কিয়ৎদূর সন্তরণ পূর্ব্বক গমন করিবার পর, একখানি ছোট পান্সি ধরিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার জীবন রক্ষা ও তুরুকের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই। যে পান্সীতে আমি আরো-

হণ করিয়াছিলাম, কয়েকজন লোক উহাতে আরোহণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিতেছিলেন। তাঁহারাই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সেই পান্‌সীতে স্থান প্রদান করেন ও আমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সমভিব্যাহারী সেই পশ্চিমদেশীয় কনেষ্টবল যে কোন্‌দিকে গমন করিয়াছিল, ও তাহার ভাগ্যে যে কি ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই আমি সেই সময় অবগত হইতে পারি নাই; কিন্তু, পরে শুনিয়া-ছিলাম, যে, সে সেই স্থানের পুলিশের হস্তে পতিত হইয়া থানায় নীত হইয়াছে ও সেইস্থানে তুরুঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় আছে। আমাদিগের পুলিশ বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, ইংরাজ-শাসনকর্ত্তাকে এক পত্র লেখেন। তিনি ফরাসী শাসনকর্ত্তাকে পত্র লিখিলে সেই কনেষ্টবল পরিশেষে অব্যাহতি পায়। পত্রাদি লিখিতে ও তাহার উত্তর প্রভৃতি আসিতে প্রায় ৫ দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়। এদিকে ঐ কনেষ্টবলকে ৫ দিবস ঐ তুরুঙ্গে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল।

সেই রাত্রিতেই আমাদিগের চন্দননগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য কি না, তাহা ভাবিবার সময় আমার সেই পুরাতন কথা মনে আসিল। ভাবিলাম, এরূপ অবস্থায় ঊর্দ্ধ-তন কর্ম্মচারীকে সবিশেষ বৃত্তান্ত না বলিয়া, বা তাঁহার আদেশ গ্রহণ না করিয়া আমাদিগের সেইস্থানে গমন করা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই সময় আসামী প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর বাসস্থানে গিয়া উপনীত হইলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমরা যে সময় সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় তিনি তাঁহার বাসায় উপস্থিত ছিলেন না। কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে অপেক্ষা করিবার পরই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদিগের নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, ও মেরী প্রভৃতির নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে কি চিন্তা করিলেন, ও পরিশেষে আমাদিগকে এই আদেশ প্রদান করিলেন, "তোমরা যে কয়জন কর্ম্মচারী অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছ, তাহারা সমস্ত ও আরও কয়েকজন কার্য্যক্ষম ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া এখনই সেইস্থানে গমন কর। তোমাদিগের সহিত দুইজন প্রধান কর্ম্মচারীও গমন করিবেন। তাঁহাদিগকে আমি এখনই আদেশ প্রদান করিতেছি। যেরূপ উপায়ে হউক, তোমরা এখনই সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু ফরাসী রাজত্বের ভিতর কোনরূপে প্রবেশ করিও না। আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে আমি তোমাদিগকে এই মাত্র বলিতে পারি, যে ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ইংরাজ-রাজত্বের ভিতর আগমন করিতে না পারিলে, সে অপর কোন স্থানে পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না। আর ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইবার ৪।৫টি ভিন্ন পথ নাই। তোমরা সকলে সেই স্থানে গমন করিয়া ৪।৫ দলে বিভক্ত হইয়া ইংরাজ-রাজত্বের

মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক দেখিবে, উইনস্ কোনরূপেই যেন ফরাসী-রাজত্বের মধ্য হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ না হয়। যদি সে ফরাসী-রাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজ-রাজত্বের মধ্যে আগমন করে, অমনি তাহাকে যেন ধৃত করা হয়। ইত্যবসরে, ইংরাজ-শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যেরূপ বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হয়, তাহা আমি করিতেছি।”

সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আমরা সকলকে সঙ্গে লইয়া সেই সময় হাবড়া ষ্টেসনে গিয়া উপনীত হইলাম। বলা বাহুল্য, দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ও অপর কয়েক জন কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগের সহিত হাবড়া ষ্টেসনে মিলিত হইলেন। আমরা সকলে যে সময় হাবড়া ষ্টেসনে গিয়া উপনীত হইয়াছিলাম, সেই সময় সেই দিবসের আর কোন গাড়িই ছিল না, সমস্তই চলিয়া গিয়াছিল। আমার অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভ পুলিশের প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারী একজন অতি সুচতুর লোক ছিলেন। তিনি ষ্টেসন-মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেখিতে দেখিতে আমাদিগের সকলের চন্দন-নগরে যাওয়ার বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় একখানি মালগাড়ি হাবড়া ষ্টেসন হইতে বর্দ্ধমান অভিমুখে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল। ষ্টেসন মাষ্টারের আদেশক্রমে আমরা সকলেই সেই মালগাড়িতে আরোহণপূর্ব্বক সময়মত চন্দননগরের ষ্টেসনে গিয়া উপনীত হইলাম। প্রধানকর্ম্মচারিদ্বয় চিন্তাপূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারি-গণকে এক এক দিকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সকলে পুলিশের বিনা পোষাকে এক একখানি ঘোড়ার গাড়িতে

আরোহণ করিয়া এক এক দিকে গমন করিলেন। চন্দননগর হইতে বহির্গত হইয়া গুখালির দিকে গমন করিবার পথে একদল গমন করিলেন। কলিকাতা হইতে পদব্রজে গমন করিলে যে রাস্তা দিয়া চন্দননগর প্রবেশ করিতে হয়, সেই স্থানে আর একদল গমন করিলেন। চন্দননগর হইতে বাহিরে বহির্গত হইবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপর যে কয়েকটী রাস্তা আছে, সেই সকল স্থানেও কয়েকজন গমন করিয়া আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি আমাদিগের প্রধান কর্ম্মচারী ও অপর কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত ষ্টেসনের রাস্তায় রহিলাম। এইরূপে চন্দন নগরের তিন দিক আমরা অবরোধ করিলাম সত্য, কিন্তু এক দিক সম্পূর্ণরূপে খোলা রহিল। পাঠকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন, যে ঐ স্থানের একপার্শ্ব দিয়া ভাগিরথী প্রবল বেগে প্রবাহিত, অর্থাৎ ভাগিরথীর পার্শ্বেই ঐ নগরী সংস্থাপিত। কিন্তু ঐ দিকে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার উপায় সেই রাত্রিকালে হইতে পারে না। অথচ উহার যে কোন স্থানে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া যে কোন ব্যক্তি যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে অনায়াসেই গমন করিতে সমর্থ হন। কয়েকখানি নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক ঐ স্থানের সমস্ত নৌকার প্রতি উত্তমরূপে নজর না রাখিতে পারিলে ঐ পথ কোনরূপেই রুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু সে বন্দোবস্ত রাত্রিকালে কোনরূপেই হইতে পারে না; কারণ, নৌকা ভাড়া করিতে হইলে ফরাসী রাজত্বের ভিতর গমন করিতে হয়, ও ফরাসী রাজত্বের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া

নৌকাভাড়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় সেই স্থানের পুলিস সমস্তই জানিতে পারেন, ও আমাদিগের সমস্ত পরামর্শ ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং রাত্রির নিমিত্ত আমাদিগকে ঐ আশা পরিত্যাগ করিতে হইল।

আমরা ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে বসিয়া সমস্ত রাত্রি রাস্তার লোকজনের দিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিলাম যে রজনীতে আমরা সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম, সেই রজনীতে যে কিরূপ ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত আমি বিস্মৃত হই নাই। জীবনে কখন যে তাহা সহজে ভুলিব, তাহাও বোধ করি না। মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত দিবাভাগে যখন আমরা বহির্গত হইয়াছিলাম, সেই সময় আমাদিগের পরিধানে যে সকল কাপড় ছিল, রাত্রি-কালেও সেই পরিচ্ছদ আমাদিগের পরিধানে ছিল। উহা পরি-বর্ত্তন করিবার বা কোনরূপ গরম কাপড় সঙ্গে লইবার সাব-কাশ আমরা প্রাপ্ত হই নাই বলিয়াই সেই রাত্রিতে শীতে আমাদিগকে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কেবলমাত্র আমরাই যে অতিশয় শীত ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা নহে। আমাদিগের সমভিব্যাহারী প্রধান সাহেব-কর্ম্মচারিদ্বয়ের অবস্থা আরও অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদিগকে যে অবস্থায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা কেন আমরাও সহজে বিস্মৃত হইব না। তাহাদিগের পরিধানে কেবল একটী একটী পেণ্টুলেন, ও একটী একটী ছোট কোট ছিল মাত্র। প্রবল কম্পজ্বরের কম্পের সময় রোগী যেরূপ কাঁপিতে থাকেন, সাহেবগণের অবস্থাও ঠিক

সেইরূপ হইল। সেই প্রবল কম্প তাঁহারা কিছুক্ষণ সহ্য করিয়া আর কোনরূপেই তাহা সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মের উপর গমন করিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। সেই সুদীর্ঘ প্লাটফর্ম্মের উপর কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত এদিক ওদিক করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাঁহাদিগের সেই কম্প দূরীভূত হইল। তখন তাঁহারা পুন-রায় এক স্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বসি-বার পরই পুনরায় কম্প আরম্ভ হইল, পুনরায় উঠিলেন, পুনরায় দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, পুনরায় আসিয়া বসিলেন। এইরূপে সেই প্লাটফর্ম্মের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহারা কোন গতিকে সেই রাত্রি সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন।

যে প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারী আমার সহিত ছিলেন, তিনি অতিশয় সুচতুর লোক এ কথা আমি পূর্ব্বেই পাঠক-গণকে বলিয়াছি। ভোর হইবামাত্র তিনি আমাকে এক খানি গাড়ি আনাইতে কহিলেন। ষ্টেসনের নিকট গাড়ির প্রায়ই অভাব থাকে না। সেইস্থান হইতে আমি একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি আনাইয়া লইলাম। গাড়ি আসিলে তিনি সেই গাড়িতে আরোহণ করিলেন, আমাকেও তাঁহার সহিত সেই গাড়িতে উঠিতে কহিলেন। আমিও তাহাতে উঠিলাম। গাড়িতে উঠিয়াই তিনি চালককে কহিলেন "বড় সাহেবের কুঠিতে চল।"

সাহেবের কথা শুনিয়া চালক কহিল, "কোন্ বড় সাহেব? লাট সাহেব?"

উত্তরে সাহেব কহিলেন—হাঁ।

শকটচালক আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর গমন করিবার পর ভাগিরথীর সন্নিকটে একটী বাড়ীর সম্মুখে আমাদিগের গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইল, ও কহিল "এই লাউ সাহেবের বাড়ী।"

সাহেব গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলাম। বাড়ীর সম্মুখে একজন বন্দুক হস্তে বসিয়া বসিয়া পাহারা দিতেছিল। তাহার নিকট সাহেব গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব বাড়ীতে আছেন?" উত্তরে সে কহিল "আছেন, আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া সেই প্রহরী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। আমরা সেই স্থান হইতেই দেখিতে পাইলাম, গৃহ-কার্য্যে একটি মেমসাহেব নিযুক্ত আছেন। সে তাঁহার নিকট গিয়া কি কহিল। তিনি একবার আমাদিগের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিলেন। পরিশেষে আমরা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, ঐ মেমসাহেবই লাউ-পত্নী।

মেম সাহেব উপরে উঠিবার অতি অল্পক্ষণ পরেই একটী সাহেব উপর হইতে নামিলেন, ও আমাদিগের নিকট সেই দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সাহেবকে যাহা কহিলেন, তাহার এক বর্ণও সাহেব বা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন ও নীচের একটী কামরায় আমাদিগকে বসিতে দিয়া, সেই প্রহরীকে ডাকিলেন ও তাহাকে কি কহিলেন। সে তাঁহার কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া গেল। কিয়ৎ-

ক্ষণ পরে সেই প্রহরী একজন বাঙ্গালীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি ফরাসী ভাষা জানিতেন। ইনি আসিয়া আমার সাহেবকে ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, এবং প্রয়োজনই বা কি ?"

তাঁহার কথার উত্তরে আমাদিগের সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ ;—"আমরা কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মচারী। কলিকাতার মহামেলায় একটী ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। একজন চীনা ঐ চুরি করিয়া অপহৃত দ্রব্যাদির সহিত এই স্থানে পলাইয়া আসিয়াছে। যাহারা তাহাকে এই স্থানে দেখিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আপনাদিগের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন ; সুতরাং, ইংরাজ-শাসনকর্ত্তার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিবেন। কিন্তু যে সময় ঐ পত্র আসিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইবে, সেই সময় পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি এখানে থাকিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। যদি এই স্থান হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহাকে সহজে যে আর পাওয়া যাইবে, তাহা বোধ হয় না। এই নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি ; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার পুলিসকে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পলায়ন করিবার আর কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না। এ বিষয়ে আমাদিগের অনুসন্ধান করিবার

প্রয়োজন নাই, বা সেই আদেশ আমরা প্রার্থনাও করি না। আমাদিগের নিবেদন এই যে, আপনার পুলিস ইহার অনুসন্ধান বা তাহাকে ধৃত ও অপহৃত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার করুন। তবে আমাদিগকে যেরূপ ভাবে সাহায্য করিতে কহিবেন; আমরা সেইরূপ ভাবেই সাহায্য করিব। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া যদি আসামীকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনারা তাহাকে এই স্থানেই রাখিয়া দিবেন, ও পরিশেষে আমাদিগের শাসন-কর্ত্তার পত্র পাইলে আপনাদিগের যেরূপ ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। এই সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত আমরা আপনার বহুমূল্য সময় কোনরূপেই নষ্ট করিতে আসিতাম না; কিন্তু অপহৃত দ্রব্যের সহিত ঐ আসামীর এই স্থান হইতে পলায়ন করিবার সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

শাসনকর্ত্তা সাহেবকে নিতান্ত ভদ্রলোক বলিয়া অনুমান হইল। আমাদিগের সাহেব যাহা যাহা কহিলেন, তাহার সমস্ত কথা সেই দ্বিভাষী বাঙ্গালী বাবু তাঁহাকে ফরাসী ভাষায় উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি ঐ সমস্ত কথাগুলি স্থিরভাবে শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিজের ভাষায় সেই বাবুকে অনেকগুলি কথা কহিলেন। ঐ বাবু পরিশেষে উহা ইংরাজীতে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ:—

তিনি আমার সাহেবের কথার উত্তরে কহিলেন, "আপনারা যখন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমার কর্ত্তব্য আপনাদিগকে সাহায্য করা; কিন্তু, সেই সাহায্য

করিতে হইলে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ও ফরাসী-গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত আছে, তাহার অন্যথাচরণ করা হয়; কিন্তু যখন আপনি বলিতেছেন, যে আপনাদিগের শাসনকর্ত্তা এ বিষয়ে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন ও সেই পত্র শীঘ্রই পাই-বার সম্ভাবনা আছে, তখন আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া যাহাতে আপনাদিগের কার্য্যের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনারা এখানে কোনরূপ অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। আমার পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী অর্থাৎ সহর-কোতয়ালের হস্তে আমি অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করিতেছি। যাহা করিতে হয়, তাহা তিনি নিজেই করিবেন। আপনারা তাঁহারই সহিত উপস্থিত থাকিয়া কেবল তাঁহাকে সাহায্য করিবেন মাত্র। আসামী, কি অপহৃত দ্রব্য যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে আপনারা এখন লইয়া যাইতে পারিবেন না। যে পর্য্যন্ত আপনাদিগের শাসনকর্ত্তার পত্র এখানে না আসিবে, সেই পর্য্যন্ত আসামী বা মাল আমাদিগের নিকটেই থাকিবে; পত্র পাইলে উহা আপনাদিগের প্রাপ্য হইবে। তখন আপ-নারা অনায়াসেই উহা লইয়া যাইবেন।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট যে বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে কি কহিলেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া তিনি আমাদিগকে কহিলেন "চলুন, আমি আপনা-দিগকে সঙ্গে লইয়া সহর-কোতয়াল সাহেবের নিকট যাইতেছি, ও তাঁহাকে শাসনকর্ত্তার আদেশ বলিয়া দিয়া এই

মোকদ্দমার যাহাতে ভালরূপ অনুসন্ধান হয়, তাহা করিতে বলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আমাদিগের গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও কোচম্যানকে কহিলেন "কোতয়াল সাহেবের বাড়ীতে চল।" কোচম্যান সেই স্থানেরই; সুতরাং, সে কোতয়াল সাহেবের বাড়ী চিনিত। কাজেই সে আর কোন কথা না বলিয়া তাহার গাড়ি চালাইতে লাগিল। কিছুদূর গমন করিয়া একটী সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর আসিয়া তাহার গাড়ি থামাইল। সেই বাবুটী গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলাম। সেই অপ্রশস্ত গলির মধ্য দিয়া সামান্য দূর গমন করিবার পরই তিনি একখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র একতালা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়িলাম না। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটী কৃষ্ণবর্ণ মেম সাহেব ঐ বাড়ীর মধ্যে একস্থানে উপবেশন করিয়া কতকগুলি অপরিষ্কার কাপড় সাবান দিয়া পরিষ্কার করিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি সেই সমস্ত কাপড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের সমভিব্যাহারী সেই বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও হিন্দুস্থানীতে কহিলেন "বাবু! এইরূপ অসময়ে আসিবার কারণ?" উত্তরে বাবু কহিলেন "তোমার স্বামীর নিকট বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া শাসনকর্ত্তা সাহেব আমাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।—তিনি কোথায়, তাঁহাকে ডাকিয়া দেও।" মেম সাহেব কহিলেন "তিনি অনেকক্ষণ হইল বাজারে গিয়াছেন, এখনই আসিয়া এখানে উপস্থিত হইবেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।"

এই বলিয়া একখানি চেয়ার ও দুই তিনখানি টুল তিনি বাহির করিয়া দিলেন। আমরা তাহাতে উপবেশন করিলাম। মেম সাহেব সেই সাবকাশে তাঁহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিহিত অপরিষ্কার কাপড় পরিত্যাগ করিয়া একটী পরিষ্কার গাউন পরিধান পূর্ব্বক পুনরায় আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মেম সাহেব আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতেই কোতয়াল সাহেব কতকগুলি তরি তরকারী হস্তে লইয়া আগমন করিলেন ও সেই সমস্ত দ্রব্য এক স্থানে রাখিয়া দিয়া আমাদিগের নিকট আসিলেন ও হিন্দিতে কহিলেন, "কি বাবু! এ সময় কি মনে করিয়া?"

কোতয়াল সাহেব একজন কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গী। বয়স অনুমান ৫০ বৎসরের কম নহে। দেখিতে কৃশ ও লম্বা। তাঁহার কথা শুনিয়া বাবু শাসনকর্ত্তার আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। আদেশ পাইয়া তিনি আমার সাহেবকে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সাহেব তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রথম হইতে কহিলেন। তখন তিনি কহিলেন, "যে স্ত্রীলোকগণ তাহাকে চিনিবে, তাহারা কোথায়?" তাঁহার কথা শুনিয়া আমাদিগের সাহেব বেলা, লুসি প্রভৃতি যে স্ত্রীলোকগণকে আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহাদিগকে সেই স্থানে আনিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন। আমি সেই গাড়িতে উঠিয়া তাহাদিগকে আনিবার নিমিত্ত গমন করিলাম। স্ত্রীলোকগণ যে যে স্থানে ছিল, আমিও সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে

লইয়া পুনরায় কোতয়াল সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, আমাদিগের যে সকল কর্ম্মচারী ইহা জানিতে পারিলেন, তাঁহারাও আমাদিগের সহিত সেইস্থানে আসিলেন।

আমরা সকলে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঐ স্ত্রীলোকগণকে কোতয়াল সাহেব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথার উত্তরে তাহারা যাহা কহিল, তাহাতে অনুমান হইল, যে স্ত্রীলোকের বাড়ীতে উইনস্লুকে তাহারা ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

সেইস্থানে আর কালবিলম্ব না করিয়া এখন অনুসন্ধানে গমন করাই স্থির, ইহা সাব্যস্ত করিয়া আমাদিগের সকলকে কোতয়াল সাহেব গাড়িতে উঠিতে কহিলেন। আমরা সকলেই সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আমাদিগের সমভিব্যাহারে যে সকল গাড়ি ছিল, তাহাতে আরোহণ করিলাম। যে দুইটি স্ত্রীলোক আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল, বা যাহারা ঐ স্থান দেখাইয়া দিতে পারিবে বলিয়াছিল, তাহাদিগকে এক গাড়িতে উঠাইয়া দিলাম। উহার মধ্যে আরও দুই জনের স্থান রহিল, অর্থাৎ আমাদিগের সাহেব ও কোতয়াল সাহেব ঐ গাড়িতে আরোহণ করিবেন, ইহাই আমরা স্থির করিয়াছিলাম। আমরা সকলে গাড়িতে উপবেশন করিবার ২।৩ মিনিট পরেই আমাদিগের সাহেব ও কোতয়াল সাহেব সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত আমরা যে গাড়ি রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিলে আমাদিগের সাহেব প্রথমেই উহাতে আরোহণ

করিলেন। সেই সময় সেই বাবু কোথা হইতে আসিয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গাড়ি পূর্ণ হইয়া গেল; সুতরাং, কোতয়াল সাহেবের আর স্থান হইল না দেখিয়া তিনি একবার এদিক ওদিক দেখিয়া আস্তে আস্তে সেই গাড়ির কোচবাক্সের উপর উঠিয়া উপবেশন করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া আমরা কয়েক-জন একখানি গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে সেই গাড়িতে উঠিতে কহিলাম; কিন্তু তিনি কোন গতিকেই সেই কোচবাক্স হইতে অবতরণ করিলেন না। সুতরাং আমরাও অনন্যোপায় হইয়া আপন গাড়িতে পুনরায় আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। কোতয়াল সাহেব যে গাড়িতে ছিলেন, সেই গাড়ি অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর ঐ গাড়ি গিয়া এক স্থানে উপনীত হইল। বুঝিলাম, উহা তাঁহাদিগের একটী থানা বা ফাঁড়ি। উহার দরজায় একব্যক্তি বসিয়াছিল। কোতয়াল সাহেব তাহাকে কহিলেন "ব্রিগেদিয়রেকে ডাকিয়া দেও।" এই কথা শুনিয়া সে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে একটি বাঙ্গালী যুবক সেই গাড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোতয়াল সাহেব তাঁহাকে তাঁহার সহিত আসিতে কহিলেন। তিনি দ্রুতগতি পুনরায় তাঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী কোট ও একটী টুপি হস্তে লইয়া আমাদিগের গাড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদিগের গাড়ির ভিতরই একরূপ বসাইয়া লইলাম। বুঝিতে পারিলাম, ইনি সেই থানা বা ফাঁড়ির প্রধান পুলিস-কর্ম্মচারী।

কোতয়াল সাহেবের আদেশ মত ঐ গাড়ি পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। অনেক গলি প্রভৃতির মধ্য দিয়া পরিশেষে ঐ সকল গাড়ি এক স্থানে গিয়া উপনীত হইল। সেইস্থানে কোতয়াল সাহেব অবতরণ করিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলাম। স্ত্রীলোকগণকে গাড়ি হইতে নামাইয়া তিনি কহিলেন "দেখ দেখি যেস্থানে তোমরা সেই চীনা সাহেবকে ছাড়িয়া গিয়াছিলে, তাহা এইস্থান কি না?" স্ত্রীলোকগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এদিক ওদিক করিয়া দেখিল, ও পরিশেষে একটী গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া সম্মুখের একটী বাড়ী দেখাইয়া দিয়া কহিল "বোধ হইতেছে ঐ বাড়ীতে আমরা তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম।"

তাহাদিগের কথা শুনিয়া কোতয়াল সাহেব কহিলেন "হইতে পারে, ঐ বাড়ীতে কয়েকজন ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগের চরিত্রও ভাল নহে।" এই বলিয়া তিনি ঐ বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। আমাদিগের সাহেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আমরা কিন্তু সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম না। ঐ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িলাম। আমাদিগকে সেইস্থানে দেখিয়া পাড়ার অনেকেই সেইস্থানে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। কেহবা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কে, ও কেনইবা এখানে আসিয়াছি। কেহবা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কাহার অনুসন্ধান করিতেছি। এইরূপে অনেকে অনেক কথা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমরা কাহার কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলাম, কাহার কথার কোনরূপ

উত্তর প্রদান করিলাম না। সেই সময় কয়েকজন স্ত্রীলোক একস্থানে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক আমাদিগকে দেখিয়া কহিল, "আপনারা যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, সে এখানে নাই, এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি কহিলাম "আমরা কাহার অনু-সন্ধান করিতেছি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

উত্তরে সে কহিল "তাহা কি আর কাহার জানিতে বাকী আছে। কাল যখন আমরা তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তখনই আমাদিগের সন্দেহ হইয়াছিল। আপনারা একজন সাহেবের অনুসন্ধান করিতেছেন।"

আমি। সে এখানে নাই?

স্ত্রীলোক। এখান হইতে কাল রাত্রিতেই চলিয়া গিয়াছে।

আমি। সে কোথায় গিয়াছে তাহা বলিতে পার?

স্ত্রীলোক। না, তাহা আমি জানি না। ঐ স্ত্রীলোকের সহিত যখন আমাদিগের কথা হইতেছিল, তখন সেইস্থানে একটী বালক দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, সেই সাহেবকে চৌরাস্তার চণ্ডুর আড্ডার বারাণ্ডায় এখনই আমি দেখিয়া আসিতেছি। ঐ বালকের এই কথা শুনিয়া আমি ঐ বাড়ীর মধ্যে সাহেবদিগের নিকট গমন করিলাম। তাঁহাদিগের নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম, যে ঐ বাড়ীর স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেহই স্বীকার করে নাই, যে সেই সাহেব তাহাদিগের বাড়ীতে আসিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া আমি আর কাল-বিলম্ব করিলাম না। সেই স্ত্রীলোক ও বালকের নিকট হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাদিগকে কহিলাম। আমার

কথা শুনিয়া তাঁহারাও আমার সহিত বাহির হইয়া আসিলেন। কোতয়াল সাহেব ঐ স্ত্রীলোককে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই একখানি গাড়িতে গিয়া উপবেশন করিলেন। আমাদিগের সাহেব কতকগুলি কর্ম্মচারীকে সেইস্থানে থাকিতে আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। কোন কোন কর্ম্মচারী সেইস্থানে বসিলেন; আমরা কয়েকজন তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর একখানি গাড়িতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর গমন করিবার পরই সাহেবের গাড়ি একটী চৌরাস্তার মোড়ের উপর স্থাপিত একটি দোতালা বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। সাহেবদ্বয় গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা উপরে না উঠিয়া ঐ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে যেস্থানে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার নিকটে একটী জঙ্গল ছিল। বোধ হইল, উপর হইতে কি যেন ঐ জঙ্গলের মধ্যে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া আমি সেই জঙ্গলের মধ্যে গমন করিলাম। দেখিলাম উহার মধ্যে একটী কোরিয়ার ব্যাগ পড়িয়া রহিয়াছে; উহা বন্ধ। আমি কোরিয়ার ব্যাগটী উঠাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে সেই বাড়ীর উপর উঠিলাম। দেখিলাম, সাহেবগণ আসামীকে পাইয়াছেন; কিন্তু অপহৃত দ্রব্যের কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। সেই ঘরের মধ্য হইতে কেবলমাত্র অর্দ্ধমণ আফিঙ বাহির হইয়াছিল।

আমি উপরে গিয়া ঐ কোরিয়ার ব্যাগ আমাদিগের সাহেবের হস্তে প্রদান করিলাম ও যেরূপে উহা পাওয়া গিয়াছে;

তাহাও তাঁহাকে কহিলাম। তিনি উহা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, যে সকল বহুমূল্য অলঙ্কার মহামেলা হইতে অপহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রায় সমস্তই উহার ভিতর রহিয়াছে। এই স্থানেই আমাদিগের অনুসন্ধানের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। কোতয়াল মাল, আসামী, আফিঙ ও যাহার চণ্ডুর দোকান তাহাকে, ও যে সকল স্ত্রীলোকের বাড়ীতে সে পূর্ব্বে গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমাদিগকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এই ঘটনার প্রায় ১৫ দিবস পরে শাসনকর্ত্তার আদেশ অনুসারে আমরা মাল ও আসামীকে কলিকাতায় আনিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

উইনসুকে আনিতে গিয়া যখন আমরা তাহাকে প্রথমে দেখিতে পাই, তখন তাহাকে হঠাৎ চিনিয়া উঠিতে পারি না। ধৃত হইবার সময় তাহার যেরূপ চেহারা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, বর্ণ মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তুরুঙে আবদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে আমাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত কাতরোক্তিতে ক্রন্দন করিতে থাকে ও আমাদিগকে কহে, "প্রথমে আমাকে কিছু আহার দেও, অনাহারে প্রাণ যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় আমাকে যদি আর ২।৪ দিবস থাকিতে হইত, তাহা হইলে আমার জীবন এই স্থানেই শেষ হইত।"

উইনসুর কথা শুনিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃতই দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। সেই দিবসই আমরা তাহাকে সেই তুরুঙ হইতে বাহির করি ও ষ্টেশনে আনিয়া তাহাকে উত্তমরূপে আহার করাইয়া, পরিশেষে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসি।

কলিকাতার বিচারালয়ে এই মোকদ্দমার বিচার হয়। ফরিয়াদী অপহৃত দ্রব্য সেনাক্ত করিতে প্রথমতঃ যে সকল গোলযোগের কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন, বিচারালয়ে তাহার কিছুই করিতে হয় না। উইনসু মুক্তকণ্ঠে আপনার সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া লয়; সুতরাং, বিচারকও তাহার উপর দয়া প্রকাশ করিয়া আর তাহাকে বিচারার্থ সেসন আদালতে প্রেরণ করেন না, নিজেই তাহার উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন।

বেলা, লুসি প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণ মেম সাহেব বলিয়া পরিচিত; সুতরাং, তাহারা আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিলেও পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী তাহাদিগকে আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইতে অব্যাহতি দিয়া সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, এই মোকদ্দমায় তাহাদিগের সকলকে সাক্ষ্য পর্য্যন্তও প্রদান করিতে হয় নাই। *

সম্পূর্ণ।

---

* ফাল্গুন মাসের সংখ্যা,

"লাসের অন্তর্দ্ধান।"

(অর্থাৎ পুলিস-প্রহরীর মধ্য হইতে মৃতদেহের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের অদ্ভুত রহস্য!)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES NO.107. দারোগার দপ্তর ১০৭ সংখ্যা।

লাসের অন্তর্দ্ধান।

(অর্থাৎ পুলিস প্রহরীর পাহারা হইতে মৃতদেহের
হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের অদ্ভুত রহস্য !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবম বর্ষ।] সন ১৩০৭ সাল। [ফাল্গুন।

লাসের অন্তর্দ্ধান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী ১৮৭৯ সালের একদিবস প্রত্যূষে একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। ঐ সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপঃ—"এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে কতই যে নূতন নূতন ধরণের কাণ্ড কারখানা আমাদিগকে প্রচারিত করিতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দিন দিন বিজ্ঞানের যেমন উন্নতি হইতেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় যেমন দেশ ছাইয়া পড়িতেছে, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকলের হৃদয়ে সভ্যতার অভিমান প্রবেশ করিতেছে, সেইরূপ নানা প্রকার নূতন নূতন দুক্রিয়া সকল আবির্ভূত হইয়া, দুক্রিয়াকারীগণের হৃদয়ে উহা প্রবেশ করতঃ নানা-স্থানে নানারূপ ভাব ধারণ করিতেছে। এইরূপে কত দুষ্কর্ম্ম কতরূপে আবির্ভূত হইয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করি-তেছে, তাহা বর্ণন করাও আজকাল একরূপ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে দেখিতে পাইতাম, কোন ব্যক্তি কোনরূপ

অপরাধ করিয়া ধৃত হইলে আর তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিত না। একজন অপরাধ করিলে অপর পাঁচজন একত্র হইয়া যাহাতে সেই অপরাধী ধৃত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, তাহার নিমিত্ত সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিত। এমন কি, পুত্র কোনরূপ অপরাধ করিলে পিতা তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত কোনরূপ মিথ্যা কথা কহিতেন না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন সেই সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ লোকই প্রায় দুষ্ক্রিয়া-কারী হইয়া উঠিতেছে। চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। খুনের কথা ত আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল মোকদ্দমার অধিকাংশেরই কিনারা হয় না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি আজকাল কোনরূপ অপরাধ করিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হয়, তাহারা প্রায়ই পুলিস ও বিচারকের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে যাহাতে পারা যায়, এরূপ কোন না কোন উপায় অগ্রে বাহির করিয়া, পরিশেষে তাহাদিগের অভীপ্সিত কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করে। তদ্ব্যতীত, কোন ব্যক্তিই প্রায় কাহাকেও পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এই সকল কারণেই আজকাল মোকদ্দমার প্রায়ই কিনারা হয় না; যদি কোন মোকদ্দমার কিনারাও হয়, বা অপরাধকারী ব্যক্তিগণ ধৃতও হয়, তাহা হইলেও অধিকাংশ মোকদ্দমার বিচার-ফল প্রায় শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। যেরূপ প্রকৃতির বিচারকগণের হস্তে আজকাল বিচার-ভার অর্পিত রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। পূর্ব্বে উচ্চবংশসম্ভূত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-

গণের মধ্য হইতে বিচারক নির্ব্বাচিত হইতেন। আজকাল বংশ-মর্য্যাদার দিকে কেহই প্রায় দৃষ্টি করেন না। দৃষ্টি পরীক্ষা-ফলের দিকে; সুতরাং, তিনি যে কোন বংশসম্ভূত হউন না কেন, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিলেই তিনি বিচারাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হইবেন। এই সকল বিচারকদিগের মধ্যে একটী অতিশয় প্রবল দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দোষের নিমিত্তই বিচার-ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। কোন বিচারক বিচারাসনে উপবেশন করিবামাত্র তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়, প্রবল ক্রোধ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। তিনি নিজের হিতাহিত জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া উকীল, মোক্তার, আসামী, সাক্ষী, পুলিস প্রভৃতির সহিত এরূপ অবমাননাসূচক কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন, যে কেহই অপমানের ভয়ে তাঁহার সম্মুখে যাইতে চাহে না। যদি কেহ কর্ত্তব্যকর্ম্মের বশীভূত হইয়া তাঁহার সম্মুখে গমন করেন, তিনিও সহজে কোন কথা কহিতে চাহেন না; কারণ, কোন কথা বলিলেই হাকিম-প্রবরের বিকৃত মুখের ভাব দেখিয়া তিনি নিজের মান লইয়া সেইস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া পড়েন। তিনি হাকিম; সুতরাং, তাঁহার বিশ্বাস যে কাহার কথা তাঁহার শুনিবার প্রয়োজন নাই; তিনি নিজেই সমস্ত অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন; সুতরাং, বিচারে যেরূপ সুফল ফলিয়া থাকে, তাহা সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আর এক শ্রেণীর বিচারক আজকাল কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা বিচারক কি পুলিস-কর্ম্মচারী, তাহা স্থির

করিয়া লওয়া অসম্ভব; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, পুলিস-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে যাহা কহিয়া থাকেন, তিনি তাহাই বেদ-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন ও সেইরূপ কথার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর হাকিম ঠিক ইহার বিপরীত। ভাল হউক মন্দ হউক, ন্যায় হউক অন্যায় হউক, তিনি কোন কথা শুনিবেন না। সকল কার্য্যেই পুলিসের দোষ ধরিবেন, পুলি-সের প্রেরিত মোকদ্দমা মাত্রেতেই তিনি পুলিসের উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। সুতরাং, পুলিসও সেই সকল বিচা-রকের নিকট কোন মোকদ্দমাই প্রেরণ করিতে চাহেন না। কোন মোকদ্দমার কিনারা হইলে পাছে ঐ সকল বিচারকের সম্মুখে গমন করিতে হয়, এই ভাবিয়া তাঁহারা প্রায় কোন মোক-দ্দমার কিনারা করিতে চেষ্টিত হন না।

সমস্ত বিচারকই যে এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহা নহে। ইহারা ব্যতীত,অপর এক শ্রেণীর বিচারক আছেন। তাঁহারা ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, উকীল, মোক্তার, পুলিস প্রভৃতি সকলের নিকট সমস্ত অবস্থা উত্তমরূপে শ্রবণ করিয়া বিচার করিয়া থাকেন। বিচারও প্রকৃত রূপ হইয়া থাকে। অবিচার প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর বিচারকগণের নিমিত্তই "সুবিচার" এই কথাটী এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহা-দিগের নিমিত্তই ইংরাজ-আইনের মাহাত্ম্য এখনও বর্ত্তমান আছে। সুবিচার হইবে বলিয়া পুলিস-কর্ম্মচারিগণ এখনও তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মোকদ্দমার কিনারা করিতে বিশেষরূপে চেষ্টিত হইয়া থাকেন।

যে মোকদ্দমার কথা অদ্য এইস্থানে বিবৃত হইতে চলিল, ঐ মোকদ্দমার কিনারা হইলে উহা কোন্ শ্রেণীর বিচারকের হস্তে বিচারার্থ অর্পিত হইবে, তাহা আমরা জানি না বলিয়াই, পুলিস কতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ মোকদ্দমার কিনারা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি না। আপাততঃ, যাহা আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এইস্থানে বর্ণিত হইল।

সহরতলীর কোন এক প্রশস্ত রাজবর্ত্মের উপর গত কল্য সন্ধ্যার পর একটী মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংবাদ ক্রমে থানায় গিয়া উপনীত হয়। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই সংবাদ অবগত হইয়া যেস্থানে মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, সেইস্থানে আসিয়া উপনীত হন। দেখিতে পান, একখানি নূতন খাটিয়ার উপর ঐ মৃতদেহটী স্থাপিত রহিয়াছে, ও খাট সমেত উহা রাজ-বর্ত্মের উপর রক্ষিত আছে। একখানি নূতন বস্ত্র দ্বারা ঐ মৃতদেহ আপাদমস্তক আবৃত রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রথমেই মনে করেন, কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক রোগে মরিয়া গিয়াছে; তাহার আত্মীয় স্বজন তাহার সৎকারকার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত ঐ খাটে করিয়া উহা লইয়া যাইতে-ছিল; কোন কারণে ঐস্থানে উহা রাখিয়া দিয়া কোন কার্য্যের নিমিত্ত কোন স্থানে গমন করিয়াছে, এখনই আসিয়া তাহারা উহা লইয়া যাইবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই কর্ম্ম-চারী সেইস্থানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, যে, কোন ব্যক্তি ঐ মৃতদেহ গ্রহণ করিবার

মানসে আর সেইস্থানে আগমন করিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি একজন লোককে ডাকাইলেন, ও তাহার দ্বারা, ঐ মৃতদেহ যে বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাহা স্থানান্তরিত করিলেন। ঐ বস্ত্র স্থানান্তরিত হইলে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। মনে মনে যাহা ভাবিয়াছিলেন, হৃদয় হইতে তখন তাহা অন্তর্হৃত হইল। দেখিলেন, উহার মস্তক একখানি বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ বস্ত্রখানি এরূপ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে যে, উহা যে শ্বেতবর্ণের বস্ত্র ছিল, তাহা সহজে কাহার অনুমান করিবার উপায় নাই। কর্ম্মচারী ঐ বস্ত্রখানি আস্তে আস্তে তাহার মস্তক হইতে খুলাইলেন। দেখিলেন, মস্তকে এরূপ আঘাত লাগিয়াছে যে, উহা একেবারে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। মস্তক হইতে মস্তিষ্ক সকল বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ মৃত ব্যক্তিকে দেখিলে অনুমান হয়, ঐ ব্যক্তি পশ্চিমদেশবাসী নীচবংশসম্ভূত জনৈক হিন্দু। বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ বৎসর হইবে।

মৃতদেহের এই অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মচারী বিশেষরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা স্বাভাবিক মৃত্যু নহে, হত্যা; তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা তিনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মৃতদেহের উপর জনৈক প্রহরীকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, ও পরিশেষে যেস্থানে ঐ মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী পাড়ার ভিতর গমন করিয়া সময়োচিত অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। পাড়ার লোকজনকে সংগ্রহ করিয়া তাহা-

দিগকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন, এরূপ সময়ে এক ব্যক্তি দৌড়িতে দৌড়িতে তাহার নিকট আগমন করিল ও কহিল "মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। যে মৃতদেহ আপনি রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই মৃতদেহই পাওয়া যাইতেছে না, চারিপায়া সমেত সেই মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে।" এই সংবাদ শুনিবামাত্র কর্ম্মচারী দ্রুতপদে সেইস্থানে আগমন করিলেন। দেখিলেন, বাস্তবিকই সেই মৃতদেহ চারিপায়ার সহিত সেইস্থানে নাই। যে প্রহরীকে সেইস্থানে পাহারায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মচারী কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তিনি যে মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এখন সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া অন্তর্হিত লাসের অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাঁহাকে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। এই সংবাদ তখনই তিনি তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণকে প্রেরণ করিলেন। প্রধান প্রধান পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ এখন একত্র মিলিত হইয়া এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারিগণও স্থিরভাবে বসিয়া নাই, সকলেই এখন একত্র মিলিত হইয়া ঐ মৃতদেহ যে কোথায় গেল, বা কাহার দ্বারা স্থানান্তরিত হইল, এখন তাহারই অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। অনুসন্ধান-ফল ক্রমে পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে দিবস প্রত্যুষে এই সংবাদটী সংবাদপত্রে বাহির হয়, তাহার পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ যে রাত্রিতে মৃতদেহ রাজবর্ত্মের উপর পাওয়া যায়, বা রাজবর্ত্ম হইতে যে রাত্রিতে ঐ মৃতদেহ অপহৃত হয়, সেই রাত্রি হইতেই আমি ঐ অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম। এই ঘটনার সংবাদ পাইতে অতিশয় বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়াই আমরা প্রথম অবস্থায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে পারি না। আজ কাল প্রায় সমস্ত থানাতেই যেরূপ টেলিফোনের তার সংযোজিত হইয়াছে, সেই সময় সেইরূপ ছিল না। সেই সময় সহরের মধ্যে টেলিফোনের বহুল প্রচার হয় নাই, বা থানায় থানায় উহা সংযোজিত ছিল না। তখন কাজেই লোক মারফতে সংবাদ ইত্যাদি প্রেরণ করা হইত। সুতরাং, সুদূরবর্ত্তী কর্ম্মচারিগণকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে প্রায়ই বিশেষ বিলম্ব হইয়া পড়িত। সহরতলীর অন্তর্গত একটী প্রশস্ত রাজবর্ত্মের উপর বিশেষরূপ আঘাত-চিহ্ন-সমন্বিত একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, এই সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইবামাত্রই আমাদিগের থানা হইতে বহির্গত হইয়া ঘটনাস্থলে আগমন করি। যে সময় আমরা ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হই, সেই সময় আমরা মৃতদেহ দেখিতে পাই না। শুনিতে পাই, সেই মৃতদেহ একখানি চারিপায়ার উপর স্থাপিত ছিল। ঐ চারিপায়ার সহিত উহা সেইস্থান হইতে অপহৃত হইয়াছে।

কিরূপে ঐ মৃতদেহ সেইস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহা স্থানীয় পুলিসের সেই কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম। কিন্তু কিরূপ উপায়ে উহা অপহৃত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপ কিছুই জানিতে পারিলাম না। যে প্রহরীর জিম্মায় ঐ মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, সেই প্রহরীকেও প্রাপ্ত হইলাম না। সেই প্রহরী ঐ মৃতদেহের সহিত গমন করিয়াছে, কি মৃতদেহ অপহৃত হইয়া গিয়াছে জানিতে পারিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া উহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছে, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তথাপি আমরা সকলে সেই মৃতদেহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। কিরূপে উহা অপহৃত হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে না পারিলে, যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান হইয়া থাকে এই অনুসন্ধানও প্রথমে সেইরূপ ভাবে চলিতে লাগিল। লোকজন যতদূর সংগ্রহ হইতে পারে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের নানাস্থানে উহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন স্থানেই ঐ মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম না, বা কেহ কোনরূপ সংবাদও প্রদান করিতে পারিল না, যে কাহারা উহা লইয়া কোন্‌দিকে গমন করিয়াছে।

এইরূপে ক্রমাগত দুই তিন ঘণ্টাকাল অনুসন্ধান করিবার পর, যে পুলিস-প্রহরীর পাহারা হইতে ঐ মৃতদেহ অপহৃত বা স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সেই প্রহরীকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে দেখিয়া অনুমান হইল, তাহার যেন বুদ্ধি লোপ পাইয়া গিয়াছে। তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হইল, সে তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া উঠিতে পারিল না।

কখন বা সে আমাদিগের কথার উত্তর না দিয়া দূরে গিয়া উপবেশন করিতে লাগিল, কখন বা বিস্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর অসংলগ্নভাবে তাহার দুই একটীর উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। তাহার নিকট হইতে অনেক কষ্টে যাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ। ঐ প্রহরী কহিয়াছিল, "আমি যে সময় মৃতদেহের পাহারায় নিযুক্ত থাকিয়া রাস্তার উপর চারিপায়ার নিকট বসিয়াছিলাম, সেই সময় কে যেন বলিয়া উঠিল "তুই ভাল চাস ত এইস্থান হইতে চলিয়া যা" আমি মৃতদেহ লইয়া সেই সময় যেস্থানে বসিয়া ছিলাম, সেই সময় সেইস্থানে অপর কোন ব্যক্তি ছিল না; সুতরাং, ঐ রূপ কথা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনে কেমন একরূপ ভয়ের উদয় হইল। কে আমাকে সেইস্থান হইতে চলিয়া যাইতে কহিতেছে, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিলাম, কোন লোক জন দেখিতে পাইলাম না। মনুষ্যের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল. অথচ কোন মনুষ্য দেখিতে না পাইয়া আমার হৃদয়ে আরও ভয়ের উদ্রেক হইল। মনে করিলাম, সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে গমন করি, কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্মে ক্রটী হইবার ভয়ে তাহাও করিতে পারিলাম না। সেই সময় মনুষ্য-কণ্ঠ-ধ্বনি আমার কর্ণে পুনরায় প্রবেশ করিল। প্রথমতঃ ঐ কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে আসিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, কেহ যেন আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিতেছে, "তুই ব্রাহ্মণ, তাই পুনরায় বলিতেছি; নতুবা, এখনই তোকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতাম। আমার কথা শোন্, এখনও তুই

এইস্থান হইতে পলায়ন কর।” এইরূপ শুনিয়া আমি আমার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, অথচ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মনে কেমন একরূপ আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় আমার দক্ষিণপার্শ্বস্থিত জঙ্গলের দিক হইতে কেমন একরূপ বিকট হাস্য উত্থিত হইল; বোধ হইল, যেন একজন প্রথমতঃ সেই হাস্যরব উত্থিত করিল, ও আরও কয়েকজন বিকট শব্দে সেই হাস্যে যোগদান করিল। আমি সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম; কিন্তু, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সেই ভয়ানক বিকট হাস্যরব বন্ধ হইলে সেইস্থান যেন নির্জ্জন বোধ হইতে লাগিল। এবার আর আমি সেইস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময় আমার যে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ আমি নিজেই শুনিতে লাগিলাম। আমি যেমন দণ্ডায়মান হইলাম, অমনি “হো হো” হাস্যধ্বনি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; সেই সঙ্গে আমারও অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। আমি অজ্ঞানের ন্যায় সেইস্থানে পুনরায় বসিয়া পড়িলাম। আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, কোন দুষ্ট লোক আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার মানসে ঐরূপ করিতেছে; কিন্তু, আমার সেই বিশ্বাস তখনই অন্তর্হিত হইল। ভাবিলাম, আমি এবার মনুষ্যের হস্তে পতিত হই নাই, পৈশাচিক কাণ্ডের ভিতর পতিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি হত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভূত-যোনী প্রাপ্ত হইয়া আমাকে এই-রূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছে। যেস্থানে একটীমাত্র জনমানব

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, সেইস্থানে মনুষ্যের ঐরূপ বিকট হাস্য ও ভয়ব্যঞ্জক বাক্যসমূহ কোথা হইতে আসিবে? আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় সেইস্থানে বসিলাম সত্য, কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলাম না; পুনরায় উঠিলাম। এবার ভাবিলাম, আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মের ক্রটী হউক, মৃতদেহ এইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি দণ্ডিত হই বা আমি আমার কর্ম্মচ্যুতই হই, আমি কিন্তু এইস্থানে আর বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা করিব না, এখনই আমি এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে গমনপূর্ব্বক আপন জীবন রক্ষা করিব। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার মানসে সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিলাম। কিন্তু আমার পদদ্বয় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিছুতেই উহাদিগকে অগ্রগামী করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমি পুনরায় সেই-স্থানে বসিলাম। বসিলাম সত্য, কিন্তু বসিবার পরই যে দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল, যতদিবস বাঁচিব, তাহা আর আমি ভুলিব না। দেখিলাম, মৃতদেহ সহিত সেই চারিপায়া আপনা আপনিই ক্রমে মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। কিছুদূর উঠিয়াই উহা ঘুরিতে আরম্ভ করিল, ও বিঘূর্ণিত অবস্থায় ক্রমে সেই চারিপায়া ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। ইহার পর যে কি হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। এই অবস্থা দেখিয়াই আমার চৈতন্য বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি কোথায় ছিলাম বা কি করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই বলিতে পারি না। আমার

কিছুই মনে নাই। যখন আমার পুনরায় সংজ্ঞা হইল, তখন দেখিলাম, আপনারা সকলে মিলিয়া ঐ মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতেছেন।”

প্রহরী পশ্চিমদেশবাসী ব্রাহ্মণ, পাঁড়ে আখ্যায়ে অভিহিত হইয়া থাকে। বহু দিবসের পুরাতন চাকর। এই পুলিসে ২০।২৫ বৎসরকাল কাজ-কর্ম্ম করিয়া পেন্‌সন্ লইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিতান্ত নির্ব্বোধ বা অকর্ম্মণ্য লোক বলিয়া তাহার প্রধান কর্ম্মচারিগণের নিকট সে বিদিত নহে। অধিকন্তু বুদ্ধিমান কনেষ্টবল বলিয়াই সকলে তাহাকে জানিত এবং একটী খোসনামী * চিহ্নও সে ধারণ করিত।

---

* যে কনেষ্টবলকে খোসনামী চিহ্ন অর্থাৎ চাঁদীর বেল্লা প্রদত্ত হয়, সে উপযুক্ত ও কার্য্যক্ষম বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ খোসনামী চিহ্নের নিমিত্ত সে মাসে মাসে এক টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন পাইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঁড়ের কথা শুনিয়া প্রকৃত কথা যে কি, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা যে সকল কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে অনেক দেশীয় লোক ছিলেন, সাহেব ছিলেন, বাঙ্গালী ছিলেন, হিন্দু-স্থানী ছিলেন ও মুসলমান ছিলেন। পাঁড়ের কথা শুনিয়া কেহ বা কহিলেন, "পাঁড়ে যাহা কহিল, তাহা যে একেবারে হইতে পারে না, তাহা বলি, কি প্রকারে? ঐ মৃতব্যক্তি নিশ্চয়ই ভূতযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে, ও পরিশেষে চারিপায়া সমেত নিজদেহ উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে; নতুবা, মৃতদেহ কোথায় গমন করিল? কেই বা লইয়া গেল? মৃতদেহ এই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিবার কাহারও তো প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যদি কাহার প্রয়োজনই থাকিত, তাহা হইলে এই স্থানে পুলিস আগমন করিবার পূর্ব্বেই সে অনায়াসে ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিত। ইহা মনুষ্যের কার্য্য নহে, ইহা নিশ্চয়ই পৈশাচিক কাণ্ড।"

এই কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া অপরাপর কর্ম্মচারিগণ বিস্মিত হইলেন। ইংরাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজন কহিলেন, "এ দেশে পূর্ব্বে অনেক ভূত প্রেত ছিল শুনিয়াছি। কিন্তু এই প্রদেশে ইংরাজ-রাজত্ব বিস্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ভূত প্রেত এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে পলায়ন করি-

য়াছে ও এখন অপঘাতে বা অন্য কোনরূপে মৃত্যু হইলে আর ভূত হয় না। কনেষ্টবল যাহা বলিতেছে, তাহার একবর্ণও সত্য নহে; হয় তো সে পাহারার সময় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বা তাহাকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত তাহার কোন শত্রুপক্ষীয় লোক ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছে। কনেষ্টবল নিজের দোষ স্বীকার করিতে সাহসী না হইয়া, এক অদ্ভুত মিথ্যা কথা কহিয়া তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে বসিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, যদি আমরা তাহার কথায় বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আর তাহাকে কোনরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে না। বিনাদণ্ডে সে অনায়াসেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।”

সাহেব কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া অপর একজন দেশীয় কর্ম্মচারী কহিলেন, “আমারও বিশ্বাস, পাঁড়ে যাহা কহিতেছে তাহার একবর্ণও সত্য নহে, সকলই মিথ্যা। কাহারও কর্ত্তৃক বিশেষরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ঐ মৃতদেহ চারিপায়ার উপর প্রাপ্ত হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। উহার মৃত্যু হইবার পর ঐ মৃতদেহ চারিপায়ার উপর উঠাইয়া ও নববস্ত্রে উহা আচ্ছাদিত করিয়া কোন ব্যক্তি কোনরূপ অভিসন্ধির নিমিত্ত কোন স্থানে লইয়া যাইতেছিল। এই অভিসন্ধির এক কারণ এই হইতে পারে, যে, যাহাদিগের দ্বারা এই ব্যক্তি হত হইয়াছে, তাহারা ঐ মৃতদেহ অনায়াসেই স্থানান্তরিত করিতে পারে; কারণ, তাহাদিগের বিশেষরূপ অবগত থাকিবার কথা, যে যদি পুলিস ঐ মৃতদেহ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বিপদের

সম্ভাবনা অতি অল্পই হইয়া পড়ে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ঐ মৃতদেহ চারিপায়ার উপর রাখিয়া নূতন বস্ত্রে উহা আচ্ছাদিত করিয়া উহা জ্বালাইয়া দিবার নিমিত্ত অথবা কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত লইয়া যাইতেছিল। এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলে উহারা কোনরূপ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, ও এই স্থানে চারিপায়া সমেত মৃতদেহ রাখিয়া আপনাপন প্রাণ বাঁচাইবার আশায় স্থানান্তরে গমন করে বা ইহার নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে লুক্কায়িতভাবে থাকে। ক্রমে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং, তাহারা ঐ মৃতদেহ আর স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয় না। পরে যখন দেখিতে পায়, যে ঐ মৃতদেহ কেবলমাত্র একজন পুলিস-প্রহরীর পাহারায় রহিয়াছে, তখন হয় কোনগতিকে তাহাকে বশীভূত করিয়া, না হয় তাহার অনবধানতা বশতঃ কোনরূপ সুযোগ পাইয়া, পরিশেষে ঐ চারিপায়া-সমেত ঐ মৃতদেহ লইয়া তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। কনেষ্টবল যাহা কহিতেছে, তাহার সমস্তই মিথ্যা, উহা একেবারেই অসম্ভব।”

ইহার কথা শুনিয়া আর একজন কহিলেন “ইহা কি হইতে পারে না? আপনি যেরূপ কহিলেন, সেইরূপ ভাবে ঐ মৃতদেহ ঐ স্থানে আনীত হয় ও কোনরূপ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া উহারা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকে। পরিশেষে যখন কেবলমাত্র প্রহরীকে সেইস্থানে একাকী দেখিতে পায়, সেই সময় তাহারা ঐ প্রহরীকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত জঙ্গলের ভিতর হইতে কথা কহিয়া বা হাঁসিয়া ঐ প্রহরীকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে। রাত্রিকালে মৃতদেহ

লইয়া ঐ মূর্খ কনেষ্টবল একাকী সেইস্থানে ছিল; সুতরাং, সে অনায়াসেই অতিশয় ভীত হইয়া পড়ে ও আপন জীবন রক্ষা করিবার মানসে মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করে। এই সুযোগে সেই লুক্কায়িত ব্যক্তি-গণ লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ঐ মৃতদেহ সহ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। নতুবা সেই মৃতদেহ ঐ স্থান হইতে অপহৃত হইবার পর যখন অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারিগণ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সেই কনে-ষ্টবলকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি দুই তিন ঘণ্টা কাল সেই কনেষ্টবল সেইস্থানে পুনরায় আগমন করে না। ঐ মৃতদেহ চারিপায়ার সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গেল, প্রভৃতি যে সকল কথা কনেষ্টবল কহিতেছে, তাহার এক বর্ণও প্রকৃত নহে, সমস্তই মিথ্যা; কিন্তু মনুষ্যের কথা ও হাস্যকরা প্রভৃতির কথা, সে যাহা কহিতেছে, তাহা আমি একেবাঁরে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।”

এইরূপে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাহার মনে যাহা আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেইরূপ কহিলেন; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে যে কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা সেই সময় কেহই কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যাহা হউক, সকলেই এখন ঐ মৃতদেহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত মন সংযোগ করিয়া যে সে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। নানাস্থানে সংবাদ সকল প্রেরিত হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে ও শব দাহ ও শব প্রোথিত করিবার স্থানে তখনই সংবাদ প্রেরণ করা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মচারী মাত্রেই ঐ মৃতদেহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে কেহই কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতি-বাহিত হইয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক-জন কর্ম্মচারী ঐ মৃতদেহের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যেস্থানে ঐ মৃতদেহ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে একটী পুরাতন বাগানের মধ্যে কতকগুলি লোকের বাসস্থান। স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারী সেই স্থানেই অনুসন্ধান করিবার সময় মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল। যে রাস্তার উপর ঐ মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্বদিকে ঐ বাগান। এই বাগানের পূর্ব্বে একাদিক্রমে আরও কতকগুলি বাগান আছে। তাহার কতকগুলির অবস্থা উত্তম; উহাতে বাসোপযোগী বাড়ী আছে এবং ঐ সকল বাগানের মধ্যে মালি-গণ বাস করিয়া থাকে। অপর কয়েকটী বাগানের অবস্থা খুব ভাল না হইলেও উহার অবস্থা একেবারে হীন নহে। বাগানের মধ্যে বাড়ী আছে; উহা পুরাতন। কোন বাগান খালি থাকে, কোন বাগানে বা কেহ বাস করে। এই সকল বাগান ব্যতীত আরও দুই তিনটী বাগান আছে। উহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। উত্তম উত্তম ফল পুষ্পের

বৃক্ষাদি লোপ হইয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি জঙ্গলী বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ঐ স্থানকে একেবারে জঙ্গলে পরিণত করিয়াছে। পুষ্করিণীতে এরূপভাবে দাম ও শৈবাল উৎপন্ন হইয়াছে, যে উহার জল কাহারও নয়ন গোচর হয় না।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐ সকল বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঐস্থানে যতগুলি বাগান ছিল, তাহার প্রত্যেকটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে এক বাগান দেখিয়া অপর বাগানে, সেই বাগান দেখিয়া পুনরায় আর এক বাগানে, প্রবেশ করিতে লাগিলাম। এইরূপে অন্যূন প্রায় এক মাইল গমন করিবার পর, পরিশেষে একটী জঙ্গলময় বহু পুরাতন বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বাগানের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল, দিবাভাগে যদি কেহ এইস্থানে হত্যা বা অপর কোন দুরূহ কার্য্য সমাপন করে, তাহা হইলেও ইহা অপরের জানিবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। ঐ স্থান একে জনশূন্য, তাহাতে এরূপ জঙ্গলে পূর্ণ, যে তাহার মধ্যে দিবাভাগে দুই এক জন প্রবেশ করিলে মনে মনে বিশেষরূপ ভয়ের সঞ্চার হয়।

ঐ বাগানের ভিতর আমরা একেবারে ৮।১০ জন প্রবেশ করিয়াছিলাম; সুতরাং, ভীত হইবার কারণ আমাদিগের অতি অল্পই ছিল। সেই বাগানের ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একটী নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একখানি নূতন চারিপায়া পড়িয়া রহিয়াছে, ও তাহার সন্নিকটে একটী কবর কতকগুলি লতা পাতায় আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের মনে বিশেষ

সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, আমরা যেই মৃতদেহের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি, সেই মৃতদেহ এই স্থানে প্রোথিত আছে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমরা তখনই সেইস্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় দুই হস্ত পরিমিত মৃত্তিকা খোদিত হইলে দেখিতে পাওয়া গেল, যে উহার মধ্যে একটী মৃতদেহ রহিয়াছে। ঐ স্থান কবর স্থান নহে, অপর কোন মৃতদেহ সেইস্থানে প্রোথিত হয় না; সুতরাং, কবরের মধ্যে যে মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গেল, তাহা আমরা সেইস্থান হইতে উঠাইলাম। দেখিলাম, উহা পশ্চিম দেশীয় নীচবংশ সম্ভূত কোন এক হিন্দুর মৃতদেহ। উহার মস্তকে অতিশয় জখমও আছে। স্থানীয় পুলিস-কর্ম্মচারী, যিনি অন্তর্হিত মৃতদেহ পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি এই মৃতদেহ দেখিবামাত্র কহিলেন, "যে মৃতদেহ অপহৃত হইয়াছে, ইহাই সেই মৃতদেহ।"

যে অনুসন্ধানে আমরা এতগুলি লোক নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহার এক অধ্যায় এইস্থানেই শেষ হইয়া গেল। এখন অনুসন্ধানের যাহা প্রধান কার্য্য, তাহাই বাকী রহিল। এখন আমাদিগকে এই কয়েকটী বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

১। ঐ মৃতদেহ কাহার?

২। উহার মস্তক কাহার দ্বারা বিচূর্ণ হইল?

৩। কাহারা উহাকে আনিয়া রাস্তার উপর রাখিয়া দিয়াছিল?

৪। ঐ রাস্তা হইতে চারিপায়া সহিত ঐ মৃতদেহ কে স্থানান্তরিত করিল?

। কেইবা উহা বহন করিয়া এই জঙ্গলময় বাগানের মধ্যে আনিল? ও কেইবা কবর কাটিয়া উহাকে প্রোথিত করিল?

এই পাঁচটি বিষয় আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে সত্য, কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা ঐ সকল বিষয়ের রহস্য উৎঘাটন করিতে সমর্থ হইব, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কোন ব্যক্তি যে ইহাকে হত্যা করিয়াছে, সে বিষয়ের আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে হত্যা করিবার কারণ কি? আর যদি কোন ব্যক্তি হত্যার্থে ইহাকে হত্যা করিল, তাহা হইলে ঐ মৃতদেহ চারিপায়ার উপর স্থাপিত ও নববস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া হত্যাস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজনই বা কি? কোন অজানিত কারণে যদি ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইতেছিল তাহা হইলে রাজবর্ত্মের মধ্যস্থানে ঐ মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া বাহকগণ প্রস্থান করিল কেন? কেনই বা পরিশেষে পুলিস-প্রহরীর চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া পুনরায় উহা স্থানান্তরিত ও এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া দিল?

এই মৃতদেহ কাহার, তাহা যদি জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই রহস্যের কিয়দংশ বোধ হয় সহজেই উৎঘাটিত হইতে পারে। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া ঐ মৃতদেহটী পুনরায় সেই চারিপায়ার উপর স্থাপিত করিলাম ও সেই বাগান হইতে উহা বাহির করিয়া আনিয়া যেস্থানে উহা সর্ব্ব প্রথম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, সেইস্থানে উন্মুক্ত অবস্থায়

রাখিয়া দিলাম। নিকটবর্ত্তী লোক সমবেত হইয়া ঐ মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল। পথিকগণ কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উহা উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ঐ মৃতদেহ যে কাহার, তাহা কেহই বলিয়া উঠিতে পারিল না। এইরূপ অবস্থায় ঐ মৃতদেহ ঐ স্থানে কিছুক্ষণ রাখিয়া পুনরায় উহা অন্যস্থানে লইয়া গেলাম। সেই স্থানে পুনরায় উহা ঐ রূপে স্থাপিত করিয়া অনেককে দেখাইতে লাগিলাম। যখন দেখিলাম, ঐ স্থানেরও কোন ব্যক্তি উহাকে চিনিতে পারিল না, তখন ঐ মৃতদেহ পুনরায় অপর স্থানে লইয়া গেলাম। এইরূপে প্রায় দুই ক্রোশের মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় ঐ মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলকে দেখাইতে দেখাইতে প্রায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু কেহই ঐ মৃতদেহ চিনিয়া উঠিতে পারিল না। তখন যেস্থানে মৃতদেহ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে সেইস্থানে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালীন দেখিলাম, রাস্তার একপার্শ্বে কতকগুলি পশ্চিমদেশীয় লোক তাড়িপূর্ণ ভাঁড় লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানে মৃতদেহটী একবার নামাইলাম, ও সেই তাড়িবিক্রেতাগণকে কহিলাম, "দেখ দেখি, তোমরা ইহাকে কোন স্থানে দেখিয়াছ কি ?"

আমার কথা শুনিয়া উহারা আপনাপন তাড়ির ভাঁড় আপনাপন স্কন্ধে উঠাইয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। আমি বুঝিলাম, তাহারা একটু ভীত হইয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বায় কহিলাম, "তোমাদিগের কোন ভয় নাই, এই মৃতদেহটী একবার দেখ দেখি, ইহাকে তোমরা আর কোনস্থানে দেখিয়াছ, বা এই ব্যক্তি তোমাদিগের পরিচিত কি না?"

আমার কথা শুনিয়া তাহারা কি জানি কি ভাবিয়া তাহাদিগের তাড়ির ভাঁড় সেইস্থানে নামাইল, ও ধীরে ধীরে সেই মৃতদেহের নিকট গমন করিয়া উহাকে উত্তমরূপে দেখিতে লাগিল। ঐ মৃতদেহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া তাহাদিগের মধ্য হইতে একব্যক্তি কহিল "এ কৈলেশ্বর নহে?"

২য় ব্যক্তি। সেই রূপই ত বোধ হইতেছে।

৩য় ব্যক্তি। না, কৈলেশ্বর নহে; কিন্তু ইহার আকৃতি অনেকটা সেইরূপ বোধ হইতেছে।

১ম ব্যক্তি। আমার বেশ বোধ হইতেছে, এ কৈলেশ্বর।

আমি। কৈলেশ্বর কে?

১ম ব্যক্তি। কৈলেশ্বর পাসি।

আমি। সে কি করিত?

১ম ব্যক্তি। পাসীর ব্যবসা করিত, গাছ কাটিত, তাড়ি প্রস্তুত করিত ও আমাদিগের ন্যায় তাড়ি লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিত।

আমি। এ থাকিত কোথায়?

১ম ব্যক্তি। চৌধুরী বাগানে।

আমি। গাছ কাটিত কোথায়?

১ম ব্যক্তি। সেই ঘোষের বাগানে। ঐ বাগানের যত তালগাছ ইহার জমা আছে।

আমি। সেই ঘোষের বাগান এখান হইতে কতদূর ?

১ম ব্যক্তি। অনেক দূর নহে, এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

আমি। তোমরা বেশ চিনিতে পারিতেছ, যে ইহা ঘোষের বাগানের সেই কৈলেশ্বর পাসির মৃতদেহ ?

১ম ব্যক্তি। ইহাই ত আমাদিগের অনুমান হইতেছে ?

তাড়িওয়ালাদিগের নিকট হইতে এই কয়েকটী কথা অবগত হইতে পারিয়া আমাদিগের একটু সাহস হইল। তখন মনে করিলাম, ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা যদি প্রকৃত হয়, ইহা যদি কৈলেশ্বরের মৃতদেহ হয়, তাহা হইলে এই মোকদ্দমার কিনারা হইলেও হইতে পারিবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমরা ঐ মৃতদেহ সমভিব্যাহারে তখনই সেই ঘোষের বাগান অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। যে তাড়িওয়ালাগণের নিকট হইতে আমরা এই সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকেও আমাদিগের সহিত যাইতে কহিলাম ; কিন্তু, তাহারা প্রথমতঃ আমাদিগের কথায় সম্মত হইল না। বলা বাহুল্য, তাহাদিগের সেই আপত্তি কোনরূপেই রহিল না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদিগকে আমাদিগের সহিত গমন করিতে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমরা যখন সেই ঘোষের বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আর অধিক বেলা ছিল না। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, উহা একটী পুরাতন ও সুবৃহৎ বাগান। বৃক্ষাদি উহাতে বিস্তর আছে। দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী; কিন্তু বাগানের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ঐ বাগান ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও, নানাস্থানে উহা পড়িয়া গিয়াছে। উহার কোন স্থান বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন স্থান একেবারে আবরণ শূন্য হইয়া রহিয়াছে। বাগানের সদর দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকে, উহা খুলিবার প্রায়ই প্রয়োজন হয় না। নানা স্থানের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় প্রায় চতুর্দ্দিক হইতেই ঐ বাগানের ভিতর প্রবেশ করা যায়। ঐ বাগানের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে দুই চারি ঘর লোকের বাস আছে। তাহাদিগের বিচরণস্থল ঐ বাগান। কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে তাহারা বিনা বাধায় ঐ বাগানের ভিতর প্রবেশ করে ও নিজের ইচ্ছামত ফল মূলাদি লইয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে। উহার মধ্যস্থিত পুষ্করিণীর জল তাহারা সর্ব্বদাই লইয়া যায়। ঐ বাগানের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় নিষেধ করিবার কোন লোক সেইস্থানে থাকে না। ঐ বাগানের মধ্যে একটী অট্টালিকা আছে, উহা দেখিয়া অনুমান হয়, উহার অবস্থা পূর্ব্বে অতিশয় ভালই ছিল;

কিন্তু এখন উহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহার কোন স্থানের চূণ বালি খসিয়া পড়িয়াছে, কোন স্থান দিয়া অনবরত বৃষ্টিধারা বহির্গত হইয়া ঘরের ভিতরকার নানাস্থান দাগী ও ময়লা হইয়া গিয়াছে, এবং দুই এক স্থান একেবারে খসিয়াও পড়িয়াছে। যত গুলি ঘর আছে, তাহার সমস্ত গুলিই প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র একটী ঘরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয়, কিছু দিবস পূর্ব্বে কেবলমাত্র ঐ ঘরটী একবার্ মেরামত হইয়াছিল, ও বোধ হয়, এখনও উহা মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ বাগানের মধ্যে যেমন আম্র লিচু প্রভৃতির বৃক্ষ অনেক আছে, সেইরূপ অনেকগুলি তাল বৃক্ষও তাহার ভিতর দেখিতে পাইলাম। ঐ তাল বৃক্ষের অবস্থা দেখিয়া উত্তমরূপে বোধগম্য হইল, যে ঐ সকল গাছ এখনও কাটা হইয়া থাকে, ও উহার রস হইতে তাড়ি প্রস্তুত করা হয়।

আমরা ঐ বাগানের ভিতর প্রবিষ্ট হইলে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি বালক ও স্ত্রীলোক তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। উহাদিগের মধ্যে কেহই ঐ স্থান-বাসী নহে, উহারা অনেক দূর হইতে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিল। আমাদিগকে ও সেই সকল লোকদিগকে ঐ বাগানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, ঐ স্থানের ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে অনেক বালক-বালিকা ও স্ত্রী পুরুষ ক্রমে ক্রমে আসিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। যে মৃতদেহ আমরা সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে আগমন করিয়াছিলাম, তাহার আচ্ছাদনবস্ত্র উন্মোচিত করিয়া চারিপায়ার

সহিত, উহা সেইস্থানে স্থাপিত করিলাম। ঐ মৃতদেহ দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারিল। অনেকেই কহিল "এ ত কৈলেশ্বর।"

আমার সেইস্থানে উপস্থিত হইবার বোধ হয় ২০ মিনিট বা অর্দ্ধঘণ্টা পরেই একটী স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। তাহার সহিত আরও এক ব্যক্তি আগমন করিল। জানিলাম, ঐ স্ত্রীলোকটী কৈলেশ্বরের স্ত্রী, ও তাহার সহিত যে ব্যক্তি আসিয়াছিল—সে তাহার পুত্র; উহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের কম হইবে না। উহার নাম ডুবলাল।

ডুবলাল ও তাহার মাতার অবস্থা দেখিয়া প্রথমে তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না, বা জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহাদিগের নিকট হইতে সেই সময় কোনরূপ উত্তরও প্রাপ্ত হইলাম না। তাহারা শোকাচ্ছন্ন হইয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে আরও অর্দ্ধঘণ্টা কাল সেইস্থানে অতিবাহিত হইয়া গেল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেখিলাম, ডুবলালের ক্রন্দন একটু কমিয়া আসিল। তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটু দূরে গমন করিলাম ও তাহাকে অনেক রূপ বুঝাইয়া বলায়, সে একটু নিরস্ত হইল। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম ডুবলাল?"

ডুবলাল। আজ্ঞা হাঁ, আমার নাম ডুবলাল।

আমি। কৈলেশ্বর তোমার কে হয়?

ডুবলাল। আমার পিতা।

আমি। তোমার পিতার এরূপ অবস্থা কে ঘটাইল?

দুবলাল। তাহাত আমি বলিতে পারি না। তবে শুনিয়াছি, তাড়ি লইয়া এই বাগানে কি গোলযোগ ঘটিয়াছিল?

আমি। তাড়ি লইয়া গোলযোগ, তোমার পিতা তাড়ি পাইতেন কোথায়?

দুবলাল। এই বাগানে যতগুলি তালগাছ আছে, তাহা আমার পিতার জমার মধ্যে। এই সমস্ত গাছেই তাড়ি হইয়া থাকে। ঐ তাড়ি হইতেই আমরা জীবন ধারণ করি।

আমি। এই বাগান হইতে যে সকল তাড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা তোমরা কোথায় লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া থাক? তোমাদিগের তাড়ির দোকান আছে কি?

দুবলাল। না মহাশয়, আমাদিগের তাড়ির দোকান নাই। এই বাগান হইতে যে তাড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমরা অপরের তাড়িখানায় লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি?

আমি। তুমি বলিলে তাড়ি লইয়া তোমার পিতার সহিত কি গোলযোগ হইয়াছিল। কাহার সহিত গোলযোগ হইয়াছিল?

দুবলাল। কাহার সহিত যে গোলযোগ হইয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই।

আমি। তাহা হইলে গোলযোগ হইয়াছিল, একথা তুমি বলিলে কি প্রকারে?

দুবলাল। আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

আমি। কি শুনিয়াছ?

দুবলাল। এই শুনিয়াছি, যে আমার পিতার সহিত তাড়ি লইয়া কি গোলযোগ হয় ও মারপিট হয়।

আমি। কাহার সহিত গোলযোগ ও মারপিট হয়?

ডুবলাল। তাহা আমি জানি না; তবে শুনিতেছিলাম, এই বাগানে কাহারা আসিয়াছিল; তাহাদিগের সহিত গোলযোগ ও মারপিট হইয়াছিল।

আমি। তুমি একথা কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলে?

ডুবলাল। এই বাগানের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল লোক জন বাস করে, তাহাদিগের স্ত্রীলোকগণ বলাবলি করিতে-ছিল, তাহাই আমি শুনিয়াছি।

আমি। তুমি যে সকল স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ঐ কথা শুনিয়াছ, তাহাদিগের কাহাকেও চিন?

ডুবলাল। চিনি, কিন্তু নাম জানি না। তাহাদিগকে দেখা-ইয়া দিতে পারি।

ডুবলালের নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া সেইস্থানে আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বাগানের সন্নিকটবর্ত্তী যে স্থানে মনুষ্যের বসবাস আছে, সেই স্থানে প্রবেশ করিলাম। ডুবলাল আমাদিগকে দুইটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া দিয়া কহিল "আমি যে সকল স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে ঐ কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ইহারা দুই জনও ছিল।"

আমি সেই স্ত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা সমস্ত কথা অস্বীকার করিল। তাহাদিগকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলায়, পরিশেষে অপর দুইটি স্ত্রীলোকের নাম করিয়া কহিল "আমরা কিছু অবগত নহি, আমরা ঐ দুইটি স্ত্রীলোকের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম মাত্র।"

শেষোক্ত স্ত্রীলোক দুইটির নাম চাঁপা ও সুকদেইয়া।

একটী বঙ্গদেশীয়া ও অপরটি পশ্চিমদেশীয়া স্ত্রীলোক। উহাদিগকে আমি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু প্রথমতঃ তাহারা কোন কথা স্বীকার করিল না; কিন্তু তাহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া আমার বেশ অনুমান হইল, যে উহারা এই ঘটনার অনেক কথা অবগত আছে। যখন দেখিলাম, উহারা কোন কথা কহিল না, তখন সুকদেইয়াকে অপর একজন কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি তাহাকে লইয়া দূরে গমন করিলেন ও তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। আমি চাঁপাকে লইয়া অপর এক স্থানে গমন করিয়া একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলাম, ও তাহাকে বিস্তর রূপে বুঝাইতে লাগিলাম। তাহাকে অনেক করিয়া বলিতে বলিতে, পরিশেষে দেখিলাম, সে তাহার মনের কথা বলিতে সমর্থ হইল। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি এই বাগানে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে?"

চাঁপা। জল লইবার নিমিত্ত।

আমি। তোমার সহিত আর কে আসিয়াছিল?

চাঁপা। সুকদেইয়া আসিয়াছিল, আমরা উভয়েই একস্থানে থাকি, ও জল লইবার নিমিত্ত আমরা উভয়েই এক সময় এই পুষ্করিণীর নিকট আগমন করিয়াছিলাম।

আমি। তোমরা যখন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলে, সেই সময় কৈলেশ্বর কোথায় ছিল?

চাঁপা। তাহাকে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন তাঁহার সহিত গোলযোগ আরম্ভ হয়, তখন আমরা বাগানের উত্তর ধারের একটী তাল বৃক্ষের নিকট দেখিতে পাই।

আমি। কাহার সহিত তাহার গোলযোগ হইতেছিল?

চাঁপা। সেই বাবুটী।

আমি। কোন্ বাবুটী?

চাঁপা। যে বাবুটী উহাকে মারিয়াছিল?

আমি। সে বাবুটী কে?

চাঁপা। তাহার নাম জানি না।

আমি। তাহাকে আর কখন দেখিয়াছ?

চাঁপা। অনেক বার দেখিয়াছি।

আমি। তিনি থাকেন কোথায়?

চাঁপা। তাহাও আমি জানি না, কিন্তু তিনি প্রায়ই এই বাগানে আসিয়া থাকেন; আমার বোধ হয়, এই বাগানটী তাঁহারই।

আমি। তাহাকে দেখিলে তুমি চিনিতে পারিবে?

চাঁপা। তা আর পারিব না! তাঁহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।

আমি। বাবুটী দেখিতে কেমন?

চাঁপা। দেখিতে বেশ, খুব ফরসা, বয়সও অধিক নহে; বোধ হয় ২০।২২ বৎসরের অধিক হইবে না।

আমি। সেই বাবুটী কি একাকী আসিয়াছিলেন?

চাঁপা। না, তাঁহার সহিত আরও কয়েকজন ছিল।

আমি। তাহারা বাঙ্গালী না অপর জাতি?

চাঁপা। বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয় না। সকলের মাথাতেই সাদা টুপি ছিল।

আমি। সেই বাবুর মাথাতেও কি টুপি ছিল?

চাঁপা। হাঁ, তাহার মাথাতেও টুপি ছিল।

আমি। সেই বাবুর সহিত কৈলেশ্বরের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি যতদূর নিজ চক্ষে দেখিয়াছ, তাহা বল দেখি।

চাঁপা। আমরা যখন জল লইবার নিমিত্ত এই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করি, সেই সময় কৈলেশ্বর যে কোথায় ছিল, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সেই সময় সেই বাবুটী ও সমভিব্যাহারী কয়েকজন ব্যক্তি বাগানের মধ্যে বেড়াইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই "না, আমি বেচিব না" এইরূপ একটী কথা শুনিতে পাইলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কারণ সেই সময় আমরা পুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিয়াছিলাম; সেইস্থান হইতে উপরের কিছুই দেখা যায় না। আমরা জল লইয়া যখন উপরে উঠিলাম, তখন দেখিলাম, কৈলেশ্বরের হস্তে এক ভাঁড় তাড়ি রহিয়াছে। ঐ বাবুর সহিত অপর যাহারা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে একব্যক্তি ঐ তাড়ি কৈলেশ্বরের হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কৈলেশ্বর তাহা কিছুতেই ছাড়িতেছে না। কৈলেশ্বরের ব্যবহার দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া বাবুটী অতিশয় রাগিয়া উঠিলেন ও কহিলেন "পয়সা লইয়াও যদি ও তাড়ি না দেয়, তাহা হইলে উহাকে মার।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতগতি কৈলেশ্বরের দিকে দৌড়িয়া আসিলেন। সেইস্থানে অস্ত্র ধার দেওয়া একখানি কাষ্ঠ পড়িয়াছিল। বোধ হয়, উহা কৈলেশ্বরই সেইস্থানে রাখিয়াছিল। ঐ বাবুটি সেই কাষ্ঠখণ্ড আপন হস্তে উঠাইয়া লইয়া কৈলেশ্বরের মস্তকে সজোরে এক আঘাত করিলেন। ঐ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কৈলেশ্বর সেইস্থানে পড়িয়া গেল; আর তাহাকে নড়িতে

চড়িতে দেখিলাম না। ইহা দেখিয়া আমাদের মনে অতিশয় ভয় হইল। আমরা দ্রুতপদে সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আপনাপন বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। যে সময় আমরা বাগান হইতে চলিয়া যাই, সেই সময় বাগানের দরজার সম্মুখে বাবুর গাড়ি ঘোড়া ছিল। বাড়ীতে যাইয়া এই কথা আমরা দুই এক জনকে কহিলাম, ও কি হইয়াছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার সাত জন স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া সেইস্থানে আগমন করিলাম। সেই সময় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। বাগানে আসিয়া বাবুদিগের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কৈলেশ্বরও সেই স্থানে ছিল না, বাবুর গাড়ি ঘোড়াও সেইস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ভাবিলাম, কৈলেশ্বর হয়ত তাহার বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে, বাবুরাও বাগান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমরাও আপনাপন বাড়ীতে গমন করিলাম। কৈলেশ্বর যে মরিয়া গিয়াছে, তাহার মৃতদেহ যে এই স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা কিন্তু আমরা একবারের নিমিত্তও ভাবিয়াছিলাম না। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, ঐ আঘাতেই কৈলেশ্বর ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

চাঁপার এই কথা শুনিয়া ঠিক যে কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সেই সময় যে কর্ম্মচারীর নিকট সুকদেইয়া ছিল, তিনি আসিয়া আমাকে কহিলেন "সুকদেইয়া সমস্ত কথা বলিয়াছে।" সুকদেইয়া যে কি বলিয়াছে, তাহাও তিনি আমাকে কহিলেন। দেখিলাম, চাঁপার কথার সহিত তাহার সমস্ত কথা মিলিয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চাঁপা ও সুকদেইয়ার নিকট হইতে আমরা সেই সময় যাহা কিছু জানিতে পারিলাম, তাহাতেই আমাদিগের বেশ অনুমান হইল, যে এই মোকর্দ্দমার কিনারা হইতে আর বিশেষ বিলম্ব হইবে না; কারণ তাহাদিগের কথায় ইহা একরূপ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে এই বাগানে যে বাবুটী আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে কৈলেশ্বর হত হইয়াছে। তিনি উহার মস্তকে সজোরে যে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই আঘা-তেই উহার মস্তক বিচূর্ণ হইয়া যায় ও সেইস্থানেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আরও জানিতে পারিলাম, সেই সময় তাহার সহিত আরও কয়েকজন অনুচর ও গাড়ি-ঘোড়া, সহিস-কোচ-ম্যান প্রভৃতি ছিল। আরও জানিতে পারা যাইতেছে যে, এই গোলমালের কিয়ৎক্ষণ পরেই আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এরূপ অবস্থায় সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, যে ঐ মৃতদেহ তাহাদিগের দ্বারাই স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এ সকল লোকজন দ্বারা উহা স্থানান্তরিত না হইয়া অপর লোকজন সংগ্রহ করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐ মৃতদেহ কোন-রূপেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে না।

এখন আমাদিগের প্রধান কার্য্য, যে বাবুটীর দ্বারা ঐ ব্যক্তি হত হইয়াছে তিনি কে, ও তাঁহার সহিত যাহারা এই বাগানে আগমন করিয়াছিল, তাহারাই বা কে ও

সকলে থাকে বা কোথায়? ইহা যদি এখন জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারিলেই এই মোকদ্দমার কিনারা হইয়া যাইবে ও প্রকৃত কথা যে কি, তাহা অনায়াসেই বাহির হইয়া পড়িবে।

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি সেই বাগান হইতে বহির্গত হইয়া, উহার পার্শ্বে যে আর এক খানি বাগান ছিল, তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। যে বাগান হইতে আমরা বহির্গত হইলাম, সেই বাগানের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, যে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার অবস্থা ততদূর শোচনীয় নহে। ঐ বাগানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, উহাতে দুই তিন জন উড়িয়া মালি রহিয়াছে। তাহাদিগকে ডাকাইলে তাহারা আমার সম্মুখে আসিল। যে বাগানে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, সেই বাগান কাহার, তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তাহারা কহিল "আমরা নূতন লোক, কেবল তিন মাস হইল দেশ হইতে আসিয়াছি; সুতরাং, এখানকার কাহাকেও চিনি না, বা কোন্ বাগান কাহার, তাহাও কিছু জানি না। আমাদিগের সর্দ্দার মালি আজ দশ দিবস হইল দেশে গমন করিয়াছে। সে এই বাগানে অনেক দিন ছিল; সে থাকিলে সমস্তই বলিতে পারিত।"

যে সময় আমি মালিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম ও তাহারা আমার কথার উত্তর প্রদান করিতেছিল, সেই সময় দুই একজন করিয়া ক্রমে চারি পাঁচ জন লোক সেইস্থানে সমবেত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার ও মালির কথা শ্রবণ করিয়া

তাহার মধ্য হইতে একজন কহিল, "আপনি যে বাগানের কথা জানিতে চাহিতেছেন, সেই বাগানে শম্ভু নামক একজন মালি অনেক দিবস ছিল ; এখন কিন্তু সে আর সেই বাগানে থাকে না। ঐ বাগানের অপর পার্শ্বে যে একটী বাগান আছে, সে এখন সেই বাগানে থাকে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ঐ বাগান যে কাহার, তাহা সে অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিবে, ও মনে করিলে সে আপনাদিগকে তাহার বাড়ীও দেখাইয়া দিতে পারিবে। কারণ যে সময়ে সে সেই বাগানে কর্ম্ম করিত, সেই সময় সে যে অনেক বার তাহার মনিবের বাড়ীতে গমন করিয়াছিল, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঐ ব্যক্তির কথা শুনিয়া আমি আর সেইস্থানে তিলার্দ্ধও দণ্ডায়মান হইলাম না। যে বাগানে শম্ভু মালি থাকে, সেই বাগানের উদ্দেশে চলিলাম। সেই বাগানে গিয়া শম্ভুর অনুসন্ধান করিবামাত্র তাহাকে দেখিতে পাইলাম। বাগানের ফটকের পশ্চাবর্ত্তী একটী গুদাম ঘরে সেই সময় সে তাহার আহারীয় প্রস্তুত করিতেছিল।

ডাকিবামাত্র শম্ভু আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে কার্য্যের নিমিত্ত আমি তাহার নিকট গমন করিয়াছিলাম, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি ঐ বাগান পরিত্যাগ করিয়াছি ; সুতরাং, এই তিন বৎসরের কোন সংবাদ আমি বলিতে পারি না। তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ যে সময় আমি ঐ বাগানে কর্ম্ম করিতাম, সেই সময় ঐ বাগান বড়বাজারের একজন ক্ষেত্রির ছিল। প্রায় চারি বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার

মৃত্যুর এক বৎসর পর পর্য্যন্তও আমি বাগানে ছিলাম। এক বৎসর পরে আমার জবাব হয়। তাহার পর হইতেই আমি এই বাগানে কার্য্য করিতেছি।”

আমি। যে সময় তোমার পুরাতন মনিবের মৃত্যু হয়, সেই সময় তাঁহার আর কে ছিল?

শম্ভু। তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি পুত্র ছিল।

আমি। পুত্র দুইটি কত বড়?

শম্ভু। দুইটিই ছোট ছিল, নাবালক ছিল।

আমি। সেই সময় তাহাদিগের বয়ঃক্রম কত ছিল বলিয়া অনুমান হয়?

শম্ভু। একটীর বয়ঃক্রম বোধ হয় ১০।১২ বৎসর হইবে, অপরটী তাহা অপেক্ষা দুই এক বৎসরের বড় হইবে।

আমি। তোমার জবাব হয় কেন?

শম্ভু। কর্ত্তা মরিয়া যাওয়ায় উহাদিগের অবস্থা একটু হীন হইয়া পড়ে। তথাপি আমাদিগকে এক বৎসর রাখে, ও পরিশেষে আমাদিগকে জবাব দেয়। সেই সময় শুনিয়াছিলাম, তাহারা সুযোগ পাইলে ঐ বাগান বিক্রয় করিয়া ফেলিবে।

আমি। বিক্রয় করিয়াছিল কি না বলিতে পার?

শম্ভু। না, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। যে সময় তুমি ঐ বাগানে কর্ম্ম করিতে, সেই সময় তোমার মনিবের বাড়ীতে তুমি যাইতে কি?

শম্ভু। যাইব না কেন? প্রায় প্রত্যহই গমন করিতাম। বাগানের উৎপন্ন তরি তরকারী লইয়া প্রায়ই আমাকে গমন করিতে হইত।

আমি। তোমার জবাব হইবার পর সেই বাড়ীতে আর কখন গমন করিয়াছিলে ?

শম্ভু। একবার কি দুইবার গিয়াছিলাম ; কিন্তু, দুই বৎসরের মধ্যে আমি সেদিকে আর গমন করি নাই।

আমি। তোমার জবাব হইবার পর তোমার মনিবের পুত্রদিগের সহিত আর দেখা হইয়াছিল কি ?

শম্ভু। ছোট বাবুর সহিত বড় দেখা শুনা হইত না, কিন্তু বড় বাবুর সহিত প্রায়ই দেখা হইয়া থাকে।

আমি। বড় বাবুর সহিত তোমার কোথায় দেখা হইয়া থাকে ?

শম্ভু। তিনি প্রায়ই বাগানে আসিয়া থাকেন। সুতরাং, মধ্যে মধ্যে কখন কখন আমার সহিত দেখাও হইয়া যায়।

আমি। তিনি কোন্ বাগানে আসিয়া থাকেন ? যে বাগানে তুমি এখন কর্ম্ম করিতেছ সেই বাগানে, না তাঁহার নিজের বাগানে ?

শম্ভু। এ বাগানে তিনি কখন আগমন করেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার পিতার বাগানে আসিতে দেখিয়াছি।

আমি। তুমি তাঁহাকে শেষ কবে দেখিয়াছ ?

শম্ভু। ৮।১০ দিন হইবে।

আমি। ৮।১০ দিন পূর্ব্বে যখন তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলে, তখন তিনি কি একাকী আসিয়াছিলেন ?

শম্ভু। তাঁহাকে একাকী আসিতে প্রায়ই দেখি নাই। যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখনই তাঁহার সহিত ৩।৪ জন লোক থাকে।

আমি। ঐ সকল লোক কাহারা ?

শম্ভু। তাহা আমি জানি না। উহাদিগকে আমি চিনি না। উহারা যে কোথায় থাকে, তাহাও আমি জানি না। সময় সময় উহাদিগের সহিত দুই একটী স্ত্রীলোককেও আসিতে দেখিয়াছি।

আমি। বড় বাবু এখন কত বড় হইয়াছেন?

শম্ভু। এখন খুব বড় হইয়াছেন। "জোয়ান মদ্দ" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

শম্ভুর নিকট এই সকল অবগত হইয়া, পরিশেষে তাহাকে আমাদিগের সঙ্গে লইয়া তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিবের বাড়ী আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে কহিলাম। সে প্রথমতঃ আমাদিগের কথায় অসম্মত হইল; কিন্তু, তাহাকে অনেক করিয়া বলায় ও অনেকরূপ ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে দেখাইতে, পরিশেষে সে আমাদিগের কথায় সম্মত হইল ও আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সে তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিবের বাড়ীতে গমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শম্ভু মালি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বড়বাজারের ভিতর প্রবেশ করিল, ও একটী বাড়ী আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়া কহিল "আমি ইতিপূর্ব্বে ইহাদিগেরই বাগানে কর্ম্ম করিতাম।"

শম্ভু আমাদিগকে যে বাড়ী দেখাইয়া দিল, সেই বাড়ী আমি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতাম। উহা যাহার বাড়ী তাহার সহিত

আমার একটু পরিচয়ও ছিল। তিনি সওদাগর আফিসে কাপড়ের দালালি করিতেন ও একজন বড় দালালের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার আফিসে অনেকগুলি ছোট ছোট দালালও ছিল। সওদাগর সাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে একটু খাতির করিতেন, ও অনেক কার্য্য তাঁহারা তাঁহার হস্তে প্রদান করিতেন; সুতরাং, তিনি বেশ দশ টাকা উপার্জ্জনও করিতেন। এক সময়ে একজন জুয়াচোর কতকগুলি কাপড় লইয়া তাঁহার সহিত জুয়াচুরি করিয়াছিল। সেই মোকদ্দমা অনুসন্ধান করিবার কালীন তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়, ও পরিশেষে দুই একবার আমি তাঁহার বাড়ীতেও গমন করি। তাঁহার মৃত্যু হইবার পর আর আমি তাহাদিগের বাড়ীতে যাই না; সুতরাং, তাঁহার পুত্রগণের এখন কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাও আমি অবগত নহি। কিন্তু তাঁহার যে দুইটি পুত্র ছিল, তাহা আমি জানিতাম ও তাহারাও আমাকে চিনিত।

আমি তাহাদিগের বাড়ীতে গমন করিয়া দেখিলাম, ছোট পুত্রটী বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল, ও আমাকে বসিবার স্থান প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বহুকাল পরে আপনি কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?" উত্তরে আমি কহিলাম, "বড় বাবুর নিকট একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁহার সহিত একবার দেখা করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া সে বাড়ীর ভিতর গমন করিল ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপ-

স্থিত হইল। দেখিলাম তিনিও আমাকে চিনিতে পারিলেন। তখন বড় বাবু (ইহার নাম আমরা এই স্থানে প্রকাশ না করিয়া 'বড় বাবু' বলিয়াই অভিহিত করিব) আমাকে কহিলেন, "আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন?"

আমি। হাঁ।

বড়বাবু। কেন?

আমি। বিশেষ প্রয়োজন আছে। তোমাকে দুই চারিটি কথা আমি নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।

আমার কথা শুনিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যে সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত ছিল, সে সেইস্থান হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। সেই সময় সেই ঘরের মধ্যে বড়বাবু ও আমি ব্যতীত আর কেহই থাকিল না। আমি তখন বড় বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "দেখ বড় বাবু, তুমি গত কল্য তোমার বাগানে গিয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, তোমার উপর যেরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয় ও আদালতে তাহারা যদি সেইরূপ বলে, তাহা হইলে দণ্ড হইতে তোমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে কেহই বোধ হয় সমর্থ হইবেন না। রাগের বশীভূত হইয়া তুমি কেন এরূপ কার্য্য করিলে, ও যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তুমি এখন কিরূপ বন্দোবস্ত করিতেছ?"

বড়বাবু। আমি কিছুই বুঝি না। বন্দোবস্ত আর কি করিব? রাগের বশীভূত হইয়া এক কার্য্য হইয়া গিয়াছে।

আপনি আমার পিতার বন্ধু, তিনি আপনাকে যেরূপ মান্য করিতেন, তাহা আমি জানি, ও আপনিও তাঁহার সহিত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি এখন নাই। এখন আপনিই আমাদিগের পিতৃস্থানীয়, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন। বুঝিতে না পারিয়া এক কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি, এখন যাহাতে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা আপনাকেই করিতে হইবে; কারণ, আমার পক্ষ হইয়া দুই কথা কহিতে পারে, বা আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এরূপ কেহই আমার নাই।

আমি। বাঁচিবার কি উপায় আছে, তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। প্রকৃত কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাকে বল দেখি; তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব, তোমার বিপক্ষে যাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহারা প্রকৃত কথা কহিতেছে, কি মিথ্যা কহিতেছে।

বড়বাবু। আমি আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিব না। যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়াছে, তাহার সমস্তই আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। পিতার মৃত্যু হওয়ার পর, আমি প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াছি ভাবিয়া অনেকেই আমার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই বিশেষ বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া আমার নিকট হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদিগের পরামর্শে আমার চরিত্র ক্রমে কলুষিত হইয়া পড়ায়, আমি আমার জাতীয়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, তাহাদিগের পরামর্শমত তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে আরম্ভ

করি। ক্রমে নীচ স্থানে গমন ও নীচ সংসর্গে মিলিত হইতে আরম্ভ করি। এইরূপে আজ, কয়েক বৎসর চলিয়া যাইতেছে। আমাদিগের যে বাগান আছে, তথায় সময় সময় আমি সেই সকল বন্ধু-নামধারী ব্যক্তিগণের সহিত গমন করিতাম। সেইস্থানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া আমোদ আহ্লাদ ও পানাদি করিয়া পরিশেষে আপন স্থানে চলিয়া আসিতাম। যে দিবসের কথা বলিতেছেন, সেই দিবসও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই দিবস অপরাহ্নে আমরা সেই বাগানে গমন করি। অনেকক্ষণ সেইস্থানে থাকিয়া আমোদআহ্লাদ করিবার পর দেখিতে পাই, ঐ বাগানের মধ্যে একজন পাসি তালগাছ হইতে তাড়ির ভাঁড় সকল নামাইয়া আনিতেছে। ঐ পাসিকে আমি পূর্ব্ব হইতে চিনিতাম। আমাদিগের বাগানে যতগুলি তালগাছ আছে, সে তাহা জমা রাখিত। তালগাছ হইতে তাড়ি নামাইবার নিমিত্ত তাহাকে তালগাছে উঠিতে দেখিয়া আমাদিগের মধ্যে একজন কহিল, "টাট্‌কা তাড়ি পান করিতে যেমন সুমধুর, অমন আর কিছুই নহে; অথচ ইহাতে বেশ মনোরম নেশা আসিয়া উপস্থিত হয়।" এই কথা শুনিয়া আমাদিগের মধ্যে কেমন ইচ্ছা, হইল, যে ঐ পাসি যে তাড়ি গাছ হইতে নামাইতেছে, তাহা পান করিতে হইবে। এই ভাবিয়া আমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই তাল গাছের সন্নিকটে গমন করিলাম। সেই সময় ঐ ব্যক্তি তাড়ির ভাঁড় লইয়া তালগাছ হইতে অবতরণ করিতেছিল। আমাদিগকে সেই তাল বৃক্ষের নিকট গমন করিতে দেখিয়া সে কি ভাবিল। তাড়ির যে ভাঁড় লইয়া অবতরণ করিতেছিল,

সেই ভাঁড় সহ সে আর অবতরণ না করিয়া পুনরায় সে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, ও যে স্থানে সেই তাড়ির ভাঁড় বাঁধা হয়, সেইস্থানে উহা পুনরায় বাঁধিয়া রাখিয়া নিজে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। ঐ তাড়ি গাছ হইতে নিম্নে আনিবার নিমিত্ত তাহাকে বার বার কহিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই আমাদিগের কথায় সম্মত হইল না। তাহাকে উহার যথা-যথ মূল্য দিতে চাহিলাম; তাহাতেও সে আমাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। উহার অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হইল। আমি তাহাকে গালি প্রদান করি-লাম। সেও আমায় নিতান্ত অকথ্য ভাষায় প্রতি- উত্তর দিতে লাগিল। সেই নীচ পাসি-বংশ-সম্ভূত নিতান্ত সামান্য ব্যক্তির মুখ হইতে অকথ্য ভাষায় গালি শুনিয়া, হঠাৎ আমার ভয়া-নক ক্রোধের উদয় হইল। আমি কোন রূপেই সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেই বৃক্ষের নিকট উহা-দিগের অস্ত্র ধার দেওয়া একখানি কাষ্ঠ পড়িয়াছিল। ঐ কাষ্ঠ খণ্ড উঠাইয়া লইয়া আমি উহার মস্তকে সজোরে এক আঘাত করিলাম। ঐ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সে সেইস্থানে পড়িয়া গেল। তখন দেখিলাম, উহার মস্তক একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেও মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমি হিতাহিত জ্ঞান হারাইলাম। সেই সময় আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে না পারায়, আমি একটু দূরে গিয়া উপবেশন করিলাম। আমার যে সকল বন্ধু বান্ধব ছিল, তাহারা এই অবস্থা দেখিয়া আমাকে সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া একে একে সকলেই

প্রস্থান করিল। তাহারা যে কোথায়, তাহা আমি জানি না। এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের কাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এই বিপদের সময় আমার বন্ধুনামধারী সকলেই আমাকে সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। কেবল একজন আমাকে পরিত্যাগ করিল না। সে আমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে নহে, আমার পিতার পরিচারক। পিতার মৃত্যুর পর আমাদিগের সমস্ত পরিচারকই একে একে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু, এক ব্যক্তি আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই সে সর্ব্বদা আমার নিকটেই থাকিত। আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর, ঐ পরিচারক কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাহার নিজের চাদর দ্বারা উহার মস্তক উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিল। আমার গাড়ি বাগানের বাহিরে ছিল। সেই গাড়ি সেইস্থানে আনাইয়া ঐ মৃতদেহ ঐ গাড়ির ভিতর স্থাপিত করিল, ও নিজেও তাহার ভিতর উঠিল, আমাকেও উঠাইয়া লইল, ও গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া তখনই সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে কোচম্যানকে কি বলিয়া দিল, তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গাড়ি চলিতে লাগিল। পরিশেষে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই মৃতদেহ লইয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ?" উত্তরে সে কহিল, "এই মৃতদেহ যদি বাগানের মধ্যে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে এ কথা এখনই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; তাহা হইলে আপনার জীবন রক্ষা হইবার উপায় থাকিবে না। যদি কোন গতিকে এই

মৃতদেহ লুকাইতে পারি, অর্থাৎ পুলিস যদি কোন গতিকে এই সন্ধান না পায়, তাহা হইলে আমাদিগের বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নাই। নতুবা আমাদিগের সকলের অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে, তাহা এখন অনুমান করাও সহজ নহে। এ সম্বন্ধে আপনার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা ভাল বিবেচনা করি, তাহাই করিব।”

উহার কথায় আমি আর কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলাম না। চুপ করিয়া সেই গাড়ির মধ্যে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর ঐ গাড়ি আসিয়া এক স্থানে উপনীত হইল। সেইস্থানে ঐ পরিচারক গাড়ি হইতে অবতরণ করিল, ও অপর একটী লোককে ডাকিয়া আনিল। সে যে কে. তাহা আমি জানি না। উহারা উভয়ে ঐ মৃতদেহ গাড়ি হইতে বহির্গত করিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে রাখিয়া দিল। ও আমাকে কহিল, “আপনি এখন বাড়ীতে গমন করুন।” আমি কোন কথা না বলিয়া, সেই গাড়ির মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলাম। ক্রমে গাড়ি আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ইহার পর যে কি হইয়াছিল, তাহা আর আমি বলিতে পারি না। সেই রাত্রিতে আমার সেই পরিচারককে আর দেখিতে পাইলাম না। পর দিবস প্রত্যূষে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, এখন কোন কথা আপনার জানিবার প্রয়োজন নাই, যাহা হইয়াছে, তাহা আমি আপনাকে পরে বলিব। যাহা আমি অবগত আছি, তাহার সমস্ত অবস্থা আমি আপনাকে কহিলাম; এখন আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি করিতে পারেন।

বড় বাবুর কথা শুনিয়া আমি বুঝিলাম, তিনি একটী কথাও মিথ্যা কহেন নাই; যাহা প্রকৃত তাহা কহিয়াছেন। যে পরিচারক সেই মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল, সে সেই সময় বাড়ীতেই ছিল। সে কিরূপ উপায়ে ঐ মৃতদেহ প্রোথিত করিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত তখন কৌতূহল জন্মিল। বড় বাবুকে কহিলাম, "আপনার সেই পরিচারককে একবার ডাকুন। সে ঐ মৃতদেহ কিরূপে প্রোথিত করিল, তাহাও একবার জানিয়া লই।" আমার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার পরিচারককে ডাকাইলেন। দেখিলাম, সেও আমার পরিচিত; বড় বাবুর পিতার সহিত তাহাকে অনেকবার আমি দেখিয়াছি। সেও আমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, ও প্রণাম পূর্ব্বক আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

কিরূপ উপায়ে সে ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, প্রথমতঃ সে কোন কথা বলিতে সম্মত হইল না; কিন্তু পরিশেষে তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলায়, সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল ও কহিল, "যে স্থানে আমি মৃতদেহটী গাড়ি হইতে নামাইয়া লইয়াছিলাম, উহা সহরতলীর অন্তর্গত জঙ্গলময় একটী স্থান। ঐ স্থানে আমার জনৈক বন্ধু বাস করিয়া থাকে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার সেই বন্ধুই আমাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিল। তাহাকেও আমি প্রথমে আসল কথা বলিয়াছিলাম না। মিথ্যা কথা কহিয়া তাহাকে একরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, ও তাহারই সাহায্যে আমি ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত ও লুক্কায়িত করিতে পারিয়াছিলাম।"

আমি। তোমার বন্ধুকে তুমি কি বলিয়াছিলে ও তাহার সাহায্যে কিরূপে তুমি ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত ও লুক্কায়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলে?

পরিচারক। ঐ মৃতদেহ গাড়ি হইতে নামাইয়া লইয়া, আমি আমার মনিবকে সেই গাড়িতেই বাড়ী যাইতে কহি। তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, আমি আমার সেই বন্ধুকে সেইস্থানে ডাকিয়া আনি ও তাহাকে কহি, "এই ব্যক্তির সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এ আমার মনিবের বাড়ীতে আমার সহিত চাকরি করিত। হঠাৎ আমার মনিবের বাড়ীর ছাদ হইতে পড়িয়া ইহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ও তাহাতেই এ ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার মনিবের বাড়ীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, একথা যদি পুলিস জানিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত এই মৃতদেহ আমি এখানে আনিয়াছি ও ইচ্ছা করিয়াছি, কোন একটা বাগানে ইহা প্রোথিত করিয়া রাখিব। কারণ, তাহা হইলে পুলিস ইহার কিছুই অবগত হইতে পারিবে না ও আমার মনিবেরও কোনরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু ভাই, তুমি এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য না করিলে আমি একাকী কোন রূপেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব না। কারণ, মৃতদেহ আমি একাকী কিরূপে এই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারি? অধিকন্তু, আমাকে সাহায্য করিলে তোমার যে কেবলমাত্র বন্ধুর কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে, তাহা নহে; তোমার পরিশ্রমের নিমিত্ত বিশেষ কিছু পারি-

তোষিক তুমি প্রাপ্ত হইবে।” আমার কথা শুনিয়া আমার বন্ধু প্রথমতঃ আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইল; কিন্তু, পরিশেষে সে কিছুতেই আমার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিশেষে সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

তাহারই সাহায্যে আমি একখানি চারিপায়া ও একখানি নববস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ঐ মৃতদেহ সেই চারিপায়ার উপর স্থাপিত করিলাম ও নববস্ত্রের দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিয়া, আমরা উভয়ে ঐ চারিপায়া সমেত সেই মৃতদেহ বহন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। কিছু দূর গমন করিবার পর, আমার মনে হইল, আমরা মৃতদেহ লইয়া যাইতেছি সত্য, কিন্তু মৃত্তিকা খনন করিবার উপযোগী কোন অস্ত্রাদি ত আমরা লইয়া আসি নাই। এই ভাবিয়া রাস্তার এক পার্শ্বে চারিপায়ার সহিত ঐ মৃতদেহটী স্থাপিত করিয়া আমার বন্ধুকে একখানি কোদালি আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম। আমি ঐ মৃতদেহের একটু দূরে উপবেশন করিয়া আমার বন্ধুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই সময় রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমার বন্ধু কোদালি লইয়া প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই কি জানি, কিরূপে সংবাদ পাইয়া পুলিস আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। অনুমানে বোধ হইল, যে সকল পুলিস সেই সময় সেইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সেইস্থানে আগমন করিবার পরই ঐ মৃতদেহটী উত্তমরূপে দেখিলেন ও কি ভাবিয়া যেরূপ অবস্থায় উহা সেইস্থানে ছিল, সেইরূপ অবস্থাতেই তাহা সেইস্থানে রাখিয়া

তিনি অপর কয়েকজন প্রহরীর সহিত সেইস্থান হইতে কোথায় গমন করিলেন। কেবলমাত্র একজন প্রহরীকে সেই লাসের উপর পাহারায় রাখিয়া গেলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমার বন্ধু একখানি কোদালি ও একটী সাবোল লইয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সময় আমার বন্ধু সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় ঐ রাস্তা একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বড়-রাস্তার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ সকলের শোঁ। শোঁ। শব্দ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু কর্ণগোচর হইতেছিল না। কেবল মাত্র শিবা সকলের অশিব রব মধ্যে মধ্যে সেই বৃক্ষাবলীর শোঁ। শোঁ। শব্দ ভেদ করিতেছিল। আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, তাহা ঐ স্থান হইতে একটু দূরে ও একটী বৃক্ষের অন্তরালে; সুতরাং, আমাদিগকে সহজে দেখিতে পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমরা সেইস্থান হইতে উঠিয়া, প্রহরী যে কি করিতেছিল, তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতেছিলাম। সেই সময় প্রহরীর অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের বেশ অনুমান হইল যে, সে অতিশয় ভীত হইয়াছে। প্রহরীর এই অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের কার্য্য সহজে কিরূপে উদ্ধার করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রহরী আরও ভীত হয় কি না, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত আমরা উভয়ে মিলিয়া একবার বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাদিগের চীৎকার শব্দে সেই প্রহরী এরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সংজ্ঞা আছে বলিয়া অনুমান হইতেছে না; একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় সে সেইস্থানে পড়িয়া গিয়াছে।

প্রহরীর এই অবস্থা দেখিয়া আমরা আর কালবিলম্ব করিলাম না। দুই জনে চারিপায়া সমেত ঐ মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া সেইস্থান হইতে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর গমন করিয়া আমরা একটী নিতান্ত পুরাতন বাগানের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। ঐ বাগানের অবস্থা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। সেইস্থানে ঐ মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া আমরা উভয়ে একটী কবর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ঐ মৃতদেহ প্রোথিত করতঃ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। এই কার্য্য সমাপন করিয়া যে সময় আমরা আপনাপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম, সেই সময় রাত্রি আর অধিক ছিল না। ইহার পর যে আর কি হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি।

বড় বাবু ও তাঁহার পরিচারকের কথা শুনিয়া আমাদিগের আর কোন কথা জানিতে বাকী রহিল না। বড় বাবুর সহিত যে সকল লোক বাগানে গমন করিয়াছিল ও সেই পরিচারকের যে বন্ধুর সাহায্যে ঐ মৃতদেহ প্রোথিত হইয়াছিল, তাহাদিগের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমার সহিত অপর যে সকল কর্ম্মচারী আগমন করিয়াছিলেন, ও যাঁহারা সেই বাড়ীর বহির্ভাগে আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলাম। তাঁহারা সকলেই সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। থাকিবার মধ্যে কেবল আমি সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বড় বাবুর ছোট ভাই যাঁহার সহিত আমার সর্ব্ব প্রথমেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে সেইস্থানে রাখিয়া

গমন করিলেন; ও কিয়ৎক্ষণ পরে ফৌজদারী মোকদ্দমায় বেশ পারদর্শী একজন বিচক্ষণ উকীলকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার ছোট ভাই বা উকীল প্রত্যাগমন করিলেন না, সেই পর্য্যন্ত আমিও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম না। উকীল বাবু আগমন করিলে তাঁহার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া আমি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। বলা বাহুল্য, আমি বড় বাবুকে ও তাঁহার পরিচারককে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিলাম না। সেই উকীলও অপর একখানি গাড়িতে আমাদিগের সঙ্গে গমন করিলেন, ও যে পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান হইতে লাগিল, সেই পর্য্যন্ত পুলিসের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। বড়বাবু ও তাঁহার পরিচারক আমার নিকট যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অপর কাহার নিকট স্বীকার করিলেন না। তাঁহার সহিত যে সকল ব্যক্তি বাগানে গমন করিয়াছিল ও যে ব্যক্তির সাহায্যে ঐ মৃতদেহ প্রোথিত হইয়াছিল, তাহারা পুলিসের নিকট প্রথম অবস্থায় দুই এক কথা স্বীকার করিলেও পরিশেষে কিন্তু সমস্ত কথা অস্বীকার করিল।

মোকদ্দমার পরিণাম যাহাই হউক, পুলিসের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এই মোকদ্দমার প্রকৃত কথা যে আমরা অবগত হইতে পারিব, সে ভরসা আমাদিগের ছিল না। কিন্তু ঘটনা-চক্রে পড়িয়া প্রকৃত কথা সমস্তই বাহির হইয়া পড়িল; মোকদ্দমারও কিনারা হইয়া গেল। এই মোকদ্দমায় বড়বাবু ও তাঁহার পরিচারককে আসামী না করিয়া আর আমরা

থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইয়া বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্-কোর্টে সাক্ষীগণের জবানবন্দী দস্তুরমত হইতে লাগিল। আসামীপক্ষে একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়া উহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। স্থানীয় পুলিসকর্ম্মচারী প্রথমে কিরূপে লাসের সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। যে কনেষ্টবলের পাহারা হইতে মৃতদেহ অন্তর্হিত হয়, সে পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ এখন গোপন করিল। আমি যেরূপে মৃতদেহ সন্ধান করিয়া কবর হইতে উহা উঠাইয়া আনিয়াছিলাম, ও যেরূপে ঐ মৃতদেহ সেনাক্ত ও যেরূপে আসামীগণের অনুসন্ধানে ও তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই বর্ণন করিলাম। ডাক্তারের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইল যে, কিরূপ আঘাতে এই হত্যা ঘটিয়াছে। আসামীর বন্ধু-বান্ধবগণ ও যাহার সাহায্যে ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত ও প্রোথিত হইয়াছিল, তাহারা সমস্ত কথা অস্বীকার করিল ও কহিল "আমরা কিছুই অবগত নহি, ও পুলিসকেও কোন কথা কহি নাই।" উপরোক্ত সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতে যে দুইটি স্ত্রীলোকের সম্মুখে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের অনুসন্ধান হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদিগকে আর কেহই দেখিতে পাইলেন না। এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী ঐ দুইটি স্ত্রীলোক; উহাদিগের সাক্ষী ভিন্ন এই মোকদ্দমার কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত পুলিস বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃত-

কার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহারা হঠাৎ যে কোথায় গেল, তাহার কোন সন্ধান কেহ বলিতে পারিল না। মোকদ্দমা ক্রমেই মুলতুবি হইতে লাগিল। আসামীগণ প্রথম প্রথম কিছু দিবস হাজতে থাকিয়া পরিশেষে জামিনে রহিলেন। এ দিকে পুলিস ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়ের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। যখন কোন রূপেই সাক্ষীগণকে পাওয়া গেল না, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীগণকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

এই মোকদ্দমায় সকলেই আমার উপর দোষারোপ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আসামীর পিতার সহিত আমার বন্ধুত্ব থাকায় ও আসামী আমাকে সমস্ত কথা বলিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করায়, আমারই পরামর্শমত ঐ স্ত্রীলোকগণকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়, ও আমার উপর তাহাদিগের অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হইলেও আমি বিশেষ যত্ন করিয়া তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করি নাই বলিয়াই, আসামীগণ এই মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু এই দোষে আমি যে কতদুর দোষী ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। *

DETECTIVE STORIES No. 108. দারোগার দপ্তর ১০৮ সংখ্যা

তারা-রহস্য

(অর্থাৎ তারা-নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোকের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

নবম বর্ষ।] সন ১৩০৭ সাল। [চৈত্র

তারা-রহস্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তারা বড় মানুষের ঘরের পরিচারিকা। বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার অধীন কোন একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে। তারা অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কি তাহার স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়াছিল, তাহার ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মধুসূদন দত্ত কলিকাতার একজন বড়লোক। কলিকাতার ভিতর কয়েকখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী, মফঃস্বলে একটু জমিদারী ও তদ্ব্যতীত কারবারও ছিল। নিজে একখানি বেশ বড় গোছের বাড়ীতেই বাস করিতেন। মধু বাবুর অর্থ যথেষ্টই ছিল; কিন্তু তাহা ভোগ করিবার লোক অধিক ছিল না। মধুসূদনের বয়ঃক্রম এখন প্রায় ৪৫ বৎসর। তাঁহার স্ত্রী নাই। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পর মধুবাবু আর বিবাহ করেন নাই। মধু বাবুর একটী মাত্র পুত্র, নাম কৃষ্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের বয়ঃক্রম ২০।২২ বৎসর হইবে। কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহও অল্প দিন হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী কিরণকে এখন বালিকা বলিলেও চলে, বয়ঃক্রম ১৩ বৎসরের অধিক নহে।

মধুসূদন, কৃষ্ণচন্দ্র ও কিরণ ব্যতীত সেই বাড়ীতে আর কেহই থাকিতেন না। আত্মীয়স্বজন বা অপর কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে মধুবাবু বাড়ীতে স্থান প্রদান করিতেন না। অপরকে ভরণ পোষণ করিতে যে ব্যয় হইবে, সেই ব্যয়কে তিনি অপ-ব্যয় বলিয়া মনে করিতেন। বাড়ীতে একটি কায়স্থের ছেলে ছিল; সেই রন্ধনাদি করিত। তদ্ব্যতীত, একটী পরিচারক ও একটী পরিচারিকা ভিন্ন বাড়ীতে চাকর চাকরাণী আর কেহ ছিল না। পরিচারিকার নাম অমৃত। অমৃতের বাসস্থানও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার অধীন একটী পল্লীগ্রাম। অমৃত অনেক দিবস ঐ দত্ত বাড়ীতে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র তাহারই সম্মুখে জন্মগ্রহণ করেন, ও তাহা কর্ত্তৃকই লালিত-পালিত হন। অমৃত এখন প্রবীণা হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন ঝি বলিয়া সেই বাড়ীর একরূপ সমস্তভারই গ্রহণ করিয়াছে। রন্ধনাদির ব্যবস্থা ও খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত এখন তাহারই দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অমৃত অনেক দিবস পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিলেও বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া সে আপন দেশে গমন করিত ও সেই স্থানে দশ পনর দিবস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় কলি-কাতায় আগমন করিত।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, অমৃত নিয়মিতরূপ দেশে গমন করিয়াছিল। সেবার মাসাবধি কাল আপন দেশে থাকিয়া

কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হয়। অন্যান্য বার সে যেমন একাকীই আগমন করিত, এবার কিন্তু সেইরূপ আসে না। এবার তারাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে।

তারা যখন কলিকাতায় আইসে, তখন তাহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের অধিক ছিল না। সেই হিসাবে এখন তাহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। তারা গৌরাঙ্গী ও সুশ্রী, কিন্তু সধবা কি বিধবা, তাহা তাহাকে দেখিয়া সহজে অনুমান করা কাহারও সাধ্য নহে। তারা সিন্দুর পরে না, কিন্তু দুই হাতে রূপার চুড়ি পরিয়া থাকে। পরিধানেও কখন পাড়ওয়ালা ও কখন বা সাদা থান দেখিতে পাওয়া যায়; ও সদাসর্ব্বদা সে যেন একটু ফিট ফাটে থাকে বলিয়া অনুমান হয়। সে যাহা হউক, তারা সধবা কি বিধবা, তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার স্বভাব চরিত্র যে ভাল, তাহা তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া, তাহার চলন ও চাহনি দেখিয়া, কিন্তু অনুমান হয় না।

মধুবাবু অমৃতের সহিত তারাকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি তোমার কে হয়?" উত্তরে অমৃত কহিল, "এটি আমার কেহ হয় না, আমার স্বদেশীয়, ইহার কেহই নাই। দেশে থাকিয়া অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পায়, তাই আমার সহিত আসিয়াছে। এখানে অনেক বড়লোক আছেন, কাহার বাড়ীতে একটী কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিতে পারিলেই ইহার কষ্ট দূর হইবে; তাই আমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। যে দুই চারি দিবস কোন স্থানে ইহার থাকিবার যোগাড় না করিয়া উঠিতে পারি, সে কয় দিবস এ আমারই নিকট থাকিবে।"

চাকরাণী অমৃতের কথা শুনিয়া মধুবাবু দুই একবার তারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, ও তাহার আপাদ মস্তক উত্তম-রূপে দেখিয়া, পরিশেষে অমৃতকে কহিলেন, "উহার স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হয় ও আমাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারে, তাহা হইলে অপর কোন স্থানে ইহার আর থাকিবার চেষ্টা দেখিতে হইবে না। যেমন তুমি এত দিবস আমার বাড়ীতে কাটাইতে সমর্থ হইলে, এও সেইরূপ অনায়াসেই আমার আশ্রয়ে দিন যাপন করিতে পারিবে।"

মধুবাবুর কথা শুনিয়া অমৃত তাহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃ-পুরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মধু বাবুর কথার আভাষ পাইয়া অমৃত বুঝিতে পারিল যে, তাহার জন্য অপর কোন স্থানে আর চাকরীর যোগাড় করিতে হইবে না। সেই দিন হইতেই অমৃত তারাকে তাহার মনিব বাড়ীর সমস্ত কার্য্য দেখাইয়া দিতে লাগিল। তারা সেই দিন হইতেই গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। প্রথমতঃ তারা খুব মনোযোগের সহিত তাহার কর্ম্মকার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে কোন কার্য্য বলিতে হয় না, বা তাহার নিকট কোন দ্রব্য চাহিতে হয় না। তাহার কার্য্য সে পূর্ব্ব

হইতেই শেষ করিয়া রাখিয়া দেয়। আবশ্যকীয় দ্রব্য চাহিবার পূর্ব্বেই সে তাহা সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। তাহার কার্য্য দেখিয়া, মধু বাবু তাহারি উপরঃ দিন•দিন বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রও ক্রমে ক্রমে তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, মধু বাবুর বাড়ীতে কেবলমাত্র একজন পরিচারক। মধু বাবুর ও কৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্য নির্ব্বাহ ব্যতীত তাহার আর কোন কার্য্য ছিল না। তাঁহা-দিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি ঠিক করা, স্নানের আয়োজন করা ও সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া উপস্থিত মত আদেশ সকল প্রতি-পালন করা তাহার কার্য্য ছিল। তদ্ব্যতীত, স্নানের পূর্ব্বে উভয়-কেই উত্তমরূপে তৈল মাখান, ও বিশ্রাম করিবার কালীন হস্ত পদাদি টিপিয়া দেওয়াও তাহার প্রধান কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পিতা পুত্রের মধ্যে কেহই ধূমপান করিতেন না; সুতরাং, তামাকু প্রায় তাহাকে সাজিতে হইত না। ঐ পরিচারক মধু বাবুর ও কৃষ্ণচন্দ্রের যে সকল কার্য্য করিত, তারা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া সেই সমস্ত দেখিত ও হঠাৎ কোন কার্য্যের আবশ্যক হইলে, সে তাহা নিজেই সম্পন্ন করিত। এইরূপে দশ পনর দিবস অতীত হইতে না হইতেই ঐ পরিচারক পীড়িত হইয়া পড়ে। তারাকে না বলিলেও তারা সেই পরিচারকের সমস্ত কার্য্য নিজ হস্তেই গ্রহণ করে। পরিচারক যেরূপে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, তারা তদ্ধ-পেক্ষা উত্তমরূপে সেই সকল কার্য্য সমাপন করিতে থাকে। তৈল মাখান ও হস্ত পদ টেপা প্রভৃতি কার্য্য সে এরূপ

দক্ষতার সহিত করিতে আরম্ভ করে যে, পিতা পুত্র উভয়েই তাহার উপর বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হন। উভয়েই মনে মনে স্থির করেন, সেই পরিচারক নিজ কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও তাহার উপর ঐ সকল কার্য্যের আর ভারার্পণ করিবেন না, তারাই সেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পিতা পুত্র মনে মনে যাহা ভাবিলেন, আপনা হইতেই কার্য্যে তাহা পরিণত হইল। পরিচারক পীড়িত হইয়া দেশে গমন করিল, আর প্রত্যাগমন করিল না; অথচ তাহার স্থানে আর কোন পরিচারকও নিযুক্ত হইল না; সুতরাং, তারার উপর যে সকল কার্য্যের ভারার্পিত হইয়াছিল, তাহা তাহার উপর ন্যস্ত রহিল।

এ দিকে দিন দিন তারার অবস্থারও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। যে তারার পরিধানে সর্ব্বদাই প্রায় মলিন বস্ত্র থাকিত, সেই তারার অঙ্গে এখন মলিন বস্ত্র আর একেবারেই দেখিতে পাওয়া যাইত না। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাহার অঙ্গে সাদা মোটা থান দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন তাহার পরিধানে পাতলা ও নানারূপ পাড়ওয়ালা কাপড় নয়নগোচর হইত। পূর্ব্বে তাহার হস্তে কয়েকগাছি রূপার চুড়ি ছিল মাত্র। এখন তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ তাহার অঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইল। একগাছি একগাছি করিয়া ক্রমে তাহার দুইগাছি সোণার অনন্ত হইল। দুইগাছি পেটা সোণার বালা ক্রমে তাহার সেই রৌপ্য নির্ম্মিত চুড়ির স্থান অধিকার করিল। সোণার দানায় ক্রমে তাহার কণ্ঠও ভূষিত হইতে লাগিল। এই সকল অলঙ্কার মধু বাবু বা তাঁহার পুত্র যে প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তাহা নহে। তারা নিজে অর্থ দিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ সকল

অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ঐ সকল অর্থ যে সে কোথা হইতে পাইতে লাগিল, তাহা আমরা অবগত নহি। পিতা ও পুত্র তাহা অবগত ছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু, তাঁহারা সে বিষয়ে কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতেন না, এ সংবাদ কিন্তু আমরা রাখি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মধুসূদন দত্তের অন্দরের ভিতর এক দিবস ভয়ানক গোলযোগ উত্থিত হইল। সেই গোলমালের বিষয় ক্রমে অন্দর হইতে সদরে আসিল, সদর হইতে ক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল, ও পরিশেষে সেই সংবাদ ক্রমে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সংবাদ পাইবামাত্রই স্থানীয় পুলিস-কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ মধুসূদন দত্তের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদিগেরও পদধূলি ক্রমে সেইস্থানে পড়িল।

সেইস্থানে গমন করিয়া যাহা দেখিলাম ও যাহা কিছু শ্রবণ করিলাম, তাহাতে বিশেষরূপ বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, মধুসূদন বাবুর বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে অনেকগুলি দেশীয় ভদ্রলোক ও একজন ইংরাজ বসিয়া আছেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার একটু পরেই জানিতে পারিলাম, যে সকল দেশীয় ভদ্রলোক সেইস্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহা-

দিগের মধ্যে দুইজন ডাক্তার, ইংরাজও তাহাই। তাঁহাদিগের নিকট হইতে যতদূর অবগত হইতে পারিলাম, তাহাতে কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিলাম যে, মধুসূদনের পুত্রবধূ বা কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী কিরণের জীবন বিষপানে নষ্ট হইয়াছে। কিরূপে কিরণ বিষপান করিলেন, ও কি রূপেই বা তাঁহার মৃত্যু হইল, তাহার কিছুই আমরা সেই সময় অবগত হইতে পারিলাম না, বা কিরণের মৃতদেহও সেই সময় আমরা দেখিতে সমর্থ হইলাম না। অথচ সেই সময় কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময়ও পাইলাম না। যাহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনস্থ করি, তাহারই নিকট গমন করিয়া দেখি যে, আমাদিগের উপরিতন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ না কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

আমরা এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেও, প্রথম অবস্থায় এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলাম না। আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া, উপরিতন কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত সকলে আসিয়া প্রথম অবস্থায় ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন ; সুতরাং, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের মধ্যে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমরা দূরে থাকিয়া যে সকল বিষয় আপনা হইতেই কর্ণগোচর হইতে লাগিল, তাহাই কেবল শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

মধু বাবু নিজে খুব বড়লোক না হইলেও, কলিকাতার প্রধান প্রধান বড়লোকের সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা এবং বন্ধুত্ব ছিল ; সুতরাং, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া সকলেই আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর

সেইস্থানে উপস্থিত হইবার কারণও সেই বড়লোক—মণ্ডলী। কারণ তাঁহাদিগের ইচ্ছা, ঐ মৃতদেহের অঙ্গ ছেদন করিয়া যাহাতে ডাক্তারের পরীক্ষা না হয়। একে ত অন্তঃপুর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাতে ঐ মৃতদেহ কলেজে লইয়া গিয়া সেইস্থানে ছেদন করিয়া পরীক্ষা করা হইলে মধু বাবুর অবমাননার আর পরিসীমা থাকিবে না। এই নিমিত্তই সাহেব ও বাঙ্গালী ডাক্তারগণের সমাবেশ।

আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী এই অবস্থায় বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, যাহাতে একজন গণনীয় ব্যক্তি অবমানিত হন। অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে ঐ মৃতদেহের পরীক্ষা না হইলেও উহার সৎকার করিবার নিমিত্ত তিনি আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। কারণ সেই সময় যতদূর পর্য্যন্ত তিনি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, যে, কিরণ নিজে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন নাই। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছে। যদি তাঁহার এই ধারণা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ইহা আত্মহত্যা নহে—হত্যা; সুতরাং, হত্যা-মোকদ্দমায় মৃতদেহ ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা না হইলে সেই মৃতদেহের সৎকার কোন রূপেই হইতে পারে না; সুতরাং, তিনিও বিশেষ বিপদে পতিত হইলেন।

পরিশেষে অনেক তর্ক বিতর্ক ও বিবেচনার পর ইহাই, স্থিরীকৃত হইল যে, মৃতদেহ পরীক্ষার্থ কলেজে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যে ডাক্তার সাহেব মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া

থাকেন, তিনি মধু বাবুর বাড়ীতে আসিয়া ঐ মৃতদেহ পরীক্ষা করিবেন।

যাহা স্থির হইল, কার্য্যেও তাহাই হইল। শব-ছেদনকারী ডাক্তার সাহেব সেইস্থানে আগমন করিয়া ঐ মৃতদেহ ছেদন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ও তাঁহার পরীক্ষায় ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, বিষপানই কিরণের মৃত্যুর কারণ।

মৃতদেহের পরীক্ষা হইয়া গেলে, প্রধান কর্ম্মচারীবর্গ এক এক করিয়া সকলেই সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মৃত-দেহেরও সৎকার হইয়া গেল। আমরাও তখন সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীর ভিতর অপর লোকজন কেহই ছিল না। মধু বাবু, কৃষ্ণচন্দ্র, যে ব্যক্তি রন্ধন করিত সেই ব্যক্তি, ও পুরাতন ঝি অমৃত ভিন্ন সেই সময় বাড়ীতে আর কেহই ছিল না। কিরণ মরিয়া গিয়াছে, ও তারা ঝি তাহার পূর্ব্ব দিবস আপন দেশে গমন করিয়াছে। ঘরের কথা মধু বাবু ও কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে কোন রূপে পাইবার আশা নাই। যদি কিছু পাওয়া যায়, সেই পাচক ও অমৃত ঝির নিকট হইতে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, আমরা উভয়কে সঙ্গে লইয়া সেই

স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু আমাদিগের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, মধুবাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র যতদূর অবগত আছেন বা যতদূর তাঁহারা আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিতে সঙ্কুচিত হন না, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু জানিতে পারিলাম, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

কিরণ বালিকা, সংসারের কোন বিষয়ের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্র বা মধুবাবু যাহা বলিতেন, কিরণ হাসিতে হাসিতে তখনই তাহা সম্পন্ন করিত। সাংসারিক কোন বিষয় লইয়া কখন কিরণ তাহার মনের ভাব কাহার নিকট প্রকাশ করে নাই। সর্ব্বদাই তাঁহাকে হাস্যবদনে দেখিতে পাওয়া যাইত। অমৃতের সহিত উহাঁর প্রণয় কিছু অধিক ছিল। অমৃত তাঁহাকে আপন মনিব বলিয়া জানিত না। আপন কন্যার ন্যায় ভালবাসিত ও সদা সর্ব্বদা কিরণের নিকট থাকিয়াই সে দিন নির্ব্বাহ করিত।

কি কারণে কিরণ বিষপান করিলেন, এখন তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু, তাহা এখন কিরূপ জানা যাইতে পারে? কিরণ নাই; সুতরাং, প্রকৃত কথা এখন কাহার নিকট হইতে অবগত হইতে পারা যাইবে? তবে যদি বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কিরণ তাঁহার মনের কথা অমৃতকে কহিয়া থাকেন, ও অমৃত যদি ঠিক সেই কথা গুলি মনে করিয়া এখন বলিতে পারে, তাহা হইলেই এই ঘটনার প্রকৃত অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে পারিবার সম্ভা-

বনা ; নতুবা এই অমানুষী ঘটনা তিমির অন্ধকারের মধ্যেই রহিয়া যাইবে। মধুবাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র এখন যেরূপ শোকাক্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতে এখন তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার যথাযথ উত্তর পাইবার কোন রূপ সম্ভাবনা নাই। বিশেষ ভিতরের অবস্থা অগ্রে কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে না পারিলে, তাঁহাদিগকে কোন কথা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করাও অসম্ভব। পূর্ব্বে অমৃতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেখি, তাহার নিকট হইতে কোন আবশ্যকীয় কথা পাওয়া যাইতে পারে কি না। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমাদিগের মনের কথা মধুবাবুকে কহিলাম। তিনি আমাদিগের প্রস্তাবের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া, অমৃতকে আমাদিগের সম্মুখে ডাকাইয়া আনিলেন। যে সময় আমরা সেইস্থানে ছিলাম, বা যে স্থানে অমৃত আসিয়া উপস্থিত হইল, সেইস্থান লোকজনে তখন প্রায় পূর্ণ ছিল ; সুতরাং, সেইস্থানে অমৃতকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকে একটু নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলাম, ও সেইস্থানে উপবেশন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমৃতের সহিত আমাদিগের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাঠকগণের মধ্যে ভাল না লাগিলেও তাহার একটু বিবরণ এইস্থানে প্রদান না করিলে, প্রকৃত কথার কিছুই পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন না বলিয়া, যতদূর সম্ভব, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইস্থানে লিপিবদ্ধ হইল।

আমি অমৃতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অমৃত, তুমি পুরাতন লোক ও এই বাড়ীর সমস্ত অবস্থা তুমি যেরূপ অবগত আছ, তাহা যাহাদিগের বাড়ী তাহারাও ততদূর অবগত নহে। এ বাড়ীতে এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিল কি প্রকারে?"

অমৃত। আমিও ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু মহাশয়, যে সংসারে একবার পাপ প্রবিষ্ট হয়, সেই সংসারের অবস্থা প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে।

আমি। আমরা এই সংসার নিষ্পাপ সংসার বলিয়া জানি; তবে, এখন এই সংসারে এমন কি ভয়ানক পাপ প্রবিষ্ট হইল?

অমৃত। মহাশয় আমি এই বাড়ীর নিতান্ত পুরাতন লোক হইলেও আমি চাকরাণী; সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার আমার হস্তে অর্পিত থাকিলেও আমি সামান্য পরিচারিকা। ইহাদিগের ভাল মন্দ,

কল্যাণ অকল্যাণের দিকে যতই আমি কেন দৃষ্টি রাখি না, সামান্য পরিচারিকার দৃষ্টিতে তাহার আর কি হইতে পারে? তা যাক্ সে সব কথায় কাজ নাই। আমি যেমন চাকরাণী সেইরূপ চাকরাণীর মতনই আমার থাকা কর্ত্তব্য। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, করুন।

আমি। তোমাকে এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কিরণের এরূপ অবস্থা ঘটিল কেন?

অমৃত। তাহাই যদি আমি জানিতে পারিব, তাহা হইলে উহার ঐ রূপ অবস্থাই বা ঘটিতে পারিবে কেন? কিরণকে কেবলমাত্র আমি মনিব-পত্নী বলিয়া জানিতাম না। তাহাকে আমি আমার কন্যা বলিয়া জানিতাম, ও কন্যার ন্যায় তাহাকে আমি লালন পালন করিতাম। তাহাকে হারাইয়া আমি আমার একমাত্র কন্যাটীকে হারাইয়াছি।

আমি। যে পর্য্যন্ত কিরণ অসুস্থ ছিল, তুমি সেই পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তাহার নিকট ছিলে?

অমৃত। কিরণের অসুখ হওয়ার পর হইতে একবারের নিমিত্তও আমি তাহার শয্যা পরিত্যাগ করি নাই।

আমি। কোন সময় হইতে তুমি জানিতে পার যে, কিরণের অসুখ হইয়াছে।

অমৃত। কল্য বৈকাল হইতেই আমি জানিতে পারি। কিরণ আমাকে মা বলিয়া ডাকিত, বৈকালেই সে আমাকে কহে, "মা আমার বুক জ্বলিয়া গেল, আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে; বোধ হয়, কেহ আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে। কারণ বিষের যন্ত্রণা ভিন্ন এরূপ যন্ত্রণা আর যে কিছু হইতে

পারে, তাহা আমি কখনও শুনি নাই। কিরণের এইকথা শুনিয়া আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু দেখিলাম, যখন মা আমার কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না, তখন আমি কর্ত্তা ও কৃষ্ণচন্দ্র উভয়কেই এই সংবাদ প্রদান করিলাম। তাঁহারা উভয়েই বাড়ীর ভিতর আসিয়া কিরণকে দেখিলেন; কিন্তু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তারকে আনাইলেন। ডাক্তার আসিয়া কিরণকে উত্তমরূপে দেখিলেন ও কহিলেন, "প্রবল বিষে ইহার শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইনি বিষপান করিয়াছেন।" কিরণ নিজেই যাহা বলিয়াছিলেন, ডাক্তারও যখন তাহাই কহিলেন, তখন আমাদিগের মনে অপর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার শরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদিগের তখন বিশ্বাস হইল।

আমি। বিষ কোথা হইতে আসিল?

অমৃত। তাহার ত কিছুই আমি জানি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি। কল্য কিরণ আহার করিয়াছিলেন কখন?

অমৃত। বেলা আন্দাজ ১০টা কি ১১টার সময় তিনি আহার করিয়াছিলেন।

আমি। আহারের পর তাঁহার শরীর কিরূপ ছিল?

অমৃত। খুব ভাল ছিল, কোনরূপ অসুখ হয় নাই।

আমি। তাহা হইলে কি, আহার করিবার পর হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইতে আরম্ভ হয়?

অমৃত। বৈকালে জলযোগের পর হইতেই তাঁহার অসুখ হয়

আমি। বৈকালে তিনি কি জলযোগ করিয়াছিলেন?

অমৃত। বিশেষ কিছুই খান নাই,—একটী সন্দেশ, একটী কি দুইটী রসগোল্লা ও একটু সরবত।

আমি। সন্দেশ ও রসগোল্লা কোথা হইতে আসিয়াছিল?

অমৃত। বাজার হইতে যেমন আসিয়া থাকে, সেইরূপই আসিয়াছিল।

আমি। কে আনিয়াছিল?

অমৃত। আমাদিগের বাড়ীর কেহ আনে নাই। যে ময়রা প্রত্যহ যোগান দিয়া থাকে, সেই দিয়া গিয়াছিল।

আমি। সেই সন্দেশ বা রসগোল্লার অবশিষ্ট আছে কি?

অমৃত। না, তাহার আর কিছুই নাই, সমস্তই খাওয়া হইয়া গিয়াছে।

আমি। ঐ সন্দেশ ও রসগোল্লা কিরণ ব্যতীত আর কে খাইয়াছিল?

অমৃত। সকলেই খাইয়াছিল। কর্ত্তাবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই তাহা আহার করিয়াছিলেন। আমিও খাইয়াছিলাম।

আমি। উহা খাওয়ার পর তোমাদিগের কোনরূপ অসুখ হয় নাই?

অমৃত। না, আমি ত কোনরূপ অসুখ বুঝিতে পারি নাই।

আমি। কিরণ সরবত খাইয়াছিলেন, বলিলে না?

অমৃত। হাঁ।

আমি। সে সরবত আর কে কে খাইয়াছিল?

অমৃত। আর কেহ খায় নাই, কেবল কিরণই উহা পান করিয়াছিল।

আমি। কিসের সরবত ?

অমৃত। ওলার সরবত।

আমি। সে সরবত কে প্রস্তুত করিয়াছিল ?

অমৃত। আমিই প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

আমি। ওলা পাইলে কোথা হইতে ? উহাও কি বাজার হইতে আনা হইয়াছিল ?

অমৃত। না, কিরণ ওলার সরবত খাইতে ভালবাসে ও বাল্যকাল হইতে তাহার সেই অভ্যাস আছে। তাই তাহার মা মধ্যে মধ্যে কতকগুলি করিয়া ওলা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। প্রত্যহ উহার একটী করিয়া ভিজাইয়া রাখি ও জলযোগের সময় আমি উহা কিরণকে দিয়া থাকি।

আমি। কল্য সেই ওলা কে ভিজাইয়াছিল ?

অমৃত। আমি।

আমি। জল পাইয়াছিলে কোথা ?

অমৃত। আমি কল হইতে জল ধরিয়া, সেই জলে উহা ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম।

আমি। ঐ ওলা কোথায় থাকে ?

অমৃত। একটী হাঁড়ির মধ্যে।

আমি। সেই হাঁড়ি থাকে কোথায় ?

অমৃত। কিরণের ঘরের মধ্যেই উহা থাকে।

আমি। ঐ হাঁড়ি হইতে ওলা লইয়া আর কেহ খাইয়া থাকে কি ?

অমৃত। বাড়ীর আর কেহই উহা খায় না, কেবল কিরণই খাইয়া থাকে।

আমি। উহাতে আর কতগুলি ওলা আছে ?

অমৃত। অধিক নাই, যাহা ছিল তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয়, কেবল ২।৪টী আছে মাত্র।

আমি। ঐ হাঁড়িতে যে ওলা থাকে, তাহা কে কে জানে ?

অমৃত। আমি জানি, তারা জানিত ও কিরণ জানিত। আমরা এই তিন জন ব্যতীত আর কেহ অবগত আছে কি না, তাহা আমি জানি না।

আমি। কিসে করিয়া কল্য ওলা ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল ?

অমৃত। যাহাতে প্রত্যহ ভিজাইয়া রাখা হয়, তাহাতেই উহা ভিজান হইয়াছিল। উহা একটী কাঁচের বাটী।

আমি। ওলার সরবত পান করার পর, ঐ বাটী কি সেইরূপ অবস্থায় আছে, না, পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে ?

অমৃত। আমি উহা উত্তমরূপে ধুইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

আমি। যে পাত্রে ওলা আছে, সেই পাত্র সহিত যে কয়েকটী ওলা আছে, তাহা আমাদিগকে দেখাইতে পার ?

অমৃত। পারিব না কেন ?

এই বলিয়া অমৃত অন্তঃপুরের মধ্যে গমন করিল ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই হাঁড়ি সহিত প্রত্যাগমন করিল। দেখিলাম, উহার মধ্যে ৩টী মাত্র ওলা আছে ও কতকগুলি ওলা চূর্ণ রহিয়াছে।

অমৃতের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা উহা তৎক্ষণাৎ রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হাঁড়ি সহিত ওলা সকল সরকারি রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করিয়া পুনরায় অমৃতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি যে বলিতেছিলে, যে সংসারে পাপ প্রবেশ করে সেই সংসারের অবস্থা প্রায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তোমার ও কথার অর্থ কি? তুমি সমস্ত কথা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বল। এখানে অপর কেহই নাই ও তুমি যাহা আমাদিগকে কহিবে, তাহা তোমার মনিব বা অপর কাহার কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা সমস্তই গোপন করিয়া রাখিব। তোমার নিকট হইতে যদি সমস্ত অবস্থা আমরা অবগত হইতে না পারি, তাহা হইলে কে কিরূপে এইরূপ সর্ব্বনাশ করিল, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব?"

আমার কথা শুনিয়া অমৃতের চক্ষু হইতে দুই একবিন্দু জল ঝরিল ও পরিশেষে সে কহিল, "যে দিন হইতে আমি তারাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া এই সংসারের ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছি, সেই দিবস হইতেই এই সংসারের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তারা রাক্ষসী যে কিরূপে অগ্রে মধু বাবুকে ভুলাইয়াছে, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কৃষ্ণচন্দ্রও যে কি নিমিত্ত সদা সর্ব্বদা তাহার বিশেষরূপ পক্ষপাতী, তাহারও কিছুই আমি স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। তারা যে কোন কার্য্যই

করুক না কেন; যে কোনরূপ অপরাধই করুক না কেন, তাহার দোষ কেহই দেখেন না; তারা যা' করে তাই ঠিক। তারা উঠিতে বলিলে বাপ বেটায় উঠেন, চলিতে বলিলে বাপ বেটায় চলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সময় সময় তাহার কোন কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করেন বটে, কিন্তু মধু বাবু তাহাকে একেবারে কোন কথাই বলেন না। তারা চাকরাণী, কিন্তু তাহাকে চাকরাণী বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয়, সে যেন এই বাড়ীর সর্ব্বময়কর্ত্রী। কিরণকে তারা একেবারেই দেখিতে পারিত না; কিন্তু সে এরূপ চতুরা, তাহা কোন রূপে প্রকাশ পাইতে দিত না। আমি পুরাতন বলিয়াই তাহার মনের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু মধুবাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিরণ কিন্তু তাহা বেশ বুঝিতে পারিত, বুঝিয়াও সে তারার বিপক্ষে কোন কথা তাহার স্বামী বা শ্বশুরের কর্ণগোচর করিতে সাহসী হইত না। মনের কথা কেবল আমাকেই কহিত ও মনের দুঃখে সময় সময় আমার নিকট কাঁদিত। আমি তাহাকে কত বুঝাইতাম ও কত সান্ত্বনা করিতাম। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ও আমার সান্ত্বনায় শান্ত হইয়া সে দিনযাপন করিত। তারার যেরূপ চরিত্র, ক্রমে তাহা আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তারা ও আমি ভিন্ন আর কেহই তাহা অবগত নহে। আজ যদি তারা এ বাটীতে থাকিত, তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট কহিতাম, কিরণকে তারা ব্যতীত অপর কেহই বিষ খাওয়ায় নাই। তারা কিরণকে হত্যা করিয়াছে। তাহার নিজের কোন অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার মানসে সে এই সোণার সংসারকে একেবারে মজাইয়াছে; কিন্তু যখন এক দিবস পূর্ব্ব হইতে তারা নাই,

সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এক দিবস পূর্ব্বে সে আপন দেশে গমন করিয়াছে, তখন যে এই ভয়ানক কার্য্য তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, এ কথা আমি বলিতে পারি না। বলাও যুক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ, তার বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার প্রায় দুই দিবস পরে কিরণের শরীরে বিষের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি যাহা অবগত আছি, তাহার প্রায় সমস্তই আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আপনারা এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন। এরূপ মহাপাপ কোন সংসারে প্রবিষ্ট হইলে, পরিণামে যে কি দশা হয়, তাহা আপনারা অনুমান বা বিশ্বাস করিতে পারেন কি ? বোধ হয় পারিবেন না।"

অমৃতের কথা শুনিয়া তাহার মনের কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ; কিন্তু, অনুমান হইল, তারা মহা-পাতকী। তাহার নিমিত্তই এই সোণার সংসার বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে।

অমৃতের কথায় আরও একটী সন্দেহ আসিয়া আমাদিগের মনে উদিত হইল। সে সন্দেহ কি, তাহা পাঠকগণ কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছেন কি ? আমাদিগের মনে হইল, কোনরূপ বিষ-পান করিয়া কিরণ আত্মহত্যা করেন নাই তো ? যে তারার উপর কিরণ সর্ব্বদা অসন্তুষ্টা থাকিতেন, যাহার অত্যাচারের কথা তিনি আপন স্বামীকে পর্য্যন্ত বলিতেও সাহসী হইতেন না, অথচ কোন কথা বলিলেও কৃষ্ণচন্দ্র তাহার দণ্ডবিধানের চেষ্টা না করিয়া, বরং তারার পক্ষ সমর্থন করিতেন ও কিরণকে অনর্থক তিরস্কার করিতেন, এরূপ অবস্থায় মনের জ্বালায় কিরণ আত্মহত্যা করিতে পারে না কি ? এ দিকে বিশেষ বিবেচনা

করিয়া দেখিতে গেলে, কিরণকে বালিকা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। সে যদি নিজের দেহ নষ্ট করিবার নিমিত্ত নিজেই বিষপান করিবে, তাহা হইলে যে সময় সে বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় 'কেহ আমাকে বিষপান করাইয়াছে' এরূপ কথা প্রকাশ করিবে কেন? বিশেষ সে বালিকা ও কুলবধূ। সে বিষ পাইবে কোথা? এদিকে সেই বাড়ীর ভিতর এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না যে, সে কিরণকে বিষ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়। মধু বাবুর দ্বারা এ কার্য্য হইতে পারে না। এরূপ কোন কারণ দেখিতেছি না, যাহাতে কৃষ্ণচন্দ্র এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। অমৃত কিরণকে আপন কন্যার অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিত; সুতরাং, অমৃতের দ্বারা এই ঘটনা সম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তারা এখানে নাই; সুতরাং, এই কার্য্য যে সে করিয়াছে, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? অপর লোকের মধ্যে কেবল যে ব্যক্তি রন্ধন করিয়া থাকে। সেই বা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে কেন? বিশেষ তাহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি আহার করিবার পর কিরণের কোনরূপ অসুখই বোধ হয় নাই। বিশেষ তাহার বিপক্ষে এরূপ কোন কারণই অনুমিত হইতেছে না, যাহার দ্বারা সে এই মহাপাপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অধিকন্তু, তাহাকে দেখিয়া ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, কিরণের মৃত্যুতে সে শোক-সন্তাপিত হইয়াছে। তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে। সে কোনরূপেই তাহার চক্ষুজল সম্বরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কিরণের বিষ প্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ নানা কথা মনে আসিয়া উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান উপলক্ষে নিরর্থক দুই দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু, কোন ফলই হইল না। তৃতীয় দিবস সরকারি রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট হইতে অবগত হইতে পারা গেল যে, আমরা পরীক্ষার নিমিত্ত যে সকল ওলা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই বিষ মিশ্রিত ও উহার প্রত্যেকটীর মধ্যে এরূপ পরিমাণে বিষ সংযুক্ত আছে যে, তাহার কোনটী কোনরূপে কাহার গলাধঃকরণ হইলেই তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট হইতে এই কথা অবগত হইতে পারিয়া, আমাদিগের অনুসন্ধানের একটু পথ উন্মুক্ত হইল; ওলা ভিজা খাইয়াই যে কিরণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহা এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এখন আমাদিগের অনুসন্ধানের প্রধান অবলম্বন—ওলার সহিত কিরূপে বিষ সংমিলিত হইল? এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে ওলা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা অমৃতকে

জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তাহাকে আবার ডাকাইলাম। সে আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কহিলাম, "কি, কারণে যে কিরণের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি।"

অমৃত। কি জানিতে পারিয়াছেন? কি কারণে আমার কিরণের মৃত্যু হইয়াছে?

আমি। বিষ খাইয়াই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অমৃত। এ কথা ত আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি। বিষ খাওয়াইল কে?

আমি। তুমি।

অমৃত। আমি কিরণকে বিষ খাওয়াইয়াছি?

আমি। হাঁ।

অমৃত। তাহা হইলে তো আপনাদিগের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আমাকে যেরূপ দণ্ড বিধান করিতে চাহেন, সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারেন। আমিও কিরণের শোক কোনরূপেই নিবৃত্তি করিতে পারিতেছি না। আপনাদিগের অনুগ্রহে কোন গতিকে যদি তাহার শোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব ও ঈশ্বরের নিকট আপনাদিগের দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিব।

আমি। দেখ অমৃত, আমরা তোমাকে মিথ্যা কথা কহিতেছি না; প্রকৃতই তুমি কিরণকে হাতে করিয়া বিষ পান করাইয়াছ।

অমৃত। আমি?

আমি। হাঁ।

অমৃত। আমি কিরূপে তাহাকে বিষ খাওয়াইলাম?

আমি। ওলার সরবত কিরণকে কে পান করিতে দিয়াছিল?

অমৃত। আমি।

আমি। উহার ভিতর বিষ ছিল।

অমৃত। তাহা হইবে কি প্রকারে? ঐ ওলাতো আমি প্রত্যহই কিরণকে দিয়া থাকি। তাহা হইলে এতদিন জানিতে পারিতাম না কি, যে উহার ভিতর বিষ আছে?

আমি। উহাতেই বিষ ছিল। ও যে সকল ওলা এখনও আছে, তাহার মধ্যেও বিষ আছে।

অমৃত। ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, ঐ ওলা একটী আমাকে দেও দেখি, আমি খাইয়া দেখি উহার ভিতর প্রকৃত বিষ আছে কি না।

আমি। ঐ ওলা খাইলে তোমার অবস্থা কিরণের দশাই হইবে, তুমিও মরিয়া যাইবে।

অমৃত। তাহা হইলে তো ভালই হয়। আমি যদি কোন রূপে কিরণের নিকট গমন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল, তাহা হইলেই আমি সমস্ত দুঃখ ভুলিতে পারিব।

আমি। আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন আমি তোমাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর।

অমৃত। করুন।

আমি। এ ওলা কোথা হইতে আসিয়াছিল?

অমৃত। তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। কিরণের মাতা ঐ ওলা তাঁহার বাড়ী হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমি। কত দিবস হইল, তিনি ওলা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন?

অমৃত। প্রায় একমাস হইবে।

আমি। যে হাঁড়িতে ওলা থাকিত, সেই হাঁড়ি সহিত তিনি উহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন কি?

অমৃত। একখানি থালায় করিয়া তিনি পাঠাইয়া দেন। ঐ থাল হইতে উঠাইয়া একটি নূতন হাঁড়িতে আমি উহা রাখিয়া দি।

আমি। যে নূতন হাঁড়িতে করিয়া তুমি উহা রাখিয়াছিলে, সেই হাঁড়িটি বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলে কি?

অমৃত। আমি উত্তমরূপে উহা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া ছিলাম। ঐ হাঁড়িটী বেশ করিয়া প্রথমে ধুইয়া ফেলি, ও রৌদ্রে শুখাইয়া তাহার মধ্যে ঐ সকল ওলা আমি রাখিয়া দি।

আমি। যে স্থানে ওলা রক্ষিত ছিল, সেই স্থানে কাহার কাহার যাতায়াত ছিল?

অমৃত। উহা কৃষ্ণচন্দ্রের শয়নের ঘর; সুতরাং, কৃষ্ণচন্দ্র ও কিরণ উহা জানিতেন; তদ্ব্যতীত, আমার ও তারার সেই, স্থানে যাতায়াত ছিল।

আমি। যে ব্যক্তি তোমাদিগের রন্ধনাদি করে?

অমৃত। তাহাকে কখন ঐ ঘরের মধ্যে যাইতে দেখি নাই।

আমি। ওলার সরবত প্রস্তুত করার কার্য্য তোমারই ছিল?

অমৃত। আমিই উহা প্রস্তুত করিতাম।

আমি। তারা?

অমৃত। তারাকে কখন আমি ঐ কার্য্য করিতে দেখি নাই।

আমি। যে দিবস তারা দেশে গমন করে, সেই দিবস সে কোন্ সময় এই স্থান হইতে গমন করিয়াছিল?

অমৃত। খুব প্রত্যূষে সে গমন করিয়াছিল।

আমি। তাহার সহিত আর কেহ গিয়াছিল?

অমৃত। কর্ত্তা বাবুর গাড়ির সহিস তাহার সহিত গমন করিয়াছিল।

আমি। সে কতদূর গিয়াছিল বলিতে পার?

অমৃত। সে আর্ম্মানি ঘাট পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাহাকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া আসে। যতক্ষণ ষ্টিমার না ছাড়িয়া দেয়, ততক্ষণ সে সেইস্থান হইতে চলিয়া আসে নাই।

আমি। যে দিবস তারা চলিয়া যায়, সেই দিবসও নিয়মিত রূপে কিরণ সরবত পান করিয়াছিল?

অমৃত। না, সে দিবস কিরণ সরবত পান করে নাই।

আমি। কেন, সে দিবস তুমি কি সরবত প্রস্তুত কর নাই?

অমৃত। প্রস্তুত করিয়াছিলাম, প্রস্তুত হইবার পর উহা একটী বাটীতে করিয়া কিরণকে পান করিতে দি। সেই সময় কিরণ কি একটু কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, তিনি উহা তাঁহার নিকট রাখিয়া দেন। সেই সাবকাশে একটী বিড়াল আসিয়া উহার কতক অংশ পান করিয়া ফেলে; সুতরাং, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট আর আমি তাহাকে পান করিতে না দিয়া উহা ফেলিয়া দি, ও পুনরায় সরবত প্রস্তুত করিয়া দিতে

চাহি; কিন্তু, কিরণ বারণ করেন; সুতরাং, আমিও আর প্রস্তুত করি না, তিনিও উহা পান করেন না।

আমি। যে বিড়ালটী সেই দিবস ঐ সরবত পান করিয়াছিল, সেই বিড়ালটী এখন কোথায়?

অমৃত। সেই দিন হইতে আর আমি ঐ বিড়ালটীকে দেখিতে পাই নাই।

আমি। যে বিড়ালটী ঐ সরবত পান করিয়াছিল, সে কি কেবল সেই দিবসই তোমাদিগের বাড়ীতে আসিয়াছিল, না ইহার পূর্ব্বেও তাহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতে?

অমৃত। সেই বিড়ালটীকে সদা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। সে সর্ব্বদা এই বাড়ীর ভিতরই ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু সরবত পান করার পর হইতে আর তাহাকে একবারও দেখিতে পাই নাই।

আমি। তাহা হইলে সেও বোধ হয় মরিয়া গিয়াছে।

অমৃত। তাহা ত কিছুই জানিতে পারি নাই।

যে সময় আমি অমৃতকে সেই বিড়ালের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, সেই সময় সেইস্থান দিয়া সেই বাড়ীর পাচকটী গমন করিতেছিল। সে আমাদিগের কথা শুনিয়া সেই স্থানে একটু দাঁড়াইল, ও অমৃতকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিড়ালের কথা কি বলিতেছ?"

অমৃত। আমাদিগের বাড়ীতে যে বিড়ালটী সদা সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই বলিতেছিলাম।

পাচক। কোন্ বিড়ালটী? সেই সাদা বিড়াল?

অমৃত। হাঁ।

পাচক। সে মরিয়া গিয়াছে।

অমৃত। সে কবে মরিল?

পাচক। যে দিবস বউ-দিদির এই অবস্থা ঘটে, সেই দিবস অতি প্রত্যূষে তাহাকে মৃত অবস্থায় পায়খানার ভিতর পাওয়া যায়। সেইস্থান হইতে তাহাকে বাহির করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। তথা হইতে বোধ হয়, ডোমেরা উহা উঠাইয়া লইয়া গিয়া থাকিবে। কারণ, কিছুপরে সেইস্থানে উহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

অমৃত। ইহার কিছুই আমি পূর্ব্বে শুনি নাই।

ইহাদিগের কথা শুনিয়া সেই সময় আমার প্রতীতি জন্মিল যে, সেই বিড়ালের মৃত্যুর কারণও বিষপান। তারা ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া দেশে গমন করিবার পর ওলার হাঁড়িতে যে কয়েকটী ওলা ছিল, তাহার সমস্তই বিষাক্ত। সেই দিবস কিরণের নিমিত্ত যে সরবত প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাতেও বিষ ছিল। উহা পান করিয়া সেই দিবসেই কিরণের প্রাণবায়ু শেষ হইত, কিন্তু সেই দিবস ঐ বিড়াল কর্ত্তৃক তাহার জীবনরক্ষা হয়। ঐ সরবত পান করিতে কিরণের একটু বিলম্ব হয়। সেই সুযোগে ঐ বিড়ালটী আসিয়া উহা পান করে। বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সরবত অমৃত আর কিরণকে পান করিতে দেয় নাই বলিয়াই, কিরণ সে দিবস রক্ষা পান; নতুবা, আর এক দিবস পূর্ব্বেই কিরণকে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে হইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অমৃতের নিকট হইতে এই সকল সমাচার অবগত হই-বার পর হইতে আমাদিগের মনের গতি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই সময় কে যেন আসিয়া আমাদিগের কাণে কাণে বলিয়া দিল, "তোমরা এখন তারারই অনুসন্ধান কর। তারা ব্যতীত এ কার্য্য আর কাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। কোন গভীর দুরভিসন্ধি সাধন করিবার মানসে তারা বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে অবশিষ্ট সমস্ত ওলায় বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া আপন দেশে চলিয়া গিয়াছে। কারণ সে বিশেষরূপে অবগত আছে যে, কিরণ ব্যতীত এই ওলা আর কেহই খায় না; সুতরাং, কিরণ ভিন্ন উহাতে আর কাহারও জীবননাশের সম্ভাবনা নাই। সে আরও স্থির করিয়া গিয়াছে যে, কিরণের জীবিতাবস্থায় যখন সে আপন দেশে গমন করি-তেছে, তখন কিরণের মৃত্যুর পর তাহার উপর কোন রূপেই সন্দেহ হইতে পারিবে না; সুতরাং, তাহার অনিষ্টের আর কোন রূপ সম্ভাবনাই থাকিবে না; অথচ তাহার গূঢ় অভিসন্ধি অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে।"

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, তারার অনুসন্ধান করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য, ইহাই এখন সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া লই-লাম। ও পর দিবস অমৃতকে সঙ্গে লইয়া তারার অনু-

সন্ধানে, বহির্গত হইলাম, এবং আর্ম্মানি ঘাটে গমন করিয়া, ষ্টীমারে আরোহণ পূর্ব্বক, মেদিনীপুর অভিমুখে গমন করিলাম। তারা অমৃতের স্বদেশীয়া; সুতরাং, অমৃতের সাহায্যে তাহার বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে আমাদিগের কোনরূপ কষ্টই হইল না। যেমন অনায়াসেই তারার বাড়ী পাইলাম, তারাকেও সেইরূপ সহজে প্রাপ্ত হইলাম। আরও দুই তিনটি স্ত্রীলোকের সহিত একত্রে বসিয়া সেই সময় তারা নানারূপ খোস গল্পে নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ অমৃত ও আমাকে দেখিয়া সে যেন একেবারে চমকিত হইল ও কহিল, "ইনি কে? আর হঠাৎই বা তুমি এখানে আসিলে কেন?"

এই কথার উত্তর আমি আর অমৃতকে প্রদান করিতে দিলাম না। তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই আমি কহিলাম, "আমরা যে কেন হঠাৎ তোমার নিকট আগমন করিলাম, তাহা আর তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? নিজের মনকেই কেন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না? যে ধীবর মৎস্য ধরিবার আশায় জাল ঠিক রাখিয়া একটু দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেই জালে মৎস্য পড়িলে কি সে বুঝিতে পারে না, যে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে? তুমিও যে ভয়ানক আশা-মৎস্য ধরিবার মানসে সর্ব্বনাশকারী জাল বিকীর্ণ রাখিয়া সুদূরে আসিয়া বসিয়া আছ, এখন যাইয়া দেখ, তোমারও সেই অভেদ্য জালে তোমার অভীপ্সিত মৎস্য পতিত হইয়াছে। কিন্তু যে সাধের আশা করিয়া ঐ মৎস্য ধরিতে বসিয়াছ, তোমার সেই আশা পূর্ণ হওনার পূর্ব্বেই তোমারও সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। ঐ সাধের মৎস্য

ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই উহার প্রবল কাঁটা তোমার গলায় বিদ্ধ হইয়া তোমাকেও সেই মৎস্যের সহগামিনী করিবে। এখন বুঝিতে পারিলে যে, আমরা কেন হঠাৎ এখানে আগমন করিলাম।"

তারা। আপনার কথা ত আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

আমি। তুমি আমার অপেক্ষা আমার কথা অধিক বুঝিতে পারিতেছ। এখন আমার সহিত চল; কলিকাতায় গিয়া তোমার সাধের মৎস্য ভক্ষণ করিয়া আইস।

তারা। কিসের সাধ?

আমি। কিসের সাধ তাহা জান না? তোমার নিজের সাধ তুমি জান না? যে সাধের আশায় মধু বাবুর সোণার সংসার ভস্মে পরিণত করিতে বসিয়াছ, যে সাধের আশায় কৃষ্ণচন্দ্রের কপালে প্রজ্জ্বলিত বহ্নি সংস্থাপিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছ, সেই সাধ কি তাহা তুমি জান না? জান, খুব জান। যে কার্য্য স্বহস্তে সাধিত করিয়াছ, তাহা তুমি অবগত নহ বলিয়া কাহার নিকট ভাণ করিতে বসিয়াছ? চল, আমার সহিত এখনই তোমাকে গমন করিতে হইবে। আমারই হস্তে তোমার সাধ পূর্ণ হইবে!

তারা। কোথায় যাইব? আপনি কে? আপনার সহিত আমাকে এখনই কোথা যাইতে হইবে?

আমি। আমি যে হই, তাহা তুমি জানিতে পারিবে। এখন আমার সহিত তোমাকে কলিকাতায় গমন করিতে হইবে। মধু বাবুর বাড়ীতে তোমাকে গমন করিতে হইবে।

তারা। মধু বাবু আমার মনিব। তাঁহারই অন্নে আমি প্রতিপালিতা হইতেছি। তাঁহার নিকট গমন করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। চলুন, আমি এখনই আপনার সহিত গমন করিতেছি। আমার মনিবের সংবাদ ভাল ত? তিনি ভাল আছেন ত? কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই ত? কারণ তাঁহাদিগের মঙ্গলেই আমাদিগের মঙ্গল। অমৃত, তুই কোন কথা কহিতেছিস না কেন? আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় যাইতে হইবে কেন? আর তুই বা এখানে আসিলি কেন?

অমৃত। তুই কি আর কথা কহিবার মুখ রাখিয়াছিস যে কথা কহিব! তোর কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত যেমন তোকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বিশ্বাস করিয়া একটী বড় লোকের বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলাম, তুই সেইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া তোর ত সর্ব্বনাশ সাধন করিচিস্, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বনাশ করিতেও তুই কিছু বাকী রাখিলি নে। ইহাতে আমি তোর দোষ দিব কি—আমার অদৃষ্টের দোষ।

তারা। আমি ত তোমাদিগের কথার বিন্দুমাত্রও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কি হইয়াছে, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছ না কেন?

অমৃত। স্পষ্ট করিয়া আর কি বলিব। আমার মাথা মুণ্ড যাহা কিছু বাকী ছিল, তাহার সমস্তই হইয়াছে। তোর হইতে যে এইরূপ হইবে, তাহা আমি এক দিবসের নিমিত্তও কখনও মনে করি নাই।

অমৃতের সহিত তারার এইরূপ দুই চারিটী কথা হইবার পর, আমি অমৃতকে আর অধিক কথা বলিতে দিলাম না।

উভয়কেই সঙ্গে লইয়া সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। সেই দিবস কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার কোনরূপ সুযোগ না থাকায়, নিকটবর্ত্তী একটী থানায় গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম ও সেই স্থানেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

থানায় উপস্থিত হইয়া সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সমস্ত কথা কহিলাম। সেই সময় ঐ থানার যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। ইনি মুসলমান, কিন্তু একজন বিশেষ উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিজের কয়েকটী মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিতে তিনি কয়েকবার কলিকাতায় আগমন করেন। আমি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সেই সকল কার্য্য উদ্ধার করিয়া দি। সেই সময় হইতেই তাঁহার সহিত আমার উত্তমরূপ পরিচয় হয়। হঠাৎ আমাকে তিনি তাঁহার থানায় দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হন, ও আমাকে তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন; সুতরাং, আমিও তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বর্ণন করি। আমার কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "আপনারা কলিকাতার কর্ম্মচারী। মেদিনীপুরের স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিয়া লওয়া আপনার কার্য্য নহে। আমি এই মেদিনীপুর

জেলার মধ্যে দারোগাগিরি কার্য্য করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু মেদিনীপুরের স্ত্রীলোকগণের নিকট হইতে সকল সময় কথা বাহির করিয়া লইতে আমিও অপারক। সে যাহা হউক, এদেশে এত দিবস থাকিয়া আমার যেরূপ বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে, তাহাতে আপনারা কোনরূপে ইহার নিকট কথা বাহির করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন না। আমি যদি বিশেষরূপে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অভাবপক্ষে দুই তিন দিবস অপর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিমতে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলে, যদি কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারি। সে যাহা হউক, আপনি যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন আপনার কার্য্য যে পর্য্যন্ত উদ্ধার না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি আপনাকে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে দিতেছি না।"

দারোগার কথা শুনিয়া আমিও তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত তিনি না বলেন, সেই পর্য্যন্ত তারাকে যেন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা না হয়। কারণ, এরূপ অবস্থায় তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে, সে তাহারই উত্তর করিবে, "আমি ইহা জানি না, বা আমি করি নাই।" একবার "না" বলিলে তাহাকে পুনরায় "হাঁ" বলান একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দারোগার কথা কতকটা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিয়া আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। সে দিবস তারাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না। রাত্রিকালে আহারাদির পর তিনি তারাকে তাঁহার নিকট ডাকাইলেন ও তাহাকে লইয়া একটু নির্জ্জনে উপবেশন করিলেন। আমরা কেহই সেই স্থানে গমন করি-

লাম না; কিন্তু, দূর হইতে দেখিতে পাইলাম যে, তিনি তারার সহিত নানারূপ বাক্য ব্যয় করিতেছেন; কিন্তু তিনি যে কি বলিতেছেন, বা তাঁহার কথার উত্তরে তারাই বা কি বলিতেছে, তাহার কিছুই আমরা সেই স্থান হইতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এইরূপে ক্রমে অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া আমি শয়ন করিলাম ও ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। দারোগা সাহেব তাহার পর তাহাকে লইয়া যে কি করিলেন, তাহার কিছুই আমি অবগত হইতে পারিলাম না, বা সেই রাত্রিতে কেহই আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল না। পর দিবস আপনা হইতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যখন আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, তখন বেলা প্রায় ৭টা। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, দারোগা সাহেব থানায় নাই। তারাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতেই তিনি থানা হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করেন নাই। তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহ আমাকে বলিতে পারিল না, বা ইচ্ছা করিয়া বলিল না। আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া দারোগা সাহেবের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম। দিবা আন্দাজ ৯টার সময় দারোগা সাহেব থানার ভিতর আগমন করিলেন; কিন্তু, তারাকে তাঁহার সহিত আসিতে দেখিলাম না। তিনি আমার নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন ও আমাকে যাহা কহিলেন, তাহাতে আমার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। তারা যে কিরূপ ভয়ানক রাক্ষসী তাহা জানিতে পারিয়া, আমি প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিতেই চাহিলাম না। এরূপ কার্য্যসকল যে মনুষ্যের মধ্যে, বিশেষ হিন্দু-

দিগের মধ্যে ঘটিতে পারে, তাহা সেই সময় কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু পরিশেষে তারার মুখ হইতে নিজ কর্ণে যখন তাহা শুনিয়াছিলাম, তখন তাহা বিশ্বাস করিতেই হইয়াছিল; কিন্তু, সে সকল কথা আমি পাঠক পাঠিকাগণকে স্পষ্ট করিয়া জানিতে দিব না, বা স্পষ্টরূপে লিপি-বদ্ধ করিয়া লেখনীকে অপবিত্র করিব না। আভাসে যাঁহারা যাহা বুঝিয়া লইতে পারেন, তাঁহারা তাহাই বুঝিয়া লইবেন। সে যাহা হউক, দারোগাসাহেব কহিলেন, "আমি যে সকল কথা তারার নিকট হইতে বহুকষ্টে বহির্গত করিয়া লইতে সমর্থ হই-য়াছি, তাহা আপনি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় তাহার নিকট হইতে অবগত হউন। আমার সম্মুখে একে একে তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে এখন বোধ হয়, সে কোন কথা আর গোপন করিবে না। তাহা হইলেই আপনি সমস্ত অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন ও আপনার মোক-দ্দমার কিনারা হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া দারোগা সাহেব তারাকে আনিবার নিমিত্ত জনৈক প্রহরীকে প্রেরণ করিলেন। প্রহরী তারাকে আনিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

তারা আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে দারোগা সাহেব তাহাকে সেই স্থানে বসিতে কহিলেন। তারা সেই স্থানে উপবেশন করিল। দারোগা সাহেব আমাকে কহিলেন, "তারা এই দেশীয় স্ত্রীলোক; সুতরাং, আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতেই অবগত আছি। আপনি তাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু, সে কিছুতেই মিথ্যা কথা কহিবে না। কলিকাতা অতিশয় মন্দ স্থান। তারা মন্দ নহে,

মন্দ স্থানের গুণে সে মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। নিজের অবস্থা ভুলিয়া গিয়া পরের অবস্থায় তাহার লোলুপ জন্মিয়াছে। তাই সে বুঝিতে না পারিয়া এই কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে; ইচ্ছা করিয়া সে এই কার্য্য করে নাই। তাহার হৃদয়ে প্রবল লোভ উদ্দীপ্ত হওয়ায় সেই লোভ সে কোনরূপেই সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই বিষম ব্যাপার ঘটাইয়াছে। সে যাহা হউক, আপনি অগ্রে ইহার নিকট হইতে সমস্ত কথা অবগত হইয়া পরিশেষে বিবেচনা মত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।” এই বলিয়া দারোগা সাহেবও সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমি। তারা তুমি প্রকৃত কথা কহিবে কি?

তারা। কেন কহিব না? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া এখন আর মিথ্যা কথা কহিব কেন?

আমি। তুমি মধু বাবুর বাড়ীতে কার্য্য করিতে?

তারা। হাঁ মহাশয়, আমি তাঁহারই বাড়ীতে চাকরাণীগিরি কার্য্য করিয়া দিন যাপন করিতাম।

আমি। তুমি এখন হঠাৎ দেশে আসিলে কেন?

তারা। অনেক দিন আসি নাই বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়াছি।

আমি। তুমি কাহার চাকরাণী ছিলে? মধু বাবুর না কৃষ্ণচন্দ্রের?

তারা। আমি উভয়েরই কার্য্য করিতাম, উভয়েই আমার মনিব।

আমি। কিরণ?

তারা। তিনিও আমার মনিব।

আমি। তাহা হইলে দেখিতেছি তিনজনেই তোমার মনিব।

তারা। হাঁ।

আমি। ঐ তিনজনের মধ্যে তোমাকে কে অধিক ভাল বাসিত?

তারা। মধু বাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র উভয়েই আমাকে ভাল বাসিতেন; কারণ, আমি উভয়ের কার্য্যই সমানভাবে সম্পন্ন করিতাম।

আমি। কিরণ?

তারা। কিরণ আমাকে দেখিতে পারিতেন না।

আমি। কেন?

তারা। কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে একটু অনুগ্রহ করিতেন বলিয়া তিনি আমাকে দেখিতে পারিতেন না।

আমি। তোমাকে তো উভয়েই ভাল বাসিতেন; কিন্তু, তুমি কাহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতে?

তারা। উভয়েই আমার মনিব; সুতরাং, আমার আবার ভালবাসা কি?

আমি। তাহাতো সত্য, কিন্তু কাহাকে অধিক যত্ন করিতে তোমার সর্ব্বদা ইচ্ছা হইত?

তারা। কৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্যসকল আমি সর্ব্বাগ্রেই সম্পন্ন করিয়া দিতাম।

আমি। তুমি বেতন পাইতে কত?

তারা। আমি ২৲ টাকা করিয়া বেতন পাইতাম।

আমি। ঐ বেতন তুমি মাসে মাসে পাইতে, কি দুই চারি মাসের বেতন একত্রে গ্রহণ করিতে?

তারা। আমি মাসে মাসেই আমার বেতন প্রাপ্ত হইতাম।

আমি। ঐ বেতনের টাকা তুমি কি করিতে?

তারা। ঐ টাকা একত্র করিয়া আমি গহনা গড়াইতাম।

আমি। ঐ বাড়ীতে তোমার কর্ম্ম এখনও দুই বৎসর হয় নাই। দুই বৎসরের বেতন একত্রিত করিলে ৪৮৲ টাকার অধিক হয় না। ঐ টাকা দিয়া তুমি কি গহনা গড়াইয়াছ?

তারা। আমার গলার এই সোণার দানা।

আমি। তাহা হইলে তোমার হাতের এই সোণার বালা কোথা হইতে আসিল?

তারা। মধু বাবু আমাকে উহা গড়াইয়া দিয়াছেন।

আমি। এ কথা কৃষ্ণচন্দ্র বা অপর কেহ অবগত আছেন?

তারা। না।

আমি। তাগা গড়াইয়া কে দিল?

তারা। ইহা কৃষ্ণচন্দ্র দিয়াছেন।

আমি। মধু বাবু ইহা জানেন?

তারা। না।

আমি। কেন?

তারা। আমি কাহার কথা কাহার নিকট বলিতাম না

বলিয়া, কেহই অপরের কোন কথা আমার নিকট হইতে অবগত হইতে পারিতেন না।

আমি। সে যাহা হউক, যে ওলার সরবত কিরণ প্রত্যহ পান করিয়া থাকে, সেই ওলার সহিত তুমি বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলে কেন ?

তারা। কিরণকে হত্যা করিবার মানসে।

আমি। এরূপ ভয়ানক ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে কেন আসিয়া উপস্থিত হইল ?

তারা। মহাশয়, এ কথার উত্তর আর আমি আপনাকে কি দিব ! মধু বাবু আমাকে ভাল বাসিলেও আমি কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম। যাহাতে আমি সর্ব্বদা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে পারি, যাহাতে আমি সদা-সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই, তাহার নিমিত্তই আমার মন সর্ব্বদা অস্থির থাকিত ; কিন্তু, কিরণের নিমিত্ত আমি আমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতাম না। কৃষ্ণচন্দ্রের যে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যখন আমি প্রবৃত্ত হইতাম, কোথা হইতে তখনই তাহার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইত। সুতরাং তাহারই নিমিত্ত আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতাম না। কাজে কাজেই অন্তরে অন্তরে আমার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইত ; কিন্তু, প্রকাশ্যে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইতাম না। কিরণ আমার মনিব-পত্নী হইলেও, আমি কিন্তু তাহার দৃশ্য কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিতাম না। প্রকাশ্য ভয়ে তাঁহার আদেশ আমাকে প্রতিপালন করিতে হইত বটে, কিন্তু আমার অন্তর বিষম

বিষে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইত। এইরূপে কিছু দিবস বিষের যন্ত্রণাভোগ করিলাম সত্য, কিন্তু কোনরূপেই আর ঐ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলাম না। কিরণ বর্ত্তমান থাকিলে আমার ঐ যন্ত্রণার কোনরূপেই নিবৃত্তি নাই ভাবিয়া, মনে মনে আমি তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলাম। কারণ, সেই সময় আমার মনে মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে, যদি কোন গতিকে কিরণকে আমি লোকান্তরিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার কণ্টক দূর হইবে; সুতরাং, বিনা বাধা বিপত্তিতে আমি মনের সুখে দিন যাপন করিতে সমর্থ হইব। কিরূপে আমি আমার সুখের রাস্তা পরিসর করিতে সমর্থ হইব, তাহাও ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক দিন হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কোনরূপে তাহাকে বিষপান করাইতে হইবে মনে মনে ইহা স্থির করিয়া, আমি প্রবল হলাহলের সংগ্রহও করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সুবিধামত সুযোগ না ঘটায়, সেই কার্য্য আমি এত দিবস সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি দেশে আসিবার ভাণে মধু বাবুর নিকট হইতে গত ছয় মাস পর্য্যন্ত বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু, অভাব পক্ষে ৫।৭ দিবসের নিমিত্তও তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন নাই বলিয়া, এই কার্য্য করিতে এত বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা, আমি আমার মনোবাঞ্ছা ইহার অনেক পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিতাম। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আজ কয়েক দিবস হইল, আমি কোনরূপে মধু বাবুর নিকট হইতে ১০ দিবসের নিমিত্ত বিদায় পাইয়াই, আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পন্থা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। এখন দেখি-

তেছি, আমার সেই পন্থা পরিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের বাঁচিবার যে পন্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, তাহা আপনারা জানিতে পারিয়াছেন; সুতরাং, আমার জীবনের আশাও আর নাই। আমার মনের কথা আমি একাগ্রচিত্তে আপনাদিগের নিকট বলিলাম; এখন যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই আপনারা করিতে পারেন।

আমি। তুমি কি অভিপ্রায়ে ওলার সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলে ও কিরূপ উপায় করিয়া নিজের বাঁচিবার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলে?

তারা। মহাশয়! মধুবাবুর বাড়ীতে যতগুলি লোক আছে, তাহাদিগের কেহই ওলার সরবত পান করে না। ওলা কেবল মাত্র কিরণের নিমিত্তই সংগৃহীত থাকে ও তিনিই উহার সরবত পান করিয়া থাকেন। ঐ সরবত প্রস্তুত করিবার ভার অমৃত ভিন্ন আর কাহার উপর ন্যস্ত নাই; সুতরাং, আমি মনে মনে ইহাই স্থির করি যে, ঐ ওলার সহিত যদি কোনরূপে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেই আমার অভিষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে; কারণ, ঐ ওলার সরবতের সহিত আমার কোনরূপ সংস্রব নাই। যদি উহা লইয়া কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অমৃতই টানাটানিতে পড়িবে। তাহার উপর এইরূপ গোলযোগের পূর্ব্ব হইতেই যদি আমি আপন দেশে গমন করিতে পারি, অর্থাৎ গোলযোগের সময় যদি আমি একেবারে কলিকাতায় না থাকি, তাহা হইলে আমার উপর কোনরূপেই সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। মনে মনে এই ভাবিয়া আমি পূর্ব্ব

হইতেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে দিবস আমি বাড়ী যাইবার অনুমতি পাইলাম, সেই দিবস রাত্রিতে সুযোগ মতে ঐ বিষ আমি একটী ওলার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিলাম। কারণ, আমি বেশ জানিতাম, আমি দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই ঐ ওলার সরবত কিরণ পান করিবে, এবং তাহা হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

আমি। যে ওলাতে তুমি বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলে, সেই ওলা কোথায় ছিল?

তারা। যে হাঁড়িতে ওলা রক্ষিত থাকিত, সেই হাঁড়ির মধ্যেই উহা ছিল।

আমি। তুমি কয়টী ওলাতে এইরূপ বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলে।

তারা। ঐ হাঁড়িতে সেই সময় তিন চারিটী ব্যতীত ওলা ছিল না। আমি উহার একটীতে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।

আমি। যে কয়টী ওলা ছিল, তাহার সমস্ত গুলিতে বিষ-মিশ্রিত না করিয়া, একটীতে বিষ-মিশ্রিত করিবার কারণ কি?

তারা। আমার ঠিক স্মরণ হয় না, একটীতে কি দুইটীতে আমি বিষ-মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। বোধ হয় দুইটীতে, আর ঐ দুইটী ওলা অপর ওলার নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম; কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, হাঁড়িতে যে সকল ওলা আছে, তাহার উপর হইতেই লইয়া ভিজান হয়; সুতরাং, আমি দেশে গমন করিবার পর দুই একদিবস পর্য্যন্ত

উপরের ওলার সরবত প্রস্তুত হইলে কিরণের বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহার পর যখন বিষ-মিশ্রিত ওলায় হাত পড়িবে, তখন আর আমার উপর কোনরূপেই সন্দেহ হইতে পারিবে না; কারণ, তাহার, অনেক পূর্ব্ব হইতেই আমি সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছি।

আমি। দুইটি ওলাতে বিষ মিশ্রিত করিবার কারণ কি?

তারা। একটীর সরবত যদি কোন গতিকে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না বলিয়া দুইটীতে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কারণ, দুইটীই একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

আমি। তুমি কহিতেছ যে, দুইটী ওলায় বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলে; কিন্তু, আমরা দেখিতেছি, ঐ হাঁড়ির মধ্যে যত গুলি ওলা ছিল, তাহার সমস্ত গুলিতেই বিষ মিশ্রিত ছিল।

তারা। তাহা আমার মনে নাই। আমি অন্ধকারের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করি। বিশেষ সেই সময় আমার বুদ্ধির ঠিক স্থিরতা ছিল না। হইতে পারে দুইটীর পরিবর্ত্তে ভুল করিয়া আমি সকল গুলিতেই বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিয়া থাকিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তারার কথা শুনিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, জগতে কত প্রকার রাক্ষস রাক্ষসী বিরাজ করিতেছে। আমরা পুলিস-কর্ম্মচারী, অনেক দিবস পুলিস-বিভাগে কর্ম্ম করিয়া অনেকের অনেক রূপ দেখিয়াছি, অনেকের অনেক গুপ্ত রহস্য অবগত হইয়াছি, অনেক জনসমাজে সুপরিচিত ও সুবাস-ফলান্বিত ব্যক্তিগণের বাহ্যিক পরদার অন্তরালে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল পরিদর্শন পূর্ব্বক মনে মনে হাসিয়াছি; কিন্তু, এরূপ রাক্ষস রাক্ষসীর কথা কখন শুনি নাই, দেখা ত দূরের কথা! বড়লোকগণকে সচরাচর লোকে হাস্যচ্ছলে "জানোয়ার" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, এ কথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। আমরা কিন্তু সে কথা, সকল সময় বিশ্বাস করিতে সাহসী হইতাম না; কিন্তু, তারার কথা শুনিয়া আমাদিগের চক্ষু উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত হইল। দেখিতে পাইলাম, বড়লোকগণের মধ্যে পশু-প্রকৃতির লোক যত দেখিতে পাওয়া যায়, অপর লোকের মধ্যে প্রায় সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বড়লোকগণ বাহ্যিক সৎকার্য্য দেখাইয়া জনসমাজে বা রাজসরকারে সুনাম অর্জ্জন করিতে যেরূপ চেষ্টিত হইয়া থাকেন, আভ্যন্তরীণ বিষয় সকলের মধ্যে তাঁহাদিগকে তদপেক্ষায় অধঃপতিত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

ন্ড অশ্রাব্য প্রবৃত্তি সকলকে বড়লোকগণ যেমন বিশেষ যত্নের সহিত স্থান প্রদান করিয়া রাত্রিদিন তাহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, তারা, মধু বাবু ও কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, ও কিরণের ভয়ানক পরিণাম অবলোকন করিয়া, আমাদিগেরও প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের উদয় হইল। ভাবিলাম, এখনও জগতের মধ্যে যত প্রকার পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার অনেক বিষয় এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারি নাই।

তারার নিকট হইতে আমরা সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম, ও এই খুনী মোকদ্দমার কিনারা হইয়া গেল জানিতে পারিয়া, মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলাম সত্য, কিন্তু কিরূপে তারাকে প্রকৃত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে সমর্থ হইব, তখন সেই ভাবনা আমাদিগের অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। এই ভয়ানক কার্য্য সমাপন করিতে তারাকে কেহ দেখে নাই, বা সেইরূপ বিষের কোন আনুষঙ্গিক প্রমাণও নাই যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তারাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে সমর্থ হইব। তারা এখন নিজে সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছে, তাহাতেই আমরা সকল অবস্থা অবগত হইতে পারিয়াছি, ও সে যে কতদূর দোষী, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু বিচারকের নিকট যদি সে ইহার সমস্তই অস্বীকার করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহাকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করিতে কেহই সমর্থ হইবেন না। আর এরূপ অবস্থায় যদি

তারাকে কলিকাতায় লইয়া যাই, তাহা হইলে সেইস্থানে সে নিশ্চয়ই আইনজীবির পরামর্শ পাইবে, ও সমস্ত কথা একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিবে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ও দারোগা সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল, তারা এখন যাহা বলিতেছে, তাহা এখনই একেবারে অস্বীকার করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে না; সুতরাং, তাহাকে নিকটবর্ত্তী কোন বিচারকের নিকট লইয়া গিয়া, সে যে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিতেছে, তাহা তাঁহার দ্বারা "কলমবন্ধ" করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, ইহার পর কলিকাতায় গিয়া তারা সমস্ত কথা অস্বীকার করিলেও, এখন বিচারকের নিকট যাহা বলিবে, তাহা হইতে তাহার বহির্গত হইবার আর কোন উপায় থাকিবে না। তাহার উপর আনুষঙ্গিক যে সকল সামান্য সামান্য প্রমাণ আছে, তাহার দ্বারাই তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে সমর্থ হইব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, তারাকে সঙ্গে লইয়া আমি ও দারোগা সাহেব তখনই সেইস্থান পরিত্যাগ করিলাম। যে থানায় আমরা গমন করিয়াছিলাম, সেইস্থান হইতে যে স্থানে সেই প্রদেশীয় বিচারক থাকেন, তাহা প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধান। একখানি শকট আনাইয়া তাহাতে আমরা আরোহণ পূর্ব্বক সেই বিচারকের সমীপবর্ত্তী হইবার মানসে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। সন্ধ্যার পর আমরা সেই বিচারক সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলাম। তিনি আমাদিগের নিকট হইতে সমস্ত কথা অবগ-

হইয়া আমাদিগের দুই জনকে দূরে গিয়া অপেক্ষা করিতে রহিলেন, ও তারাকে তাহার সন্নিকটে রাখিলেন। এইরূপে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইবার পর, সেই বিচারক আমাদিগকে ডাকাইলেন। আমরা তাঁহার নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলে, তিনি তারাকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, তারা সমস্ত প্রকৃত কথা বলিয়াছে। সে যাহা বলিয়াছে, তাহাও আমি লিখিয়া লইয়াছি। ইহাও আপনারা লইয়া যাউন।" এই বলিয়া কতকগুলি কাগজও আমাদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। আমরা ঐ সকল কাগজ ও তারাকে লইয়া বাহিরে আসিলাম; ও পরিশেষে ঐ কাগজগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম, তিনি তাহার সমস্ত কথা বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে লিখিয়া লইয়াছেন। মধু বাবুর বাড়ীতে তারার চাকরী হইবার সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া লইয়াছেন। যে সকল সামান্য সামান্য বিষয় আমরাও ইতিপূর্ব্বে অবগত হইতে পারিয়াছিলাম না, তাহাও তিনি তারার নিকট হইতে জানিতে পারিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেই বিচারক বাঙ্গালী। তাঁহার সহিত আমার পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল না, কিন্তু তারার জবানবন্দী পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, এরূপ চতুর বহুদর্শী ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

তারাকে লইয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া, আমার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিলাম। এই মোকদ্দমার এইরূপ সহজে কিনারা হইয়া গেল দেখিয়া সকলেই

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তারা বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটে নিকট প্রেরিত হইল। তাহার বিপক্ষে যে সকল আনুষঙ্গি প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সমস্তই প্রমাণিত হইল ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বিচারার্থ তারাকে উচ্চ আদালতে প্রের করিলেন। তারা যাহা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা আর গোপ করিল না; সুতরাং, বিচারে তারা চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

সম্পূর্ণ।